অব লাভ অ্যান্ড আদার ডেমনস

গেব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ

অ নু বা দ অশোক দাশগুপ্ত

BanglaBook.org

গে ব্রি য়ে ল গা র্সি য়া মা র্কে জ

অব লাভ অ্যান্ড আদার ডেমনস

এডিথ গ্রসম্যানের ইংরেজি থেকে অনুবাদ

অশোক দাশগুপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ঐতিহ্য

প্রকাশক
আরিফুর রহমান নাইম
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট
৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪১৫
ফেব্রুয়ারি ২০০৯

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ
মুদ্রণ
ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

মূল্য : একশত পঞ্চাশ টাকা

OF LOVE AND OTHER DEMONS by Gabriel Garcia Marquez translated by Ashok Dasgupta. Published by Arifur Rahman Nayeem, Oitijjhya. Date of Publication : February 2009

website : www.oitijjhya.com

Price : Taka 150.00 US$ 5.00

ISBN 984-70193-0020-9

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

গে ব্রি য়ে ল গা র্সি য়া মা র্কে জ

গেব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ ১৯২৮ সালে কলম্বিয়ার আরাকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বোগোতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষাপর্ব শেষ করে কলম্বিয়ান দৈনিক সংবাদপত্র 'এল এসপেকতাদোর'-এ একজন সাংবাদিক হিসেবে নিজের কর্মজীবন শুরু করেন। পরে ওই পত্রিকার বৈদেশিক প্রতিনিধি হিসেবে রোম, প্যারিস, বার্সিলোনা, কারাকাস এবং নিউইয়র্কে কর্মরত ছিলেন। তিনি বেশকিছু সফল উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থের রচয়িতা। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো : Eyes of a Blue Dog (1947), Leaf Storm (1955), No One Writes to the Colonel (1958), In Evil Hour (1962), Big Mama's Funeral (1962), One Hundred Years of Solitude (1967), Innocent Erendira and Other Stories (1972), The Autumn of the Patpiarch (1975), Chronicle of a Death Foretold (1981), Love in the Time of Cholera (1985), The General in His Labyrinth (1989), Strange Pilgrims (1992) এবং Of Love and Other Demons (1994).

গেব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য
১৯৮২ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

ভূমিকা

২৬ অক্টোবর ১৯৪৯। দিনটা সংবাদপত্রের জন্য খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না। যে দৈনিকে আমার রিপোর্টার হিসেবে হাতেখড়ি সে দৈনিকের প্রধান সম্পাদক ক্লেমেন্তে মানুয়েল সাবালা। গোটাকয় সাধারণ পরামর্শ দিয়ে সকালের মিটিং শেষ করলেন তিনি। বিশেষ কোনো সংবাদের দায়িত্ব আলাদা করে কাউকে দিলেন না। কিন্তু কিছুক্ষণ পর টেলিফোনে জানলেন, সান্তা ক্লারার পুরনো কনভেন্টের আন্ডারগ্রাউন্ডের সমাধিগুলি খালি হবে। বিশেষ কিছু পাওয়ার আশা না করেই আমাকে বললেন : 'একবার ঘুরে এসো। দেখ যদি কিছু পাও।'

১০০ বছর আগে হাসপাতাল হওয়া ক্লারিসান নানদের ঐতিহাসিক কনভেন্টটা বিক্রি হবে। হবে ফাইভ স্টার হোটেল। ছাদ ধসে সুন্দর চেপেলটার বেহালদশা। কিন্তু এখনো এখানে মৃত্যুঘুম ঘুমাচ্ছেন তিন প্রজন্মের বিশপ, সন্ত আর নামকরা যাজকরা। এ কাজের প্রথমপর্ব কুঠুরি খালি করা। তারপর উত্তরাধিকারী পাওয়া গেলে দেহাবশেষ হস্তান্তর ও বাদবাকি দেহগুলির গণকবর।

কাজের অসভ্য-পদ্ধতিটা দেখে আমার তো আক্কেলগুরুম অবস্থা! ধারালো কুঠার আর শাবল দিয়ে মুখ খোলা হচ্ছে। নাড়াচাড়ায় ভাঙা কফিনগুলি বাইরে এনে ধূলির স্তূপ, টুকরা কাপড় ও চুল থেকে আলাদা করা হচ্ছে হাড়। মৃতের খ্যাতির ওপর নির্ভর করছে কোন কফিনে দিতে হবে কতটা শ্রম। কারণ সোনাদানা বাগাতে শ্রমিকরা সেসব কফিন সাবধানে খুঁটিয়ে দেখছে। ফোরম্যান ঘুরে ঘুরে প্রস্তর ফলকের তথ্য টুকছে নোটবুকে। তারপর টুকরা কাগজে নাম লিখে সেসব হাড়ের স্তূপ চিহ্নিত করছে। অতএব সেখানে ঢুকেই চোখে পড়ল এক সারি হাড়। ভাঙা ছাদের ফাঁক ফোকর গলে অক্টোবরের রোদের ঝাঁজ এসে পড়ছে সেসবের ওপর। সেসব স্তূপে এক টুকরা কাগজে দ্রুত হাতে পেনসিলে লেখা নামটা ছাড়া কোনো তথ্য নেই। সে ঘটনা আমাকে কত বিমূঢ় করেছিল প্রায় ৫০ বছর পরও ভুলিনি।

সেখানে শায়িত পেরুর এক ভাইসরয় এবং তার গোপন প্রেমিকা। এ অঞ্চলের বিশপ দন তোরিবিয়ো দে কাসেরেস ই ভিরতুদেস। মাদার হোসেফা মিরান্দা এবং জনকয় আশ্রমাধ্যক্ষা। ছিলেন দন ক্রিস্টোবাল দে এরসো। সিলিঙে কারুকাজ করতে করতেই অর্ধেক জীবন কেটেছে তার। দন ইগনাসিও দে আলফারো ই দুয়েনিয়াসের পাথুরে একটা কুঠুরি সিল করা। খোলার পর দেখা গেল কুঠুরিটা খালি। কখনো ব্যবহৃত হয়নি। তার পাশে আরেকটা কুঠুরিতে মার্কেসে দোনিয়া ওলাইয়া দে মেনদোসার দেহাবশেষ। ফোরম্যান ব্যাপারটা আমলে নিল না। কোনো মার্কিন ধনকুবের যদি এক কবর কিনে অন্য কবরে সমাধিস্থ হন তাতে অবাক হতে নেই। কিন্তু উঁচু তাকের বাইবেল রাখার খোপে অপেক্ষা করছিল এক অপার বিস্ময়। ধারালো কুঠারের প্রথম কোপেই ভেঙে পড়ল পাথর। সঙ্গে সঙ্গে কড়া তামাটে রং সপ্রাণ এক গোছা চুল তীব্র বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার শরীরে। তারপর শ্রমিকদের নিয়ে ফোরম্যান চুল বার করার চেষ্টায়

নামল। যতই টেনে বের করে, আর ফুরায় না। শেষে দেখা গেল, চুলের উৎসমুখ একটা বাচ্চা মেয়ের মাথার খুলি। কুঠুরিতে ছড়িয়ে আছে গোটাকয় হাড়। 'সিয়েরভা মারিয়া দে তোদোস লোস আনহেলেস' নামটাই শুধু পাঠযোগ্য নোনাধরা এক টুকরা পাথরের গায়। যাক সে কথা, শেষে মেঝেতে ছড়িয়ে মাপজোক করে সে চুলের দৈর্ঘ্য দাঁড়াল ২২ মিটার ১১ সেন্টিমিটার। বিকারহীন ফোরম্যান ব্যাখ্যা করল : মৃত্যুর পর মানুষের চুল মাসে ১ সেন্টিমিটার করে বাড়ে। অতএব ২০০ বছরে ২২ মিটার দৈর্ঘ্য ভালো একটা গড় হিসাব। আমার কিন্তু বিষয়টাকে অসাধারণ মনে হয়নি। কারণ ছেলেবেলায় নানি আমাকে ১২ বছর বয়সি এক মার্কেসের কাহিনী শোনাতেন। সে মেয়ের লম্বা চুল। যখন হাঁটে তখন মাটিতে গড়ায়। কুকুর কামড়ে জলাতঙ্ক হয়ে মারা যায় সে। তার কাজকর্মের গুণে ক্যারাবিয়ান উপকূলের সব শহর-বন্দর তাকে সম্মানের চোখে দেখত। হয়ত এ কবরটা তার, এ ধারণা থেকেই সে দিন কলাম লিখেছি। আর আমার এ উপন্যাসের উৎসমুখও সে ঘটনায় নিহিত।

গেব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ডিসেম্বরের প্রথম রবিবার কপালে চাঁদ-আকৃতির ছাপঅলা ছাইরং এক কুকুর বাজারের এবড়োখেবড়ো এলাকাটায় হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল। উলটে ফেলল খাবার সাজানো টেবিল। তারপর ইন্ডিয়ানদের ঝুপরিদোকান আর লটারির বাক্স লণ্ডভণ্ড করে চারজন পথচারীকে দিল কামড়ে। সে চারজনের তিনজন নিগ্রো ক্রীতদাস। আরেকজন কাসালদুয়েরোর মার্কেসের একমাত্র মেয়ে সিয়েরভা মারিয়া দে তোদোস লোস আনহেলেস। মেয়েটা বারোতম জন্মদিন পালনের খুশিতে বর্ণসঙ্কর দাসীকে নিয়ে মালা কিনতে এসেছে বাজারে।

ব্যবসায়ীদের পাকা দোকানগুলোর উলটা দিকে যেতে তাদের মানা। কিন্তু গিনি থেকে আনা নিগ্রোদের চালান ভিড়েছে বন্দরে। সস্তায় দাস কেনার লোভে সেখানে উপচে পড়া ভিড়। তাতে মজে গেতাসমানি বস্তির মুখের আলগা পুল পর্যন্ত সে দাসী সাহস করে এগোয়। ব্যাখ্যাতীত কারণে মরক লাগায় গত এক সপ্তাহ কাদিস নিগ্রো কোম্পানির এ জাহাজের জন্য সবাই অপেক্ষায়। সে ঘটনা চাপা দিতে ভারি কিছু না বেঁধেই পানিতে ফেলা হয়েছে মৃতদেহ। লালরং, ফুলে ঢোল হওয়া সেসব লাশ পানিতে ভাসতে ভাসতে ওঠেছে সৈকতে। তখন আফ্রিকান প্লেগ ছড়ানোর আতঙ্কে সবাই আতঙ্কিত। মৃত্যুর কারণ খাবারে বিষ ; বিষয়টা প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত জাহাজ নোঙর করেছিল উপসাগরের বাইরে।

বাজারে কুকুরের এ তাণ্ডবের আগেই দাসহাটে জাহাজের বেঁচে যাওয়া রোগা দাসগুলো বিক্রি শেষ। তখন সব দাসের সমান দামে একটা মাত্র পণ্য বিক্রি করে মালিকরা যাবতীয় ক্ষতি উসুলের চেষ্টায় মগ্ন। সে পণ্যটা হলো : দু মিটার লম্বা এক অ্যাবসিনি মেয়ে। বাণিজ্যিক কারণে দাসদের গায়ে মাখানো হয় এক ধরনের তেল। কিন্তু এ মেয়ের গায় তেল না মাখিয়ে মাখানো হয়েছে আখের গুড়। তার মতো সুন্দরী সচরাচর দেখা যায় না। টিকালো নাক। গোল মুখ। বাঁকা চোখ ও দুধফর্সা অক্ষত দাঁত মিলিয়ে তাকে দেখাচ্ছিল রোমান গ্লাডিয়েটরের মতো। গায় দাসকুঠির সিলটাও পড়েনি। হাটে বলতে হয়নি বয়স বা স্বাস্থ্যের কথা। একদম দামদস্তুর না করে সমান ওজনের খাঁটি সোনায় গভর্নর তাকে কিনলেন।

রাস্তায় বিড়াল তাড়া করা বা মৃত পশুপাখি দখল নিয়ে বাজপাখির সঙ্গে হল্লাহাটির সময় নেড়ি কুকুর মানুষ কামড়ায় ব্যাপারটা রোজকার

পোরতোবেলোর মেলামুখী জাহাজ ভিড়লে এ ঘটনা ঘটে হামেশাই। তখন চারদিকে টাকার ছড়াছড়ি। ভিড়ও খুব। এজন্য দিনে চার-পাঁচজনকে কুকুর কামড়ালেও মানুষের ঘুম হারাম হয় না। তাই মারিয়ার বাঁ পায়ের গুলফে অস্পষ্ট একটা ক্ষত নিয়ে কারো ভ্রুক্ষেপ নেই। দাসীও আতঙ্কিত না। লেবুর রস আর গন্ধক দিয়ে চিকিৎসা করল নিজেই। পোশাকের রক্তের দাগ ফেলল ধুয়ে। তারপর সবাই ডুবল তার জন্মদিনের উৎসবে।

মার্কেসের খেতাবহীন স্ত্রী আর মেয়েটার মা বেরনাদা কাবরেরা। সেদিন খুব ভোরে নাটকীয় কায়দায় এক গ্লাস চিনি মেশানো গোলাপজলে সাতদানা এন্টিমনির জোলাপ গিলেছেন। কামুক, নির্লজ্জ আর তলপেটে একটা গোটা সেনাছাউনিকে সন্তুষ্ট করার ক্ষুধা তার। তথাকথিত উঁচু বংশে জন্মানো বখে যাওয়া বর্ণসঙ্কর। কাকাও ট্যাবলেট আর দেশি মদের তোড়ে মাত্র বছরকয়ের মধ্যে পৃথিবী থেকে উবেছেন। নিভেছে চোখের বেদুইন-জ্যোতি। বুদ্ধি হয়েছে ভোতা। পায়ু পথে রক্ত। বমির সঙ্গে পিত্তরস। আকর্ষণীয় শরীরটা মৃতদেহের মতো তামাটে। থলথলে। বায়ুত্যাগ করার শব্দে অবাক শিকারি কুকুরগুলোও। সচরাচর শোওয়ার ঘর ছেড়ে বেরুতেন না। বাইরে এলেও প্রায়ই থাকতেন খালি গায়ে। অন্তর্বাসও থাকত না। কখনো কখনো একটা ফিনফিনে জামা পড়লে মনে হতো আরো বেশি উদোম। মারিয়াকে নিয়ে দাসীর ফিরে আসার আগেই সাতবার পায়খানায় গেছেন। দাসী কুকুর কামড়ানোর বিষয়ে তাকে কিছুই বলল না। বিস্তারিত বলল, বন্দরে মেয়েটাকে বিক্রি করা নিয়ে যে হট্টগোল, সে কথা।

বেরনাদা : 'অত সুন্দর হলে নিশ্চয়ই অ্যাবিসিনি। কিন্তু শেবার রানি হলেও দেহের ওজনে সোনা দিয়ে কেউ তাকে কিনবে একথা বিশ্বাস হচ্ছে না। হয়ত স্বর্ণমুদ্রায় কেনার কথা শুনেছিস।'

'না, না। নিগ্রো মেয়েটার ওজনের সমান সোনা।'

বেরনাদা আবার বলল : 'দু মিটার লম্বা একটা দাসীর ওজন কম হলেও একশো বিশ পাউন্ড। গায়ের রং সাদা হোক কি কালো, পায়খানার সঙ্গে হীরা না পড়লে পৃথিবীর কোনো মেয়ের দামই একশো বিশ পাউন্ড সোনা না।'

দাসব্যবসায়ী হিসেবে বেরনাদা বেশ ঝানু। ভালো করে জানেন, মেয়েটাকে গভর্নর যদি কিনেই থাকেন তো রান্নাঘরে করানোর মতো মহান কোনো কাজ করাতে কেনেননি। ঠিক তখনই উৎসব শুরুর প্রথম বাঁশি আর আতশবাজি। তার পরপরই খোয়াড়ে আটকানো ম্যাস্টিফ কুকুরগুলোর ক্রুদ্ধ গর্জন। শেষে ঘটনাটা বোঝার জন্য এলেন কমলা বাগানে।

দুটা কমলা গাছের সঙ্গে হ্যামক ঝুলিয়ে ভাতঘুম উদযাপন করছিলেন দারিয়েনের লর্ড কাসালদুয়েরোর দ্বিতীয় মার্কেস দন ইগনাসিও দে আলফারো ই

BanglaBook.org

দুয়েনিয়াসও বাজনা শুনেছেন বিষণ্ন আর মেয়েলি স্বভাবের মানুষ তিনি দেখতে শ্বেতপদ্মের মতো বিবর্ণ ঘুমের ঘোরে যেন বাদুর শুষেছে রক্ত ঘরে পরেন বেদুইনদের জোব্বা তলেদো অঞ্চলের বিরেতা নামের চারকোনা টুপি দেন মাথায় তাই তার গোবেচারা চেহারাটা আরো অসহায়। স্ত্রীকে পৃথিবীতে প্রথম আসার দিনের মতো নিরাভরণ দেখে আর জিজ্ঞাস্যটা আগেই অনুমান করে জানতে চাইলেন : 'বাজনা কিসের ?'

'জানি না।'

'আজ কত তারিখ ?'

মার্কেস তারিখটা জানতেন না। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে নিজেই হতভম্ব। শ্লেষহীন উত্তরে স্ত্রীও পিত্তব্যথার পুরো উপশমটা বোধ করলেন। আবার আতশবাজি। কৌতূহল হলো। হ্যামকে উঠে বসলেন : 'হা ঈশ্বর ! সে তারিখ আজ ?'

মার্কেসদের বাড়িটা দিভিনা পাসতোরা মহিলা পাগলাগারদের পাশে। বাজনা আর আতশবাজির শব্দে উত্তেজিত হয়ে কমলা বাগানের চেয়েও উঁচু চত্বরে গারদের রোগীরা হাজির। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে চলছে তাদের আনন্দ-উল্লাস। উৎসব কোথায় হচ্ছে জানতে চাইলে মার্কেসের সন্দেহ ঘোচায় তারা। তারিখটা ৭ ডিসেম্বর। সন্ত আমব্রোসের ভোজউৎসব এবং ক্রীতদাসদের উঠানের সংগীত ও আতশবাজি পোড়ানো মারিয়ার সম্মানে। মার্কেস নিজের কপাল নিজেই চাপড়ালেন : 'যা ভেবেছি তাই। ওর বয়স কত হলো ?'

'বারো।' উত্তর বেরনাদার।

'মাত্র বারো !' আবার হ্যামকে শুয়ে বললেন তিনি : 'জীবন খুব মন্থর।'

শতাব্দী শুরুর আগেও এ বাড়ি মানে নগরের গর্ব। এখন এক বিষণ্ন ভগ্নস্তূপ। বিস্তীর্ণ শূন্যস্থান। উলটাপালটা জায়গায় অগোছালো জিনিসপত্র থাকায় মনে হয়, বাড়ির বাসিন্দারা অন্য কোথাও চলে যাচ্ছে। বসার ঘরের নকশাদার মার্বেল পাথরের মেঝে আর স্বচ্ছ স্ফটিকের ঝাড়বাতি ঝুলকালিমাখা। ব্যবহৃত ঘরকটারও মোটা চুন-সুরকির দেয়াল। বহু বছর বন্ধ থাকায় সব ঋতুতেই শীতল। দেয়ালের ফাটল দিয়ে ডিসেম্বরের বাতাস হিসহিস করে ঢুকে এ শীতলতা আরো বাড়ায়। ম্রিয়মান আর স্যাঁতসেঁতে হাওয়ায় সবকিছু কানায় কানায় ভরা। প্রথম মার্কেসের খেতাবি সম্মানের মধ্যে টিকে আছে শুধু সারা রাত পাহারারত পাঁচটা কুকুর।

উঠানে দাসদের হইচইয়ের মধ্যে মারিয়ার জন্মদিন। প্রথম মার্কেসের সময় এ বাড়ি নগরের মধ্যেই আরেক নগরী। তার ছেলের সময়, মায়াতেস আখখামারে বেরনাদা যখন গোপনে দাস ও ময়দার বেআইনি ব্যবসা করেছেন তখনো সে অবস্থা বহাল। এখন অতীত। তৃপ্তিহীন পাপের নিচে চাপা পড়ে নিভেছেন

BanglaBook.org

বেরনাদা দাসচতুর এখন তালপাতার ছাউনি দেয়া দুটা কাঠের কুটির মহত্ত্বের শেষ অংশটাও শেষ।

এ দু জগতের যোগসূত্র দোমিঙ্গা দে আদভিয়েনতো দশাসই এক কালো মহিলা। মৃত্যুর আগের রাতেও কঠিন হাতে করেছে এ বাড়ির শাসন লম্বা, কৃশকায়, প্রায় অলোকদৃষ্টি সম্পন্ন মারিয়াকে পেলেপুষে বড় করেছে সে। ইওরুবান বিশ্বাস ত্যাগ না করেই ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত। এ দু ধর্মের যখন যেটা ইচ্ছা সেটাই পালন করে। শান্তপ্রাণ মার্কেস ও তার স্ত্রীর মধ্যে মধ্যস্থতার কর্তৃত্বও তার, তাকে সমীহ করতেন তারাও। ফাঁকা কোনো ঘরে যখন ক্রীতদাসরা পায়ুকাম বা বাইরে থেকে আনা মেয়েদের সঙ্গে যৌনক্রিয়ারত তখন ঝাড়ুপেটা করে বাড়ির বার করত তাদের। দোমিঙ্গা মারা যাওয়ার পর সে দাসগুলো দুপুরের রোদ বাঁচাতে খুপরিঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ির আনাচে-কানাচে শুয়ে থাকত। ভাতের হাঁড়ির তলানি চেঁচে খেত। ছায়াশীতল ঘরে মাকুকো এবং তারাবিয়া খেলত। মারিয়া ছাড়া সে রুদ্ধশ্বাস জগতে কেউ স্বাধীন নয়। তাই সেখানেই তার জন্মউৎসব। সত্যিকার বাড়িতে। সত্যিকার পরিবারের সঙ্গে।

মার্কেসের দাস এবং কটা ধনী পরিবারের সাধ্য অনুযায়ী আনা উপহার নিয়ে নাচছিল কজন নিগ্রো। এত বাজনার মধ্যে তার চেয়ে শব্দহীন নাচ অসম্ভব। নিজের পরিচয়ই যেন তুলে ধরছে মেয়েটা। আফ্রিকানদের চেয়েও চপলতা ও সৌন্দর্য নিয়ে নাচে সে। ভিন্ন কণ্ঠে আফ্রিকার বিভিন্ন ভাষায় গায়। পশুপাখিদের কণ্ঠ অনুকরণ করে দেয় আনন্দ। দোমিঙ্গার নির্দেশে অল্পবয়সী দাসীরা ঝুলকালি মেখে তার মুখ দিত কালো করে। তার ব্যাপ্তিস্ত তাবিজের ওপর তারা পরিয়েছে নেকলেস। কখনো না কাটা চুলের যত্নটাও করে তারাই। রোজ বেণি করে না দিলে তার আবার চলাফেরায় অসুবিধা।

কতগুলো পরস্পরবিরোধী ঘটনার মধ্যে বড় হয়েছে মারিয়া। গায় মায়ের উত্তরাধিকার কম। বাবার থেকে পেয়েছে তন্বী শরীর। লাজুক স্বভাব। ফর্সা রং। ঈষৎ নীল চোখ। উজ্জ্বল চুলের খাঁটি তামাটে বর্ণ। চলাফেরায় সে এতটাই নিঃশব্দ, যেন অদৃশ্য প্রাণী। অদ্ভুত এ স্বভাবে ঘাবড়ে মা বাড়ির অন্ধকার আনাচেকানাচে তার গতিবিধির ওপর নজর রাখতে হাতের কব্জিতে বেঁধেছিলেন ঘুঙুর।

উৎসবের দু দিন পর মারিয়াকে কুকুর কামড়ানোর কথাটা দাসী কথায় কথায় বেরনাদাকে বলে। শুতে যাওয়ার আগে সুগন্ধি সাবান দিয়ে গরম পানিতে দিনের ছ'নম্বর গোসলটা সারতে সারতে এ নিয়ে ভাবেন বেরনাদা। ঘরে ফিরে ফের ভুলে যান পরের রাতে কারণ ছাড়াই ভোর পর্যন্ত ম্যাস্টিফগুলোর অনবরত ডাকে আশঙ্কা হয়, ওগুলোর জলাতঙ্ক হয়নি তো ! এর আগে সে কথা তার মনেই

BanglaBook.org

পড়েনি। তারপর মোম হাতে উঠানের ঝুপড়িগুলোর কাছে গিয়ে দেখেন, দোমিঙ্গার দেয়া ইন্ডিয়ান রয়্যাল পামের হ্যামকে ঘুমিয়ে আছে মারিয়া। কুকুর কোথায় কামড়েছে দাসী বলেনি। তাই মেয়ের শেমিজ তুলে মোমের আলোয় সিংহের লেজের মতো সারা শরীরে পেঁচিয়ে থাকা বেণির ফাঁকে ফাঁকে প্রতি ইঞ্চি জায়গা পরীক্ষা করলেন তিনি। শেষে পেলেন। বাঁ পায়ের গোড়ালির ওপর ছোট্ট একটা কাটা দাগ। সামান্য একটু রক্ত শুকিয়ে কালচে হয়ে আছে। ঠিক চোখেও পড়ে না।

এ নগরীর ইতিহাসে জলাতঙ্ক আছে। সবচে' আলোচিত : এক খেলা দেখানো বানর ও তার মালিক। বানরখেলা দেখানোই লোকটার পেশা। ইংরেজদের নৌ-অবরোধের সময় জলাতঙ্ক হয় বানরটার। তারপর মালিকের মুখে কামড় দিয়ে পালায় পাশের পাহাড়ে। ভয়ানক দৃষ্টিভ্রম রোগে ভোগা হতভাগ্য এ লোকটাকে পিটিয়ে মারা হয় শেষে। আজও বাচ্চাদের ভয় দেখানোর জন্য গানের কলি হিসেবে সে কাহিনী গেয়ে শোনান মায়েরা। দু সপ্তাহ যেতে না যেতেই দিনে-দুপুরে ইবলিশরূপী একদল বানর নেমে এল পাহাড় থেকে। শুয়োরের খোঁয়াড় আর মুরগির খাঁচা তছনছ করল। তারপর গাজলা দিয়ে বেরোনো নিজেদের রক্তে নিজেরাই খেল বিষম ! ক্যাথিড্রালে ঢুকল। ইংরেজ নৌ-বহরের পরাজয় উপলক্ষে বিশেষ প্রার্থনাসভা চলছে তখন। তবু তীব্র আতঙ্কের এসব ঘটনা ইতিহাসভুক্ত হলো না। কারণ, ঘটনাগুলো ঘটেছে নিগ্রোদের মধ্যে। তারা দুর্ঘটনাগ্রস্ত লোকগুলোকে আফ্রিকান জাদু বলে সারিয়ে তুলতে দ্রুত আত্মগোপনকারী দাসদের আস্তানায় সরিয়ে নিয়েছিল।

এতগুলো ভয়ানক উপসর্গের পরও সাদা, কালো বা ইন্ডিয়ান, কেউই জলাতঙ্ক বা কোনো সংক্রামক রোগের অপ্রতিষেধ্য লক্ষণ না দেখা পর্যন্ত সে ব্যাপারে মাথা ঘামায়নি। একই কাজ করলেন বেরনাদাও। ভাবলেন, খ্রিষ্টানদের উদ্ভাবনী বার্তার চেয়েও দ্রুত ছড়ায় ক্রীতদাসদের কানাঘুষা। আরো ভাবলেন, কুকুরের কামড়ের মতো সাধারণ ঘটনাও পারিবারিক সম্মানহানির কারণ হতে পারে। নিজের এ যুক্তিতে এত অনড় থাকলেন যে, স্বামীকেও কিছু বললেন না। পরের রবিবার বাজারে খুবানি গাছে ঝোলানো কুকুরটা দেখে দাসী যখন জানল, সেটা জলাতঙ্কে মরেছে, তার আগে এ নিয়ে চিন্তা করলেন না তিনি। মৃত কুকুরটাকে এক নজর দেখেই ছাইরং, কপালে সাদা চাঁদঅলা যে কুকুর মারিয়াকে কামড়েছে এটা যে সেই কুকুর, চিনে ফেলে সে। কিন্তু এতে কান দিলেন না বেরনাদা। দেয়ার কথাও না। কারণ তত দিনে ক্ষত শুকিয়েছে। চামড়া ছড়ার কোনো চিহ্নও নেই।

...

ডিসেম্বরের হাওয়াটা এবার মাতাল। শিগগিরই পান্নার মতো সবুজ বিকেল আর উদ্ভট হাওয়ার রাতটাও ফিরে পেল সে। স্পেন থেকে সুসংবাদ আসায় অন্য

BanglaBook.org

বছরগুলোর চেয়ে এ বছর বড়দিনটা একটু বেশি আনন্দের কিন্তু নগরীর আগের জৌলুস নেই দাস বিক্রির প্রধান বাজার এখন হাভানায় কৃষিপ্রধান এ নগরের সব খনিমালিকদের ইংরেজ শাসিত এন্টিলিস দ্বীপপুঞ্জের বেআইনি বাজারে সস্তায় দাস কেনা পছন্দ ফলে একই নগরী বিভক্ত হলো দু ভাগে : যে ছ' মাস দাস ব্যবসায়ী বাণিজ্যতরী বন্দরে, তখন কোলাহলময় ব্যস্ত এক নগর আর বছরের বাদবাকি সময় ঝিমুতে ঝিমুতে সেই জাহাজগুলোর ফিরে আসার অপেক্ষায় আরেক নগরী।

জানুয়ারির শুরু। সাগুনতা নামের এক জিপসি ইন্ডিয়ান মহিলা ভাতঘুমের নির্জনতায় মার্কেসের দরজায় টোকা মারল। এর আগে কুকুর কামড়ানোদের সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। মহিলার বেশ বয়স। দুপুর রোদেও পা থেকে মাথা পর্যন্ত সাদা চাদরে মোড়া। কাররেতো ডালের হাতলাঠিতে ভর দিয়ে খালি পায় চলাফেরা করে সে। কুমারিত্ব পুনরুদ্ধার ও অকাল গর্ভপাত ঘটানোর ব্যাপারে বেশ বদনাম। তবু দুরারোগ্য অসুখের ওষুধ সম্পর্কে তার জ্ঞান সে দুর্নাম ঘুচিয়ে তৈরি করেছে এক ভারসাম্য।

ঢোকার দরজায় দাঁড়িয়ে নিমরাজি হয়েই তাকে অভ্যর্থনা জানালেন মার্কেস। বেশ ঘুরিয়েপেঁচিয়ে কথা বলার অভ্যাস তার। তাই সে ঠিক কী চায় মার্কেস বুঝতে পারলেন বেশ পরে। তারপরও এত প্যাঁচগোচ করে সে বলতে লাগল যে, মার্কেস ধৈর্য হারালেন : 'ল্যাটিন-গ্রিক না করে সোজাসুজি বল !'

'জলাতঙ্কের মহামারীর মুখে পড়েছি আমরা। শুধু আমার কাছেই শিকারিদের রক্ষাকর্তা আর জলাতঙ্কের আরোগ্যকারী সন্ত উর্বাতের বীজমন্ত্র আছে।'

'আমি মহামারীর কোনো কারণ দেখছি না। ধূমকেতু বা গ্রহণের কোনো ভবিষ্যদ্বাণীও নেই। ঈশ্বরকে ভাবনায় ফেলার মতো পাপ আমরা করিনি।'

মার্চে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ। জানায় সাগুনতা। ডিসেম্বরের প্রথম রবিবার যাদের কুকুর কামড়েছে তাদের পুরো বর্ণনা দেয়। দুজন নিখোঁজ। সন্দেহ নেই, জাদুবলে নিরোগ করতে নিজেদের লোকরাই তাদের সরিয়েছে। তৃতীয়জন দ্বিতীয় সপ্তাহে জলাতঙ্কে মারা গেছে। চতুর্থজনের কুকুরের লালা লেগেছিল ছড়ে যাওয়া ঘায়। আমোর দে দিওস হাসপাতালে সে মৃত্যুশয্যায়। পুলিশের মহাপরিদর্শক এ মাসে শখানেক পথকুকুরকে বিষ খাইয়ে মারার আদেশ দিয়েছেন। সপ্তাহকয়ের মধ্যে সড়কে তেমন কুকুর আর একটাও থাকবে না।

'এসবের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক !' মার্কেস অবাক : 'বিশেষ করে এ অসময়ে !'

'কারণ আপনার মেয়েকেই কুকুরটা প্রথম কামড়েছে।'

গভীর প্রত্যয়ে উত্তর দিলেন মার্কেস : 'এ কথা সত্য হলে সবার আগে জানতাম আমি '

মারিয়া সুস্থ : মেয়ের এমন দুর্গতি হবে আর তিনি জানবেন না, বিশ্বাস হলো না তার তাই মহিলাকে বিদায় করে আবার ডুবলেন ভাতঘুমে :

বিকেলে দাসচত্বরে মারিয়াকে খুঁজলেন : সে খরগোশের চামড়া ছাড়াতে ব্যস্ত মুখে কালি। খালি পা ক্রীতদাসীদের লাল পাগড়ি মাথায়। কুকুর কামড়েছে কি না জিজ্ঞেস করলে সোজা উত্তর : 'না'। কিন্তু রাতে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করলেন বেরনাদা। বোকা বনে মার্কেস জিজ্ঞেস করলেন : 'মারিয়া অস্বীকার করছে কেন ?'

'ভুলেও সত্যি বলবে না, তাই।'

'কিছু একটা করা দরকার। কুকুরটার জলাতঙ্ক ছিল।'

'না। কুকুরটা মরেছে ওকে কামড়ে। এ ঘটনা ডিসেম্বরের। আর ধিঙ্গি মেয়ে এখনো তাজা গোলাপ !'

মহামারীর ভয়াবহতা নিয়ে বাড়তে থাকা গুজবে দুজনই কান পাতলেন। অতীতে যখন পরস্পরকে কম ঘৃণা করতেন, তখনকার মতো সাধারণের স্বার্থ নিয়ে বাধ্য হয়েই আলাপ করলেন তারা। মার্কেসের কাছে ব্যাপারটা স্পষ্ট। তার বিশ্বাস, মেয়েকে তিনি খুব ভালোবাসেন। কিন্তু মার্কেস স্বীকার করলেন, জলাতঙ্কের ভয়ে ও সুবিধার খাতিরে এ মিথ্যাটা তিনি বিশ্বাস করছেন। আবার বেরনাদার কাছে এ প্রশ্ন অবান্তর। কারণ, মেয়েকে তিনি ভালোবাসেন না। মেয়েটাও তাকে বাসে না। ব্যাপারটা দুজনের জন্যই ঠিক। এবং মার্কেস বেরনাদাও মারিয়াকে ঘৃণা করেন। কারণ মারিয়ার মধ্যে তারা একে অন্যর কিছু বৈশিষ্ট্য দেখতে পান। তবু মেয়ের মৃত্যুর একটা সঙ্গত কারণ ও নিজের মান বাঁচাতে দুঃখী মায়ের মতো চোখের পানি ফেলার অভিনয় করেন বেরনাদা : 'কী হয়েছে তাতে কিছু আসে-যায় না। জলাতঙ্ক না হলেই হলো।'

সেই মুহূর্তে স্বর্গীয় এক চোখ ধাঁধানো দ্যুতিতে যেন জীবনের অর্থ খুঁজে পেলেন মার্কেস : 'মেয়েটা মরবে না।' গভীর প্রত্যয়ে বললেন : 'আর যদি মরেই, তবে তাই হয়ত ঈশ্বরের ইচ্ছা।'

সাগুনতার বলা জলাতঙ্ক রোগীকে দেখতে মঙ্গলবার সান লাসারো পাহাড়ে আমোর দে দিওস হাসপাতালে গেলেন। বুঝতে পারেননি, শেষযাত্রার কাপড়ে ঢাকা তার গাড়িটা ঘনায়মান দুর্যোগের আরেকটা পূর্বলক্ষণ হয়ে যেতে পারে। কারণ বড় কোনো উপলক্ষ ছাড়া বহু বছর বাড়ির বার হননি তিনি। আর বহু বছর এ দুর্যোগময় ঘটনার চেয়ে বড় কোনো ঘটনাও ঘটেনি এ নগরে।

বহু শতকের আলস্যে ডুবে ছিল এ নগর। কিন্তু শোকবাহী পোশাকে স্থির, সম্ভ্রান্ত লোকটা নগর-পাচিল পেরিয়ে গ্রামের ভেতর দিয়ে চলতে শুরু করলেন।

BanglaBook.org

তার পলায়নপর চোখ আর শুকনো মুখে নজর বোলানোর লোকের অভাব হলো না পথে। হাসপাতালের ইটের মেঝেতে শোওয়া কুষ্ঠরোগীরা মরা মানুষের মতো পা ফেলে ফেলে দেখল তার হেঁটে চলাটা। পথ আগলে ভিক্ষা চাইল কেউ কেউ।

উন্মাদ ছাউনির খুঁটিতে এক জলাতঙ্ক রোগী বেঁধে রাখা তুলার মতো চুলদাড়িঅলা বর্ণসঙ্কর বুড়ো। দেহের অর্ধেক অসাড়, কিন্তু রোগ শরীরের বাকি অর্ধেকে এত শক্তি দিয়েছে যে, দেয়ালে মাথা ঠুকে মরতে চাচ্ছিল সে তাই বন্দি। এ ঘটনা শুনে কোনো সন্দেহ থাকল না, মারিয়াকে যে কুকুর কামড়েছে সেও সেই একই কুকুরের আক্রমণের শিকার। আসলে কুকুরটার লালা লেগেছিল তার পায়ের গুলফের দুরারোগ্য ঘায়। মার্কেসকে আশ্বস্ত করতে এ বিশদ বর্ণনা যথেষ্ট নয়। তাই লোকটার দিকে তাকিয়ে মারিয়ার জন্য কোনো আশার আলো দেখলেন না তিনি। হাসপাতাল ছাড়লেন সন্ত্রস্ত পায়।

পাহাড়ের পাশ ধরে ফিরছিলেন শহরে। রাস্তার ওপর একটা মৃত ঘোড়া। পাশেই পাথরের ওপর দশাসই এক লোক বসে। হাত দিলেন কোচোয়ানের পিঠে। লোকটা দাঁড়ানোর পর তাকে চিনলেন। নগরীর সবচে' বিখ্যাত ও বিতর্কিত ডাক্তার আবরেনুনসিও দে সা পেরেইরা কাও। দেখতে হুবহু চিড়তনের রাজা। রোদ ঠেকাতে মাথায় চওড়া প্রান্তঅলা টুপি। পায় ঘোড়ায় চড়ার বুট। গায় শিক্ষিত বখাটেদের কালো পোশাক। মার্কেসের উদ্দেশে তার সম্ভাষণটা মোটেও স্বাভাবিক ছিল না।

টগবগ করে যে চড়াই বেয়ে উঠেছে ঘোড়াটা সে ঢাল বেয়েই নিচে নামার ধকলটা আর সহ্য করতে পারেনি। হৃৎপিণ্ড ফেটেছে। মার্কেসের কোচোয়ান নেপতুনো ঘোড়াটার লাগাম খোলার চেষ্টা করল। ডাক্তার তাকে থামালেন : 'পরানোরই যদি কিছু না থাকল তো লাগাম কোন কাজে লাগবে ? ওটাকেও পচতে দাও।'

ডাক্তার মানুষটা বেশ মোটাসোটা। গাড়িতে উঠতে কোচোয়ানের সাহায্য লাগল। মার্কেস তাকে ডান পাশে বসিয়ে সম্মান জানালেন। কিন্তু আবরেনুনসিও ঘোড়ার কথা ভাবতে ভাবতে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন : 'শরীরের অর্ধেকটা হারিয়েছি।'

'ঘোড়ার মৃত্যু-সমস্যা সমাধানের চেয়ে সহজ আর কিছু নেই।' মার্কেস বললেন।

আবরেনুনসিও আরো উৎসাহী : 'ও অন্য ঘোড়ার চেয়ে আলাদা। সঙ্গতি থাকলে পুণ্যভূমিতে সমাধি দিতাম।' প্রতিক্রিয়া জানতে মার্কেসের দিকে তাকিয়ে উপসংহার টানলেন : 'গত অক্টোবরে ওর একশো বছর পুরো হয়েছে।'

'কোনো ঘোড়াই অত দিন বাঁচে না।'

'আমি প্রমাণ দিতে পারি।'

BanglaBook.org

কুষ্ঠের সঙ্গে অন্য রোগও আছে, এমন রোগীদের দেখতে তিনি প্রতি মঙ্গলবার এ হাসপাতালে আসেন স্পেনে জাতিগত নির্যাতনের শিকার হয়ে ক্যারাবিয়ান অঞ্চলে দেশান্তরী পর্তুগিজ ইহুদি চিকিৎসক হুয়ান মেনদেস নিয়েতোর অন্যতম ছাত্র। গুরুর প্রেতসিদ্ধি ও লাগামহীন জিহবাটা উত্তরাধিকার সূত্রেই পাওয়া। কিছু দুর্নামও আছে। কিন্তু তার বিদ্যাবুদ্ধির ব্যাপারে কারো সামান্য সন্দেহও ছিল না। অবিশ্বাস্য সাফল্য ও অভূতপূর্ব পদ্ধতির জন্য তাকে মাফ করেনি অন্য ডাক্তাররাও। তাদের সঙ্গে আবরেনুনসিওর সবসময় চলে রক্তারক্তি। তিনি এমন এক ট্যাবলেট উদ্ভাবন করেছিলেন, যেটা বছরে একবার খেলেই স্বাস্থ্য ভালো থাকে। আয়ু বাড়ে। কিন্তু খাওয়ার পর প্রথম তিন দিন ভয়ানক মানসিক অসুস্থতা হয়। তাই তিনি ছাড়া অন্য কেউ এ ট্যাবলেট মুখে তোলেনি।

রোগীদের ঘুম পাড়ানোর জন্য বিছানার পাশে বসে হার্পে বিশেষ উদ্দেশ্যে রচিত গান শোনানোর অভ্যাস তার। শয়তান আর নাপিতের কাজ জ্ঞানে শৈল্য-চিকিৎসায় কখনো হাত দেননি। রোগী ঠিক কোন দিনক্ষণে মরবে সে ভবিষ্যদ্বাণীতেও ভীতিকর। বিশেষ এক অবস্থায় তার সুনাম-দুর্নাম দু-ই প্রোথিত। বলা হয়, এক মৃতকে প্রাণ দিয়েছিলেন তিনি। এ সত্য কেউ মিথ্যা প্রমাণ করতে পারেনি আজও।

অভিজ্ঞ মানুষ। তবু জলাতঙ্ক রোগীটার জন্য করুণা হয় তার : 'মানুষ যতদিন বাঁচে ততদিনের ধকল সহ্য করার মতো করে তার শরীরটা তৈরি নয়।' তার এ অনুপুঙ্খ আলোচনার একটা শব্দও মার্কেসের কান এড়ায়নি। ডাক্তারের পর তিনি বলতে শুরু করলেন : 'এ বেচারির জন্য কী করা যায় ?'

'মেরে ফেলুন।'

অবাক হয়ে তাকালেন মার্কেস।

'আমি সৎ খ্রিষ্টান হলে তাই করতাম।' নির্বিকার বলতে লাগলেন ডাক্তার : 'ভয়ের কিছু নেই। আমরা যা ভাবি, ভালো খ্রিষ্টানের সংখ্যা তার চেয়ে বেশি।'

গ্রাম-বস্তির সব গরিব খ্রিষ্টানরাই জলাতঙ্ক হলে আপনজনদের জঘন্য মৃত্যুযন্ত্রণা থেকে রেহাই দিতে খাবারে বিষ মেশায়। তাদের কথাই বলছিলেন তিনি। গত শতক শেষে, পাঁচ বছরের এক শিশুকে বিষ খাওয়াতে না পেরে একটা গোটা পরিবারই বিষাক্ত স্যুপ খেয়েছিল।

'লোকের বিশ্বাস, এ ঘটনা ডাক্তাররা জানেন না। ভুল। কিন্তু তাদের সে কাজ সমর্থন করার নৈতিক জোর আমাদের নেই। এটা সত্যি। কারণ তার বদলে আমরা কী করি আপনি তো এইমাত্র দেখলেন। সন্ত উবার্তের হাতে সঁপে দিয়ে যন্ত্রণা দীর্ঘ আর তীব্র করতে তাদের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখি।' উপসংহার টানলেন তিনি।

BanglaBook.org

'আর কোনো উপায় নেই ?' মার্কেসের জিজ্ঞাসা।

'জলাতঙ্ক হলে কিছু করার থাকে না।'

লিভারউর্ট লতা, সিঁদুর, মৃগনাভি, সাদা পারদ ইত্যাদি দিয়ে এ রোগের নিরাময় হবে, এসব নিয়ে লেখা কিছু বইয়ের উল্লেখ করে তিনি বললেন : 'সব বাজে কথা। ঘটনা হলো কিছু লোকের জলাতঙ্ক হয়, কিছু লোকের হয় না। যাদের হয়নি তাদের ওষুধের জন্য হয়নি, এ কথা বলা খুব সহজ।'

....

জেগে আছেন কিনা বোঝার জন্য মার্কেসের চোখের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন : 'এ ব্যাপারে আপনার আগ্রহের কারণ কী ?'

'করুণাবশত জানতে চাচ্ছিলাম।' মার্কেসের মিথ্যা জবাব।

বিকেল চারটার বিষণ্নতার পিঠে সওয়ার হয়ে ঘুমকাতুরে সমুদ্রের দিকে জানালা দিয়ে তাকালেন তিনি। একটা যন্ত্রণাবোধে আক্রান্ত হয়ে অনুভব করলেন, সোয়ালো পাখির দল আবার ফিরেছে। এক ফোঁটা বাতাস নেই কোথাও। কাদায় থকথকে সৈকতে পথভোলা একটা পেলিকানকে ঢিল ছুড়ছে একদল বাচ্চা ছেলে। সুরক্ষিত নগরের উজ্জ্বল গম্বুজের আড়ালে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত পেলিকানটাকে লক্ষ করলেন মার্কেস।

মেদিয়া লুনার সদর দরজা দিয়ে গাড়ি পাচিল ঘেরা আঙিনায় ঢুকল। কর্মচারীদের ব্যস্ত এলাকার মধ্যদিয়ে কোচোয়ানকে পথ দেখিয়ে নিজ বাড়িতে নিয়ে এলেন আবরেনুনসিও। কাজটা খুব কঠিন। নেপতুনোর বয়স প্রায় সত্তর। চোখে কম দেখে। সিদ্ধান্ত নিতে না পারার সমস্যাও আছে। তার চেয়ে তার ঘোড়াটাই রাস্তাঘাট ভালো চেনে। তাই ঘোড়ার সিদ্ধান্তেই পথ চলা। বাড়ি পৌঁছে হোরেসের একটা বাক্য আউড়ে আবরেনুনসিও দরজা থেকেই তাকে বিদায় দিলেন।

'দুঃখিত, আমি ল্যাটিন জানি না।' ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বললেন মার্কেস।

'কী করে জানবেন।' আবারো ল্যাটিনেই বললেন তিনি।

এ দেখা হওয়াটা মার্কেসের মনে দাগ কাটল। বাড়ি ফিরেই জীবনের সবচে' অসাধারণ কাজটা করলেন। সান লাসারো পাহাড় থেকে মৃত ঘোড়াটা এনে পবিত্র মাটিতে কবর দেয়ার নির্দেশ দিলেন নেপতুনোকে। পরদিন ভোরে নিজ আস্তাবলের সবচে' ভালো ঘোড়াটা পাঠিয়ে দিলেন আবরেনুনসিওর আস্তাবলে।

এন্টিমনি জোলাপের সাময়িক স্বস্তির পর পেট ব্যথা কমাতে বেরনাদা তিনটা ডুশ নেন রোজ। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে সুগন্ধি সাবান দিয়ে ছবার গরম পানিতে গোসল করেন। বিয়ের সময় যে মানুষ ছিলেন, গণকের দেয়া আত্মবিশ্বাসে নতুন কিছু ব্যবসা-সাফল্য পেয়ে সে মানুষ এখন আর তিনি নেই। নির্মম এক বিকালে

BanglaBook.org

হুদাস ইসকারিওতের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর দুর্ভাগ্যের তুমুল তোড়ে সমূলে উপড়ে গেলেন তিনি। এর আগে তার ছিল বিশাল বিশাল সব সাফল্য।

প্রায় উদোম গায়, খালি হাতে, মেলার লড়াইয়ের রিঙে এক ভয়ানক ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াইরত হুদাসকে প্রথম দেখেন বেরনাদা। এত সুপুরুষ আর সাহসী, বেরনাদা তাকে ভুলতে পারলেন না। কদিন পর সোনাদানা ও মূল্যবান পাথরের অলংকার পরলেন। মার্কেসীয় ঢঙে দাসী পরিবৃত হয়ে মুখোশ মুখে ভিখারির ছদ্মবেশে হাজির হলেন এক মেলায়। সেখানেও তাকে কুম্বে নাচতে দেখলেন বেরনাদা। এক দল লোকের ঠিক মধ্যিখানে। যে মহিলা পয়সা দিচ্ছে তার সঙ্গেই নাচছে। মহিলাদের সে উন্মত্ত চাহিদা নিয়ন্ত্রণে কর্তৃপক্ষ কড়া হলো। ঠিক তখনই তার দাম জিজ্ঞেস করলেন বেরনাদা। নাচতে নাচতেই উত্তর হুদাসের : 'আধ রিয়াল।'

এবার মুখোশ খুললেন তিনি : 'তোমার জীবনের বাকি অংশটার দাম জানতে চাচ্ছি।'

হুদাস বুঝল, প্রথম ভিখারি মনে হলেও তিনি আদৌ তা নন। নাচসঙ্গিনীকে বিদায় করে বেশ ডাঁটের সঙ্গেই নিজের দাম হাঁকতে তার দিকে গেল : 'পাঁচশো স্বর্ণমুদ্রা।'

সতর্ক চোখে সঠিক দামটা অনুমান করলেন বেরনাদা। বিশাল তার দেহের গড়ন। সিলরঙা চামড়া। মৃদু ঢেউ খেলানো শরীর। সরু কোমর। আকর্ষণীয় পা। শরীরের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন কিন্তু সুন্দর দুটা হাত। হিসাব কষলেন তিনি : 'উচ্চতা দুই মিটার।'

'এবং তিন সেন্টিমিটার।'

দাঁত দেখার জন্য মাথা নোয়াতে বললেন। বগলের অ্যামোনিয়ার তীব্র গন্ধে গা গুলিয়ে উঠল। দেখলেন, সবগুলো দাঁতই অক্ষত।

'তোমাকে একটা গোটা ঘোড়ার দামে কেউ কিনছে শুনলে তোমার মনিব উন্মাদ হয়ে যাবে।'

'আমি মুক্ত পুরুষ। নিজেকে নিজেই বিক্রি করছি।' তারপর 'সিনরা' বলে এক বিশেষ ভঙ্গিতে নতজানু।

'মার্কেসে।' বললেন বেরনাদা।

এবার সভাসদের কুর্নিশ। তাতেই বেরনাদার নিশ্বাস বন্ধ। হাঁকা দামের অর্ধেকে তাকে কিনলেন।

কেনার ব্যাপারে প্রথম প্রথম বলতেন : 'শুধু দেখার আনন্দ।' পরে এ কথার বিপরীতে মুক্তপুরুষ হিসেবে অবস্থান ও সার্কাসে ষাঁড় লড়াইয়ের প্রয়োজনীয় সময়, দুটাই বেরনাদা তাকে দিলেন। থাকতে দিলেন নিজঘরের সবচে' কাছের যে ঘরে

BanglaBook.org

আগে কোচোয়ান থাকত সে ঘরে। না ডাকলেও আসবে ভেবে প্রথম রাত থেকেই দরজার ছিটকিনি না তুলে উদোম গায় তার জন্য অপেক্ষা করলেন তিনি। অপেক্ষা চলল টানা দু সপ্তাহ। শরীরে আগুন। ঘুমাতে পারেন না।

এদিকে তার সত্যি পরিচয় জেনে আর ভেতরবাড়ির হাবভাব দেখে হুদাস আবার ক্রীতদাসের সংযমে মন দিয়েছে। বেরনাদা যখন অপেক্ষা ছেড়ে রাতপোশাক পরে দরজায় ছিটকিনি তুলেছেন, ঠিক তখনি একদিন জানালা দিয়ে ঘরে ঢোকে সে।

তার ঘামের গন্ধ ঘরের বাতাস ছিন্নভিন্ন করে বেরনাদাকে জাগিয়ে দিল। বেরনাদা অন্ধকারে তাকে খোঁজায় মরিয়া। শুধু পায়চারিরত তাগড়া মহিষের ভারি শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দটা পেলেন। তারপর অনুভব করলেন শরীরে সে দানবদেহের ভ্যাপসা গরমটা। শিকারি হাতে বেরনাদার রাতপোশাকের গলা থেকে মাঝামাঝি অবধি ফেড়ে ফেলল হুদাস। 'বেশ্যা, বেশ্যা' বলে ফ্যাসফেসে গলায় গোঙাল। সে রাতের পর জীবনের বাদবাকি সময়টা আর কিছুই করতে চাইলেন না তিনি।

বেরনাদা উন্মত্ত। তার টাকার কোট-হ্যাট পরে ভদ্রবেশে হুদাস আর প্রথম দিকে নানা ছদ্মবেশে, পরে মুখোশহীন হয়েই রাতে বস্তির নাচেও যোগ দিতেন তিনি। সোনার চেইন, আঙটি আর বাজুবন্ধে হুদাসকে ভরিয়ে তুললেন। দাঁত বাঁধিয়ে দিলেন সোনায়। চোখের সামনে যে মেয়ে পড়ে তাকেই বিছানায় তোলে হুদাস, এ কথা জানার পর মনে হলো, মরে যাবেন। কিন্তু শেষে যা পাওয়া যায় তা নিয়েই সন্তুষ্ট। একদিন তিনি আখখামারে ভেবে ভাতঘুমের সময় দোমিঙ্গা হাঁটতে হাঁটতে শোওয়ার ঘরে আসে। দেখে তারা উদোম গায় মেঝের ওপর যৌনক্রীড়ারত। যতটা না অবাক তার চেয়ে বেশি হতভম্ব হয়ে দাসী দরজার হাতলে হাত রেখে দাঁড়ায়।

'মরার মতো দাঁড়িয়ে থাকিস না। হয় বেরো নয় আমাদের সঙ্গে শো।' ধমকে উঠলেন তিনি।

দোমিঙ্গা ধুম করে দরজা বন্ধ করে। বেরনাদার মনে হয়, কেউ তার মুখে ঠাস করে একটা চড় মেরেছে। রাতেই দোমিঙ্গাকে ডেকে হুমকি, যা দেখেছে কাউকে বললে কঠোর শাস্তি।

'এ নিয়ে ভাববেন না। যা খুশি নিষেধ করতে পারেন। মেনে চলব।' তারপর উপসংহার : 'সমস্যা হলো, আমার ভাবনার ওপর নিষেধাজ্ঞার ক্ষমতা আপনার নেই।'

মার্কেস জেনেও না জানার ভান করায় ওস্তাদ। হাজার হোক, মারিয়াই একমাত্র প্রাণী যে তার এবং বেরনাদার মধ্যে এজমালি হিসেবে কাজ করে। মারিয়াকে নিজের নয় স্ত্রীর কন্যা হিসেবেই বিবেচনা করতেন তিনি। আর বেরনাদা

BanglaBook.org

মেয়েকে নিয়ে কিছু ভাবতেনই না একবার বেশ কিছু দিন পর আখখামার থেকে ফিরে তাকে চিনতেই পারেননি কারণ এরই মধ্যে সে বড় হয়েছে একটু পালটেও গেছে মেয়েকে ডেকে উলটেপালটে দেখে নানা প্রশ্ন কিন্তু মেয়ের মুখে টুঁ শব্দটাও নেই পরে না পেরে বললেন : 'হয়েছ হুবহু বাপটার মতো আজব প্রাণী।'

...

হাসপাতাল থেকে ফিরে মার্কেস বেরনাদাকে জানালেন, যুদ্ধংদেহী মনে সংসারের হাল ধরবেন এবার। কিন্তু সেদিনও তাদের দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পরিবর্তন হয়নি। তাই তার এ তাড়াহুড়ায় বেরনাদা অবাক।'

প্রথম কাজ মেয়েকে তার দাদির শোওয়ার ঘরটা ফিরিয়ে দেয়া। বেরনাদা তাকে দাসীদের সঙ্গে ঘুমুতে পাঠানোর আগে এ ঘর তারই ছিল। ধুলোর আবরণের নিচে খাটটার বনেদি গৌরব এখনো অক্ষত। এ খাটের জৌলসে বিমূঢ় ক্রীতদাসরা তামাকে সোনা বলে ভুল করত। ভাবত সম্রাজ্ঞীর খাট। সঙ্গে রেশমি মশারি। দামি সব জিনিসপত্র অসংখ্য শিকায় তোলা। অ্যালাবাস্টার বেসিন। ড্রেসিং টেবিলে সামরিক কেতায় সাজানো অজস্র পারফিউম ও প্রসাধনের শিশি-কৌটা। চিনামাটির চিলমচি। যে মেয়েটা তার নয় এবং যে নাতনিকে তিনি কখনো দেখেননি, বাতগ্রস্ত সে বুড়ি এ অবাস্তব পৃথিবীর স্বপ্নটা তার জন্যই বুনেছেন।

দাসীরা শোওয়ার ঘরটার নতুন জীবন দিচ্ছে। মার্কেস বাড়িময় ঘুরে ইচ্ছারাজত্বটা স্থাপন করছেন। ছাদের তলায় ঝিমানো ক্রীতদাসদের তাড়ালেন। যারা বদ্ধ ঘরগুলোতে জুয়া খেলবে বা কোনাকানিতে মলত্যাগ করবে তাদের দিলেন ক্রীতদাস-জেল বা মার দেয়ার হুমকি। এসব নতুন নয়। বেরনাদার এ আদেশগুলো পালন করত দোমিঙ্গা। প্রকাশ্য আনন্দে মার্কেস যখন ঐতিহাসিক ঘোষণা দেন : 'আমার বাড়িতে আমি বলি না, আদেশ পালন করি', তখন এ নিয়মগুলো হতো আরো কঠোর। কিন্তু বেরনাদা কাকাওর চোরাবালিতে ডুবলে আর দোমিঙ্গা মরে যাওয়ার পর আস্তে আস্তে আবার বাড়িতে ঢুকল ক্রীতদাসের দল। প্রথমে ছোটখাটো কাজে হাত লাগানোর ছুতোয় বাচ্চাকাচ্চাসহ মেয়েরা, পরে ছায়ার খোঁজে বারান্দায় হাত-পা ছড়াল কর্মহীন পুরুষের দল। ধ্বংসের ঘনায়মান হিমে আতঙ্কিত হয়ে দাসদের ভিক্ষা করে খাওয়ার নির্দেশ দিলেন বেরনাদা। সে সংকটের সময় ঘরের কাজের জন্য দু-তিনজন ক্রীতদাস রেখে বাকিদের মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু অযৌক্তিক এক কারণ দেখিয়ে মার্কেস এর বিরোধিতা করলেন : 'না খেয়েই যদি মরে, তবে রাস্তায় পড়ে মরার চেয়ে এখানে মরাই ভালো।'

BanglaBook.org

কিন্তু মারিয়াকে কুকুর কামড়ানোর পর সে কায়দা তিনি অনুসরণ করলেন না দায়িত্ববান ও বিশ্বস্ত এক দাসকে কিছু ক্ষমতা দিয়ে এমন কঠোর আদেশ দিলেন যে, বেরনাদাও আহত সন্ধ্যা শেষে দোমিঙ্গার মৃত্যুর পর বাড়িটা প্রথমবারের মতো একটা গোছানো চেহারা পেল দাসমহলে ছড়িয়েছিটিয়ে হ্যামকে শোওয়া আধ ডজন কম বয়সী দাসীর মধ্যে মারিয়াকে আবিষ্কার করলেন তিনি। সবাইকে জাগিয়ে নতুন রাজত্বের নিয়ম ঘোষণা করলেন : 'আজ থেকে মারিয়া বাড়িতে থাকবে। পুরো রাজ্য জানুক, এ মেয়ের একটা পরিবার আছে এবং তা শ্বেতাঙ্গ পরিবার।'

পাঁজাকোলা করে মেয়েকে নতুন শোওয়ার ঘরে নেয়ার চেষ্টা করলেন। মেয়ে বাধা দিল। পুরুষের ইচ্ছায় পৃথিবী চলে, এ কথা মেয়েকে বোঝালেন। গা থেকে দাসীদের মোটা কাপড়ের শেমিজ খুলে রাতপোশাক পরালেন। কিন্তু মেয়ের মুখ থেকে টুঁ শব্দও বার করতে পারলেন না। আর বাইরে দাঁড়িয়ে বেরনাদা দেখছেন : মার্কেস বিছানায় বসা। নতুন রাতপোশাকের বোতাম লাগানোর ধস্তাধস্তিতে ব্যস্ত। সামনে দাঁড়ানো মেয়ে নির্বিকার চেহারায় বাবার দিকে তাকিয়ে। বেরনাদা আর সহ্য করতে না পেরে উপহাস করলেন : 'তোমরা বিয়ে করে ফেলো।' মার্কেস সে কথায় কান না দেয়ায় আবার বললেন : 'ছোটখাটো ব্যবসা হিসেবে বিষয়টা খারাপ না। মুরগি-ঠ্যাং কিছু আমেরিকান মার্কেস জন্ম দিয়ে সার্কাসে সার্কাসে বিক্রি করবে।'

বেরনাদার একটা পরিবর্তন হয়েছে। তার হাসি ভয়ংকর। কিন্তু মুখে সে ছাপ পড়েনি। এ অবিশ্বাসের নিচে আছে একটা করুণাধারাও। মার্কেস খেয়াল করেননি। তার চলে যাওয়ার শব্দ শুনে মেয়েকে বললেন : 'ও একটা শুয়োর।'

আগ্রহের এক স্ফুলিঙ্গের দেখা পেলেন তিনি : 'শুয়োর কাকে বলে জান ?' উত্তরের জন্য ব্যস্ত হয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন। উত্তর দিল না মারিয়া। নিজেকে বিছানায় শোয়ানোর সুযোগ দিল। মাথা রাখল পালকের বালিশে। চন্দন কাঠের গন্ধঅলা লিনেনের পাতলা চাদরে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে দিতে দিল সে। কিন্তু বাবার দিকে সামান্য নজর বোলানোর দাক্ষিণ্যও দেখাল না। কাঁপুনি অনুভব করলেন মার্কেস : 'শোওয়ার আগে প্রার্থনা কর তো ?'

মেয়ে ফিরেও চাইল না। হ্যামকে শুতে অভ্যস্ত সে। ভ্রূণের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে রাতের শুভেচ্ছা না জানিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যে বাদুর যেন রক্ত চুষতে না পারে, সেজন্য মার্কেস খুব যত্ন করে মশারির চারদিক গুঁজে দিলেন। রাত প্রায় দশটা। দাস তাড়িয়ে উদ্ধার করা এ বাড়িটায় পাশের বাড়ির পাগলদের চিৎকারে টেকা দায়।

BanglaBook.org

কুকুরগুলো ছেড়ে দিলেন তারপর সেগুলো দৌড়ে দাদির শোওয়ার ঘরের সামনে এসে হাঁপাতে লাগল দরজায় নাক ঠেকিয়ে গোঙাল মাথায় আঙুল বুলিয়ে মার্কেস ওদের শান্ত করলেন : 'ঘরে মারিয়া এখন থেকে আমাদের সঙ্গে থাকবে।' এবার কুকুরগুলো শান্ত হলো পাগল মেয়েরা রাত দুটা পর্যন্ত গানবাজনা করায় তার ঘুম অল্প খুব ভোরে মোরগ ডাকার সঙ্গে সঙ্গে বিছানা ছেড়ে এলেন মেয়ের ঘরে। সেখানে তাকে পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল ঝুপরির মধ্যে দাসীদের সঙ্গে। তার সবচে' কাছে যে দাসী ঘুমিয়ে, ধড়মড় করে সে উঠে বসল : 'ও নিজেই এসেছে।' প্রশ্ন করার আগেই উত্তর : 'ঘুমিয়ে ছিলাম। কখন এসেছে বুঝতে পারিনি।'

মার্কেস জানেন কথাটা সত্য। মারিয়াকে যখন কুকুর কামড়েছে তখন কে তার সঙ্গে ছিল জানতে চাইলেন। একমাত্র বর্ণসঙ্কর দাসী কারিদাদ দেল কোবরে। কাঁপতে কাঁপতে নিজের থাকার কথা স্বীকার করল। মার্কেস তাকে আশ্বস্ত করলেন : 'নিজেকে দোমিঙ্গা দে আদভিয়েনতো মনে করে মারিয়ার দায়িত্বটা তুমিই নাও।'

বুঝিয়ে বললেন, এক মুহূর্তের জন্যও চোখের আড়াল করা যাবে না। আদর দিতে হবে। কিন্তু অতি আদরে যেন মাথা না বিগড়ায়। সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, পাগলাগারদ ও এ বাড়ির মধ্যে যে কাঁটাঝোপ পোতা হচ্ছে, সে সীমানা অতিক্রম করা যাবে না কখনো। প্রতিদিন বিছানা ছাড়ার পর রাতে ঘুমতে যাওয়া পর্যন্ত সব বিবরণ চাওয়ার আগেই তার নিয়মিত চাই।

'সাবধানে কাজ কোরো' উপসংহার টানলেন : 'আমার আদেশ পালনের দায়িত্ব শুধু তোমার।'

...

সকাল সাতটা। কুকুরগুলো খাঁচাবন্দি করে মার্কেস চললেন আবরেনুনসিওর বাড়ি। চাকর বা দাস না থাকায় ডাক্তার নিজেই দরজায় হাজির। নিজেকে অভিযুক্ত মনে করে মার্কেস নিজেই বললেন : 'অসময়ে বেড়াতে এসেছি।'

মাত্র পাওয়া ঘোড়াটার জন্য কৃতজ্ঞ ডাক্তার হৃদয় খুলে ধরলেন। তাকে সঙ্গে নিয়ে খোলা উঠান পেরিয়ে হাপরের ধ্বংসাবশেষ পড়ে থাকা কামারশালার চালার নিচে এসে দাঁড়ালেন। পরিচিত পরিবেশ থেকে সবে আলাদা হওয়া দু বছর বয়সী পিঙ্গলরং ঘোড়াটা বেশ অশান্ত। কানে ফিসফিসিয়ে ল্যাটিনে কী যেন বলে আর দু গালে আদরের টোকা মেরে আবরেনুনসিও ওকে শান্ত করলেন।

মার্কেস জানালেন, আমোর দে দিয়োস হাসপাতলের প্রাক্তন যে বাগানটা কলেরা মহামারীর সময় ধনীদের গোরস্থানের জন্য দান করা হয়েছে, মৃত ঘোড়াটাকে গোর দেয়া হয়েছে সেখানে এ সহৃদয়তার জন্য তিনি মার্কেসকে ধন্যবাদ বললেন। কথা বলতে বলতে আবরেনুনসিও খেয়াল করলেন, মেহমান

BanglaBook.org

একটু দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়ে মার্কেস স্বীকার করলেন, ঘোড়ায় চড়ার সাহস তার কখনো হয়নি : 'আমি ঘোড়াকে যেমন মুরগিকেও তেমনি ভয় পাই।'

'খুব খারাপ, ঘোড়ার সঙ্গে যোগাযোগের অভাবই মানুষের উন্নতির পথে প্রধান বাধা। এ বাধা পেরুতে পারলে আমরা অমরত্বের দিকে যাব।'

সাগরমুখী খোলা জানালা দুটা দিয়ে আসা আলোয় আলোকিত এ বাড়ি। ভেতরটা চিরকুমারের অতি খুঁতখুতে স্বভাবে বিন্যস্ত। প্রতিষেধক ক্ষমতায় বিশ্বাস যোগানো মলমের গন্ধে ভুরভুর করছে ঘর। ছিমছাম টেবিলের ওপর একটা কাচের বাক্সে ল্যাটিন লেবেল আঁটা অনেকগুলো চিনামাটির ফ্ল্যাস্ক। সোনালি গুড়ায় ছাওয়া হার্পটা এক কোণে। পেছন দিকে সারিবদ্ধ বই। সবচে' অবাক ব্যাপার, বইগুলোর বেশিরভাগই ল্যাটিন ভাষার। কাচের পাল্লাঅলা আলমারি, খোলা শেলফ এবং যত্ন করে মেঝের উপর সাজিয়ে রাখা বিশাল এক গ্রন্থভাণ্ডার। গোলাপ বাগানে গণ্ডারের সহজ চলাফেরার ভঙ্গিতে এসবের ফাঁক ফোকর দিয়ে আয়েশে হাঁটাহাঁটি করছেন ডাক্তার। বইয়ের সংখ্যা দেখে মার্কেস অবাক : 'পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান নিশ্চয়ই এ ঘরে বন্দি।'

'বই দিয়ে কিছু হয় না।' কৌতুকের সুরে বললেন আবরেনুনসিও : 'অন্য ডাক্তাররা ওষুধ দিয়ে যেসব রোগ তৈরি করেন, জীবন আমাকে সেসব নিরাময় করতে শিখিয়েছে।'

মার্কেসকে বসতে দেয়া জন্য গদিআটা বড় সোফা থেকে ঘুমন্ত বিড়ালটাকে উঠিয়ে দিলেন। চুলায় লতাপাতার পাচন ফোটালেন। সেটা পান করতে দিয়ে শুরু করলেন নিজের ডাক্তারি অভিজ্ঞতার গল্প। মার্কেস আগ্রহ বোধ করছেন না বুঝে থামলেন। সত্যিই মার্কেস নিরাগ্রহী। একটু নড়েচড়ে উঠে দাঁড়ালেন। জানালা দিয়ে তাকালেন ক্ষুব্ধ সাগরের দিকে। এবার শুরু করার সাহস হলো তার, বললেন মৃদুস্বরে : 'ডাক্তার!'

তিনি কিছু বলবেন আবরেনুনসিও আশা করেননি। তাই ছোট উত্তর : 'হুম।'

'চিকিৎসায় গোপনীয়তা জরুরি। শুধু আপনাকেই বলি, লোকে সত্যি বলছে।' গভীর গলায় বললেন তিনি : 'কুকুরটা আমার মেয়েকেও কামড়েছে।' ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে এক শান্ত মানুষের দেখা পেলেন।

'জানি। হয়ত এজন্যই এত সকাল সকাল আমার কাছে।'

'ঠিক তাই।' বললেন মার্কেস। হাসপাতালের জলাতঙ্ক রোগীদের নিয়ে কী করা যায় আবার জানতে চাইলেন। আগের দিনের নির্মম উত্তরের বদলে এবার মারিয়াকে দেখতে চাইলেন আবরেনুনসিও। এ অনুরোধটা জানাতেই এসেছেন মার্কেস তারা এবার একমত। গাড়ি তৈরি দরজায়।

BanglaBook.org

স্মৃতি থেকে মুছে যাওয়া সেইসব দূরাগত দিনের কথা মনে হয় তার শেষ মিলনের কথা মনে হয় বাড়ি ফিরে দেখলেন, অসভ্যের মতো কাউকে পরোয়া না করে ড্রেসিং টেবিলে বসে চুল বাঁধছে বেরনাদা সাবানের গন্ধে পুরো ঘর আচ্ছন্ন। আয়নায় মার্কেসকে দেখে বিরক্ত না হয়েই বললেন : 'ঘোড়া বিলানোর জন্য আর কার কার পথে নামতে হবে ?' মার্কেস প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন। বিছানার পড়ে থাকা ব্লাউজটা বেরনাদার গায়ে ছুড়ে কড়া গলায় আদেশ দিলেন : 'কাপড় পরো। বাড়িতে ডাক্তার।'

'ঈশ্বর সহায় হোন।'

'তোমারও একজন ডাক্তার দরকার। কিন্তু তিনি তোমার জন্য আসেননি, এসেছেন মেয়েটার জন্য।'

'লাভ নেই। মেয়েটার বাঁচা-মরায় এখন আর কারো হাত নেই।' তারপর উৎসাহ নিয়ন্ত্রণ না করেই জানতে চাইলেন : 'ডাক্তারটা কে ?'

'আবরেনুনসিও।'

বেরনাদা আতঙ্কিত। এ লুলুপ ইহুদির হাতে ইজ্জত দেয়ার চেয়ে উদোম গায় একা বসে মরে যাওয়া ভালো। তার বাবা-মায়েরও ডাক্তার এ লোক। পেশাগত গৌরব বাড়াতে তিনি রোগীদের কথা বাইরে প্রকাশ করেন বলে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। কিন্তু মার্কেস রুখে দাঁড়ালেন : 'তোমার মত নেই জানি, আমার মত তোমার চেয়েও কম। কিন্তু সব কিছুর পরও তুমি ওর মা। সেজন্যই ওকে পরীক্ষা করার ব্যাপারে তোমার সম্মতি চাই।'

'আমার কথা ভেব না। আমি একটা মৃত মানুষ।'

চাবি দেয়া খেলনা নিয়ে যেমন, তেমন আগ্রহ নিয়ে কোনো ঝামেলা না করেই মেয়েটা ডাক্তারকে সাহায্য করল।

'ডাক্তাররা হাত দিয়ে দেখে, জানো তো ?' আবরেনুনসিও বললেন। এই প্রথম মৃদু একটা হাসি দিল সে। বোঝা গেল মজা পেয়েছে।

মেয়েটা স্বাস্থ্যবান। কিন্তু অসহায় চেহারা। নিবিড় সোনালি লোমে ঢাকা তার সাবলীল গা। জীবনের প্রথম কুঁড়িটা এবার তার দেহে ফুটবে। ঝকঝকে সাদা দাঁত। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। প্রশান্ত দু পা। নিপুণ দু হাত আর সারা জীবনের ভূমিকা হয়ে পিঠে ছড়িয়ে আছে এক রাশ চুল। যথেষ্ট প্রত্যয় নিয়ে ডাক্তারের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিচ্ছিল সে। উত্তরগুলো যে মিথ্যা তা বোঝার জন্য তাকে একটু সময় নিয়ে চেনা দরকার। গোড়ালির ওপরের গাঁটে ছোট্ট ক্ষতটা ডাক্তার আবিষ্কার করার পর সে শক্ত হলো। এবার চালাকি করলেন আবরেনুনসিও : 'পড়ে গিয়েছিলে নাকি ?'

পলক না ফেলে মাথা উপর-নিচ করল মারিয়া : 'দোলনা থেকে।'

BanglaBook.org

ডাক্তার এবার নিজ মনে ল্যাটিন শুরু করলেন বাঁধা দিলেন মার্কেস : 'স্প্যানিশে বলুন।'

'আপনাকে বলছি না। নীচু মানের ল্যাটিনে চিন্তা করি আমি।'

আবরেনুনসিও তার বুকে কান না লাগানো পর্যন্ত মারিয়া বেশ খুশিই ছিল কিন্তু কান লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে তার হৃৎপিণ্ড ধড়ফড় করে উঠল। শরীর থেকে বের হলো পেঁয়াজের হালকা গন্ধঅলা ঈষৎ নীল এক বরুফে শিশির। পরীক্ষা শেষে ডাক্তার তার গালে স্নেহের হাত বুলিয়ে দিলেন : 'অনেক সাহস তোমার।'

একান্তে মার্কেসকে জানালেন, কুকুরটা যে পাগল মারিয়া জানে। মার্কেস বুঝলেন না : 'হয়ত অনেক মিথ্যা বলেছে আপনাকে। কিন্তু একথা নিশ্চয় বলেনি !'

'ও বলেনি, বলেছে ওর হৃৎপিণ্ড। খাঁচাবন্দি ব্যাঙের মতো ধড়ফড় করছে।'

অসন্তোষ নয় পিতার গর্ব নিয়ে মার্কেস মেয়ের অবাক করা মিথ্যের ঝুড়িটায় চোখ বুলালেন : 'ও কবি হবে।' কিন্তু মিথ্যা কাব্যকলার অন্যতম অনুষঙ্গ, এ কথা আবরেনুনসিও অস্বীকার করলেন : 'লেখা যত স্বচ্ছ, কাব্য ততই দৃশ্যমান।'

...

একটা বিষয়ের ব্যাখ্যা মাথায় এল না। মেয়েটার ঘামে পেঁয়াজের গন্ধ ! জলাতঙ্কের সঙ্গে এ গন্ধের যোগ কী ! এজন্য বিষয়টাকে আমলে নিলেন না। পরে অবশ্য কারিদাদ দেল কোবরে বলেছে মার্কেসকে : মারিয়া গোপনে দাসদের সঙ্গে একমত হয়েছে। দাসীরা তাকে কুকুর কামড়ের ভূতোবাতাস থেকে বাঁচাতে মানাহু ভর্তা খাইয়ে ন্যাংটো করে পেঁয়াজগোলায় শুইয়ে রাখত।

জলাতঙ্কের বর্ণনা দিতে বাড়তি কিছু বললেন না আবরেনুনসিও, শুধু বললেন : 'কামড়ের ক্ষতটা কত গভীর আর মস্তিষ্কের কত কাছে তার ওপরই নির্ভর করে কত দ্রুত আর ভয়ানক হবে প্রথম আঘাতটা।' এ প্রসঙ্গে পুরনো এক রোগীর কথা জানালেন : প্রথমবার কামড় খাওয়ার পাঁচ বছর পর মারা যায় সে। সম্ভবত পরে আবার জলাতঙ্কের শিকার হয়েছিল। হয়ত কেউ খেয়াল করেনি। ক্ষত দ্রুত শুকিয়ে গেলে অনেকে চিকিৎসা নেয় না। কিন্তু একটা সময় পর ক্ষতস্থান আবার পেকে উঠতে পারে। সে যন্ত্রণা ভোগের চেয়ে মৃত্যু ভালো। তখন আইনসম্মতভাবে শুধু আমোর দে দিয়োস হাসপাতালে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। সেখানে বদ্ধপাগল আর ধর্মদ্রোহীদের বশ করার জন্য প্রশিক্ষণ পাওয়া সেনেগালিদের পোষা হয়। তারপর বললেন, নয়ত মেয়েটাকে আমৃত্যু খাটের সঙ্গে শিকলে বেঁধে রাখার ভয়ানক বোঝাটা তাকেই বইতে হবে।

BanglaBook.org

উপসংহার টানলেন : 'আসল কথা কী জানেন, মানবজাতির ইতিহাসে এ ঘটনা শোনানোর জন্য একজন জলাতঙ্ক রোগীও বেঁচে নেই।'

মার্কেস সিদ্ধান্ত নিলেন, এ দুঃখের বোঝা যত ভয়ানকই হোক তিনি বইবেন। মেয়ে বাড়িতেই মরুক। ডাক্তারের তাকানো থেকে বোঝা গেল, সে চাউনিতে শ্রদ্ধার চেয়ে করুণাই বেশি। ডাক্তার বলে গেলেন : 'আপনি খুব ভালো মানুষ। জানি কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা আপনার আছে। রোগের পূর্বলক্ষণে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। রক্তপাত হয়নি। মস্তিষ্ক থেকে ক্ষতটা বেশ দূরে। আমার মনে হয়, মারিয়ার জলাতঙ্কই হয়নি।'

মার্কেস জানতে চাইলেন : 'এখন কী করব ?'

'গান শোনানোর ব্যবস্থা করুন। ফুল দিয়ে ঘর ভরতি করে ফেলুন। গান গাওয়া পাখি আনুন বাড়িতে। সূর্যাস্ত দেখাতে সাগরপাড় যান। যা খুশি করতে দিন ওকে।'

টুপি নেড়ে বিদায় নিচ্ছিলেন অবধারিত ল্যাটিন আউরে। কিন্তু মার্কেসকে সম্মান জানাতে ল্যাটিন বাক্যটার ভাষান্তর করলেন এবার : 'সুখ যাকে বাঁচাতে পারে না, কোনো ওষুধেই সে বাঁচে না।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

মার্কেস দাঁড়িয়ে আছেন নির্দয় অবহেলার এক দোরগোড়ায়। কীভাবে কেউ জানে না। চিরকুমারের প্রশান্ত জীবন। কিন্তু অসুখী দাম্পত্যটা কেন বয়ে বেড়াচ্ছেন কেউ বোঝেনি। রাজা কোনো অপরাধেই তাকে শাস্তি দেননি। সম্মান বা খেতাবগুলোও পেয়েছেন ঠিকঠাক। সান্তিয়াগোর উঁচু খেতাবধারী পিতা প্রথম মার্কেস। তার অসাধারণ প্রতিপত্তির জোরে যা চাইতেন তাই হতে পারতেন।

কিন্তু দন ইগনাসিও দে আলফারো ই দুয়েনিয়াস কিছুই হতে চাইলেন না। মানসিক প্রতিবন্ধী হিসেবে বড় হলেন। থাকলেন পূর্ণবয়স পর্যন্ত নিরক্ষর। ভালোবাসলেন না কাউকে। ছেলেবেলায় বাড়ির পাশের দিভিনা পাসতোরার একদল মেয়ের চিৎকার হয়েছে তার ঘুমপাড়ানি গান। তাদেরই একজনের প্রেমে পড়ে বিয়ের প্রস্তুতিতেই প্রথম যৌবনের অভিজ্ঞতা। সে মেয়ের নাম দুলসে অলিভিয়া। বংশ পরম্পরায় প্রায় দুশো বছর রাজাদের ঘোড়ার জিন তৈরি করা পরিবারের একমাত্র মেয়ে। বাবার মৃত্যুর পর পারিবারিক ঐতিহ্য টেকাতে অলিভিয়া জিন বানানো শিখেছে। পুরুষের পেশায় অনধিকার প্রবেশই নাকি তার বুদ্ধি গুলিয়ে যাওয়ার কারণ। এ বুদ্ধি গোলানোটা এত ভয়ানক যে, নিজের গু নিজের খেতে হয় না, তাকে এটা বোঝাতেই সবাই হিমশিম। এটুকু বাদ দিলে, বুদ্ধি-প্রতিবন্ধী আমেরিকান মার্কেসের পাত্রী হিসেবে সে লাগসই।

ধারালো বুদ্ধি আর শক্ত চরিত্রের মেয়ে সে। পাগলামির ধারাটাও কঠিন। প্রথমদেখার পরই, চত্বরে হইচই করা মেয়েদের ভিড়ে ইগনাসিও তাকে চিনতেন। সেদিনই ইশারায় ভাব-বিনিময়। কাগজ ভাঁজ করায় ওস্তাদ সে। ছোট ছোট কাগজের পাখি বানিয়ে তার মধ্যে ইগনাসিওর জন্য বার্তা পাঠায়। এ চিঠি চালাচালিই ইগনাসিওকে লেখাপড়া শেখায়। কিন্তু তাদের মন দেয়া-নেয়ার শুরুটা বুঝতে সবাই গড়রাজি। প্রথম মার্কেস আকাশ থেকে পড়লেন। আদেশ : ব্যাপারটা সবার সামনে অস্বীকার করতে হবে।

ছেলে দ্বিতীয় মার্কেস বললেন : 'আমাদের কথা হয়েছে, আমি বিয়ে করতে চাইলে অলিভিয়া রাজি।' মেয়েটা পাগল, এ যুক্তির বিপক্ষে বললেন : 'সবার কথা মেনে নিলে তো পাগলকে পাগলই বলা চলে না।'

তারপর শাসন ও আধিপত্যের সব ক্ষমতা নিয়ে বাবার আদেশে নির্বাসিত হলেন গ্রামের জমিদারিতে কিন্তু সে কর্তৃত্ব খাটালেন না তার তখন মরণদশা সব প্রাণীতেই ভয় এখানে খুব কাছ থেকে একটা মোরগ খেয়াল করতেন তিনি কল্পনা করলেন, মোরগটা প্রায় গরুর সমান মনে হলো, জলস্থলের যেকোনো দৈত্যের চেয়েও ওটা ভয়ানক অন্ধকারে হিম-ঘামে গোসল হয়ে যেত খুব ভোরে ঘুম ভেঙে চারণভূমির ভৌতিক নৈঃশব্দ্যে দম আসত বন্ধ হয়ে সবচে' বড় বিপদ, শোওয়ার ঘরে পাহারারত পলকহীন মাস্টিফ কুকুরটা। এটা সবচে' বেশি মানসিক চাপে ভোগায়। 'বেঁচে থাকার সন্ত্রাস নিয়েই বেঁচে আছি।' কথাটা তার নিজের। নির্বাসনেই অর্জন করেছেন বিষণ্ন চেহারা। সাবধানি আচার। চিন্তাশীল মন। নরম ব্যবহার ও ধীর বাচনভঙ্গি। সঙ্গে আশ্রমের একাকিত্বে বাস করার এক ভাববাদী ধারা।

নির্বাসনের প্রথম বছর শেষে একরাতে বান ডাকা নদীর গর্জনে জেগে উঠলেন। পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় জমিদারির সব প্রাণী মাঠ পেরুচ্ছে। সাড়াশব্দহীন। সামনে যা পড়ছে দু পায় মাড়িয়ে যাচ্ছে। তৃণভূমি আর আখখেত, হুহু করে বয়ে যাওয়া নদী আর বানে ভাসা বিল পার হয়ে এগুচ্ছে তারা। সবচে' সামনে গরু-মোষ। ভারবাহী ও সওয়ারি ঘোড়ার দল। তার পেছনে প্রায় অদৃশ্য লম্বা এক সার শুয়োর, ভেড়া ও হাঁস-মুরগি। উড়ে যাচ্ছে কবুতরসহ সব পাখি। শুধু ম্যাস্টিফ কুকুরটা মনিবের শোওয়ার ঘরের বাইরে নিজের জায়গায়। পরে এ কুকুরটাকে অনুসরণ করে আসা কুকুরগুলোর সঙ্গেও মার্কেসের ভাব হলো শুরুতেই।

পড়ো এ জমিদারিতে ভয়ে হিম ইগনাসিও প্রেম বিসর্জন দিয়ে বাবার কাছে মাথা নত করলেন। বাবা তাতেও খুশি নন। উইলে উপ-অনুচ্ছেদ জুড়লেন : বিয়ে করতে হবে স্প্যানিশ গ্রান্দির মেয়েকে। তারপর এক জাঁকালো আয়োজন। সুন্দরী, মেধাবী দোনিয়া ওলাইয়া দে মেনদোসাকে বিয়ে করে ফেললেন। কিন্তু গর্ভের অধিকার না দেয়ায় তার কুমারীত্ব থাকল অটুট। কারণ জন্মের প্রথমদিন থেকে প্রায় সব ব্যাপারেই ইগনাসিও সেই চিরকুমারের জীবনইযাপন করতেন।

দোনিয়া তাকে টেনে বার করলেন পৃথিবীতে। রোমান ক্যাথলিক গির্জায় হাজিরা দিলেন। যদিও ব্যাপারটা ধর্ম নয়, লোক দেখানো। মাথায় কাস্তিলের শ্বেতাঙ্গিনীর কড়া মাড় দেয়া লেসঅলা ওড়না। পরনে কুচি দেয়া স্কার্ট। কাঁধে দামি শাল। অনুগামী সোনাদানা আর রেশমি পোশাকে মোড়া একদল ক্রীতদাসী। খুঁতখুতে মহিলাদের গির্জায় আসার ঘরোয়া স্যান্ডেলের বদলে তার পায় মুক্তা বসানো করদোবা চামড়ার হাইবুট। অন্যসব অভিজাত পুরুষের মতো অপ্রচলিত পরচুলা আর পান্নার বোতাম না পরে মার্কেস পরতেন সুতি কাপড়। মাথায় বিরেতা টুপি। সাধারণ মানুষের মধ্যে যাওয়া তার জন্য সব সময়ই দায়সারা

BanglaBook.org

ব্যাপার কারণ সামাজিক জীবন নিয়ে ভয়টা তিনি কোনো দিনই কাটিয়ে উঠতে পারেননি

সেগোভিয়ার স্কারলাতি দোমেনিকোর ছাত্রী দোনিয়া স্কুল ও কনভেন্টে গান গাওয়া ও শেখানোর জন্য পেয়েছিলেন সম্মানিসহ সনদ স্পেন ছাড়ার পর একটা ক্লাভিকর্ডের অংশগুলো নিজেই জুড়লেন। এছাড়াও সঙ্গে আনলেন নানা তারবাদ্য সেগুলো খুব দক্ষ হাতে বাজাতেন শেখাতেন। চারদিকে জুটল একদল ছাত্র সবাই ইতালি, ফ্রান্স আর স্পেনের নতুন আবহে ভরে তুলল এ বাড়ির বিকেলগুলো। লোক বলাবলি করল, ঐশ্বরিক প্রেরণা ছাড়া এ সংগীত অসম্ভব

মার্কেস সংগীতের অযোগ্য। ফরাসি কেতায় বলা যায় : তার হাত শিল্পীর, কান গোলন্দাজের। কিন্তু বাক্স থেকে বাদ্যযন্ত্রগুলো বার করার পর দিনই তার নজরে পড়ল তেওরবো নামের ইতালির ল্যুট জাতীয় একটা যন্ত্র। আজব দু গলা, ফিঙ্গার বোর্ডের আকৃতি, তারের সংখ্যা আর আওয়াজের স্পষ্টতার জন্য যন্ত্রটা মনে ধরল তার দোনিয়ার সিদ্ধান্ত, মন মতো মার্কেসকে শেখাবেন। তারপর তার ধৈর্য-ভালোবাসা আর মার্কেসের ভাস্করের অধ্যবসায়ে রোজ সকালে গাছের ছায়ায় রেওয়াজ চলল হোঁচট খেতে খেতে। অবশেষে অনুতপ্ত সংগীতের আত্মসমর্পণ। দাম্পত্য প্রেমটাও হলো গাঢ়। তখন অপূর্ণ এক ইচ্ছা মেটাতে সাহস হলো দোনিয়ার। এক ঝড়োরাতে ভয়ের অভিনয় করে চিরকুমার স্বামীর খাটে উপস্থিত : 'এ বিছানার অর্ধেক আমার। আমি এর অধিকার চাই।'

মার্কেস অনড়। কিন্তু দোনিয়া বুঝলেন, জোর বাড়ছে ; একটা দিয়ে তাকে ঘায়েল করা যাবেই। পথও বানালেন বুঝেশুনেই, কিন্তু জীবন খুব একটা সময় দিল না। কোনো এক নভেম্বরের ৯ তারিখ। নির্মেঘ আকাশ আর নির্মল বাতাসে কমলা গাছের ছায়ায় তারা রেওয়াজ করছিলেন। হঠাৎ চোখ ধাঁধানো বিদ্যুৎ চমক। প্রচণ্ড ভূকম্পনে কেঁপে উঠলেন দুজন। বজ্রপাতে মারা গেলেন দোনিয়া।

ভয়ার্ত নগর ঘটনাটাকে দেখল কবুল না করা পাপের ঐশ্বরিক ক্রোধ হিসেবে। রানির মতো শেষকৃত্যের আদেশ দিলেন মার্কেস। কালো টফেটা গায় মোমের মতো রং নিয়ে যে তিনি দেখা দিলেন, তারপর জীবনের বাকিটা সময় সবাই তাকে তেমনই দেখেছে। গোরস্থান থেকে ফিরে বাগানের কমলা গাছগুলোর ওপর তুষারপাতের মতো ছোট ছোট কাগুজে পাখির ঝড় বইতে দেখে তিনি অবাক। একটা খুলে পড়লেন : 'সেই বজ্রপাত আমার পাঠানো।'

পুর্বপুরুষের জমক বজায় রাখার সম্পদ : মম্পক্স ও আইয়াপেলের গো-খামার, মাত্র দু ক্রোশ দূরের সওয়ারি ও প্রদর্শনী ঘোড়ার বাথান, মায়াতের দু হাজার হেক্টর জমি, একটা কৃষি ও ক্যারাবিয়ান উপকূলের সেরা আখখামারটা। সব গির্জায় দান করলেন। তখনো শোকপালনের ন দিন পার হয়নি লা গুয়ারিপার বিল ও লা পুরেসার নিচুজমি ছাড়িয়ে উরাবার জলাবনের ওপারে ভুলে

BanglaBook.org

যাওয়া বিশাল পোড়ো জমির ওপরই তার বৈভব-কাহিনী। দাসদের চলাফেরার জন্য দরকারি জায়গাসহ রাখলেন প্রাসাদটা। মায়াতেসের আখখামার রাখলেন নিজের জন্য। ঘর সামলানোর দায় দোমিঙ্গার। প্রথম মার্কেসের নেপতুনোকে দেয়া কোচোয়ানের পদটা অটুট রেখে আস্তাবলের বাকি অংশটাও তার হাতে করলেন সপর্দ।

বাপদাদার বিষণ্ণ প্রাসাদে এই প্রথম তিনি একা। ঘুমের মধ্যে দাসরা খুন করবে, আমেরিকান অভিজাতদের জন্মগত এ ভয়ে অন্ধকারে ঘুম আসে না তার। বড় জানালার ওপরের ভেন্টিলেটার দিয়ে দেখা যায় জ্বলজ্বলে এক জোড়া চোখ। ইহ না পরজাগতিক বুঝতে না পেরে লাফিয়ে ওঠেন ঘুম থেকে। পা টিপে দরজায় গিয়ে ঝা করে কপাট খোলেন। কী হলে চোখ রেখে গোপনে নজর রাখা দাসকে দেন হকচকিয়ে। ধরা পড়া থেকে বাঁচতে শরীরে নারকেল তেল মাখে নিগ্রো দাসরা। শুনতেন করিডোর দিয়ে তাদের বাঘের মতো পা ফেলে চলার শব্দ। ভয়ে দিশেহারা তিনি। আদেশ দিলেন ভোর পর্যন্ত বাতি জ্বালিয়ে রাখার। বাড়ির ফাঁক ফোকর দখল করা দাসদের তাড়ালেন। যুদ্ধের প্রশিক্ষণঅলা ম্যাস্টিফ কুকুরগুলো নিয়ে এলেন বাড়ির ভেতর।

সদর দরজা বন্ধ হলো। স্যাঁওলা পড়া ফরাসি আসবাবপত্রগুলো গেল নির্বাসনে। গোবেল ট্যাপেস্ট্রি, বাসনপত্র আর নামকরা সব কারিগরের তৈরি দেয়াল ঘড়িগুলো দিলেন বেচে। শামিয়ানা টানানো খাটের উপরের অংশ ছিঁড়ে গরম ঠেকাতে হ্যামকের দড়ি টাঙালেন। ম্যাস শুনতে গেলেন না কোনো দিন। যাননি ধর্মসভায়। খ্রিষ্টের প্যালিয়াম বহন করেননি কাঁধে। করেননি উপবাস। কাটাননি ছুটি। কিন্তু গির্জাকে এক-দশমাংশ প্রদেয়টা শোধ করেছেন নিয়মিত। এবার নিজ হ্যামকেই আশ্রয় নিলেন। আগস্টের আলস্যে ডুবতে কখনো বা গেলেন শোওয়ার ঘরেও। কিন্তু ভাতঘুমটার জন্য প্রায়ই আসতেন কমলা বাগানে। পাগল মেয়েরা রান্নাঘরের উচ্ছিষ্ট ছুড়ত তার দিকে। মুখে তাদের মৃদু রগড়। কিন্তু সরকারের গারদটা অন্যত্র সরানোর প্রস্তাবে তিনি অমত করলেন। বাসিন্দাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ছিল তার।

আর হারানো প্রেমেই আশ্রয় খুঁজল অলিভিয়া। সুযোগ পেলেই কমলা বাগানের ফাঁক গলে দিভিনা পাসতোরা ছেড়ে পালায়। ম্যাস্টিফগুলোকে পোষ মানাল সে। খাবার দিয়ে আপন করল পরম মমতায়। যে বাড়ি নিজের নয় সে বাড়ি গুছিয়েই রাত কাটে। সৌভাগ্যের আশায় তুলসীর ঝাড়ু দিয়ে ঝাড় দেয় ঘর।

মশা তাড়াতে রসুনের মালা ঝোলাত দরজায়। তার ডানহাত থেকে ফসকেছে এমন জিনিস এ বাড়িতে নেই। অথচ দোমিঙ্গা রাতের চেয়ে সকালের বারান্দাটা কেন বেশি পরিষ্কার আর কেনই বা রাতে সাজানো জিনিসপত্রগুলো পরদিন সকালে অন্যরকম পাওয়া যায়, না জেনেই মারা গেল। আর দোনিয়া মারা যাওয়ার

BanglaBook.org

বছর ঘুরতে না ঘুরতেই মার্কেস অলিভিয়াকে একদিন আবিষ্কার করলেন রান্নাঘরে কাজের মেয়ের রেখে যাওয়া বাসনগুলো অপরিষ্কার ভেবে সে ওসব ধোওয়ামোছা করছিল

'তোমার এত সাহস হবে ভাবিনি ' মার্কেস বললেন।

'আমিও ভাবনি এখনো তুমি আগের মতোই গো-বেচারা আছ।'

আবার শুরু এক নিষিদ্ধ বন্ধুত্বের অন্তত একটা সময় পর্যন্ত তা ভালোবাসার মতোই। বহু পুরনো দম্পতির মতো গৎবাঁধা নিয়মে বিরক্তি বা মোহহীন কথা বলত তারা। একটানা ভোর পর্যন্ত। নিজেদের সুখী ভাবত। হয়ত ছিলও তাই। কিন্তু একজন কথা না রাখলে বা একটু কম এগুলে অসভ্যের মতো ঝগড়ায় সারা রাত নষ্ট। কুকুরগুলোও যেত হকচকিয়ে। আবার সবকিছু হুবহু আগের মতো। অনেক দিন অলিভিয়া এ বাড়ির পথ মাড়াত না।

মার্কেস অলিভিয়ার কাছে স্বীকার করলেন, পার্থিব সম্পদের প্রতি ঘৃণা আর জীবনযাত্রার পরিবর্তনটা ভক্তির জন্য নয়। বজ্রপাতে স্ত্রীর পোড়া শরীরটা দেখে ধর্মবিশ্বাস হারিয়েছেন বলেই এ অবস্থা। অলিভিয়া শান্তির আশ্বাস দিল। প্রতিশ্রুতি দিল রান্না ও শোওয়ার ঘরে অনুগত হওয়ার। মার্কেস নত হলেন না। শপথ করলেন : 'কোনো দিন বিয়ে করব না।'

খাদ্য আমদানি করে বিশাল ধনী হয়েছিল প্রথম মার্কেসের এক প্রাক্তন ওভারসিয়ার। বছর না ঘুরতেই তার মেয়ে বেরনাদা কাস্ত্রেরোকে বিয়ে করে ফেললেন তিনি। দোনিয়ার প্রিয় দু খাবার পিকলড হেরিং ও কালো জলপাই দিয়ে বাবা তাকে এ বাড়ি পাঠায়। সেদিনই প্রথম দেখা। দোনিয়ার মৃত্যুর পর বেরনাদা এসব প্রায়ই আনল মার্কেসের জন্য। এক বিকেলে মার্কেস বাগানের হ্যামকে শুয়ে আছেন। বেরনাদা তখন তার হাত দেখে ভবিষ্যৎ বলে দিল। নির্ভুল সে গণনায় মার্কেস বিমোহিত। তারপর কারণ ছাড়াই ভাতঘুমের সময় ডাক পড়ত তার নিয়মিত। দু মাস পরও কোনো উদ্যোগ না দেখে মার্কেসের হয়ে বেরনাদাই করলেন কাজটা। হ্যামকে ঝাঁপিয়ে, মার্কেসের ওপর চেপে বসে, কামিজের খুট দিয়ে মুখ বেঁধে তাকে আটকালেন। তারপর জাগিয়ে তুললেন উষ্ণ আবেগ আর কুশলতায়। শুধু সঙ্গমের মধ্যে এমন আনন্দ নিঃসঙ্গ জীবনে মার্কেস কল্পনাও করেননি। তার এত দিনের কৌমার্যটার খুব সাদামাটা যবনিকা টানলেন বেরনাদা। মার্কেসের বয়স তখন বাহান্ন। বেরনাদার তেইশ। কিন্তু তাদের অমিলগুলোর মধ্যে বয়সই সবচে' কম ভয়ানক।

ভাতঘুমের সময় কমলা গাছের ছায়ায় প্রেমহীন এক যৌনাচারে লিপ্ত হতেন রোজ। উঁচু চত্বর থেকে অশালীন গানে পাগল মেয়েগুলো উৎসাহ জোগায়। বিজয়-সমাপ্তি উদযাপন করে গ্যালারি-দর্শকের উল্লাসে। ধাওয়া করে আসা বিপদটা টের পাওয়ার আগেই মার্কেসকে বেহুঁশ অবস্থা থেকে জাগান বেরনাদা।

BanglaBook.org

জানান, দু মাসের গর্ভ তার। সঙ্গে মনে করিয়ে দেন, তিনি কৃষ্ণাঙ্গ নন বুদ্ধিমান ইন্ডিয়ান। কাস্তিলের শ্বেতাঙ্গীর মেয়ে। তার মর্যাদাহানির ক্ষত সেলাইয়ের একমাত্র সুচ এখন আনুষ্ঠানিক বিয়ে। কোনোমতে তাকে ঠেকালেন মার্কেস। কিন্তু হঠাৎ একদিন ভাতঘুমের সময় প্রধান দরজায় টোকা দিলেন তার বাবা। কাঁধে ঝোলানো প্রাচীন ধাঁচের এক বন্দুক। ধীরগতিতে কথা বলেন। ভদ্র। মুখের দিকে না তাকিয়েই অস্ত্রটা মার্কেসের হাতে দিলেন : 'এটা চেনেন, সিনর ?'

অস্ত্রটা নিয়ে ঠিক কী করবেন বুঝতে পারলেন না মার্কেস : 'ভুল না করলে এটা একটা আরকেবুস।' বিভ্রান্ত হয়ে জানতে চাইলেন : 'কী কাজে লাগে এটা ?'

'জলদস্যুদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে।' তখনো তার মুখের দিকে না তাকিয়েই বললেন তিনি : 'এখন এনেছি আপনাকে মারার আগে আপনার হাতেই নিজের প্রাণ দেয়ার সম্মানটা চাইতে।'

সোজা তার চোখে চাইলেন মার্কেস। শান্ত, বিষণ্ন আর কুৎকুতে চোখ। কিন্তু সে চোখে না বলা কথাটাও টের পেলেন। আরকেবুস ফেরত দিয়ে বাড়িতে আমন্ত্রণ করলেন। দু দিন পর পাশের গির্জায় পুরোহিত তাদের বিয়ে দিলেন। বিয়েতে বেরনাদার বাবা-মা দুজনই উপস্থিত। সব চুকে যাওয়ার পর আকাশ ফুঁড়ে উদয় হলো সাগুনতা। বর-কনেকে মালা দিয়ে বরণ করল সে।

দীর্ঘ এক ঝড়-বাদলের সকাল। ধনুক রাশির জাতক হয়ে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই অসম্ভব ছোট সিয়েরভা মারিয়া দে তোদোস লোস আনহেলেসের জন্ম। দেখাচ্ছিল ফেকাসে ব্যাঙাচির মতো। মায়ের জঠর-নাড়ি জড়ানো গলায়। নিশ্বাস বন্ধ হয় হয় অবস্থা।

'মেয়ে হয়েছে।' জানাল দাই : 'কিন্তু বাঁচবে না।'

তখন দোমিঙ্গা বসল সন্তদের কাছে মানত করতে : বেঁচে থাকলে বিয়ের রাত পর্যন্ত ওর চুল কাটব না। মানত শেষ না হতেই মেয়েটার গলা ছেড়ে চিৎকার। মহানন্দে দোমিঙ্গা গেয়ে উঠল : 'ও সন্ত হবে !' গোসল করিয়ে কাপড় পরানোর পর প্রথম তাকে কোলে নিলেন মার্কেস। এক ঝলক দেখেই ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হিসেবে ব্যর্থ হলেন : 'ঈশ্বর আয়ু আর স্বাস্থ্য দিলে ও হবে একটা বেশ্যা।'

কুলীন কিন্তু সাধারণ গৃহস্থঘরের এ মেয়ের শৈশব পথশিশুর। জীবনে প্রথম ও শেষবারের মতো বুকের দুধ খেতে খেতেই মায়ের ঘৃণা পাওয়া শুরু। যেকোনো সময় খুন করে ফেলার ভয়ে মেয়েকে কাছে রাখতেও অস্বীকৃতি জানালেন বেরনাদা। তাই দোমিঙ্গা তাকে বুকের দুধ দিল। খ্রিষ্টীয় মতে হলো বাপ্তিস্ত। ওলোকুন নামের অলৈঙ্গিক ইওরোবীয় দেবতার নামে মানত করা হলো। সে দেবতার মুখ ভয়ংকর। সব সময় থাকে মুখোশের আড়ালে। তাকে শুধু স্বপ্নেই দেখা যায়। তাই দাসীদের উঠানে শেকড় গাড়ল মারিয়া। কথা শেখার আগে শিখল নাচ। শিখল একসঙ্গে তিনটা আফ্রিকান ভাষা। শুরু হলো সকালের

BanglaBook.org

নাশতার আগে মুরগির রক্ত পান. বিদেহী আত্মার মতো খ্রিষ্টানদের পাশ ঘেঁষে অদৃশ্য হয়ে ভাসতে লাগল নিঃশব্দে। বর্ণসঙ্কর সখি আর নিগ্রো দাসীদের উৎসবমুখর এক পৃথিবীতে তাকে বুকে জড়িয়ে রাখল দোমিঙ্গা। তার সব কাজকর্ম করত ইন্ডিয়ান কটা মেয়ে। বিভিন্ন লতা-গুল্মের পবিত্র জলে গোসল দিত। বয়স পাঁচ বছর হতে না হতেই গোলাপ-ঝোপের মতো চুলের বন্যা নেমে এল হাঁটুতে। চুলের পরিচর্যাও করত তারাই। দিনের পর দিন দাসীরা তার গলায় বিভিন্ন দেব-দেবীর মালা পরায়। শেষে মালা হলো ষোলোটা।

মার্কেস তখনো বাগানে বসে ঝিমুচ্ছেন। এবার বেরনাদা শক্ত হাতে বাড়ির নিয়ন্ত্রণ নিলেন। প্রথম মার্কেসের ক্ষমতাটা ঢাল হিসেবে নিয়ে স্বামীর বিলিয়ে দেয়া সম্পত্তি উদ্ধারে নামলেন। প্রথম মার্কেস নিগ্রো প্রতি দু পিপা ময়দা আমদানির শর্তে আট বছর মেয়াদে পাঁচ হাজার দাস বিক্রির লাইসেন্স পেয়েছিলেন। শুল্ক কর্মকর্তাদের অর্থলিপ্সার সুযোগে কায়দা করে চুক্তিমাফিক ময়দা তিনি বিক্রি করলেন ঠিকই, কিন্তু চোরাচালান করলেন মূলচুক্তির চেয়ে অতিরিক্ত তিন হাজার দাস। এতে সে শতকের সবচে' সফল ব্যবসায়ী হয়েছেন তিনি।

কিন্তু বেরনাদা বুঝে ফেললেন, লাভজনক ব্যবসা ক্রীতদাস নয়, ময়দা। যদিও তার ব্যবসার মূলপুঁজি ছিল অবিশ্বাস্য বিজ্ঞাপনী ক্ষমতা। চার বছরে এক হাজার দাস আমদানি আর মাথাপিছু তিন পিপা ময়দার লাইসেন্স নিয়ে আজীবনের এক ব্যবসায় ফাঁদলেন তিনি। চুক্তিমাফিক দাস বিক্রির সংখ্যা থাকল ঠিকই কিন্তু তিন হাজার পিপা ময়দার বদলে আমদানি করলেন বারো হাজার পিপা। শতাব্দীর বৃহত্তম চোরাচালান।

এ মেয়াদের অর্ধেক সময় তিনি কাটালেন মায়াতেসের আখখেতে। এলাকাটা বিশাল মাগদালেনা নদীর তীরে হওয়ায় গোটা উপনিবেশেই যোগাযোগ সহজ। তাই এখানেই স্থাপন করলেন ব্যবসাকেন্দ্র। মার্কেস-ভবনে তার ঐশ্বর্যের খবর মাঝে মধ্যেই পৌঁছয়। কিন্তু কারো কাছে তিনি হিসাব দেন না। সঙ্কট হাজির হওয়ার আগে বাড়িতেই থাকতেন। তখন তাকে মনে হতো খাঁচাবন্দি এক ম্যাস্টিফ কুকুর। দোমিঙ্গা দিত সবচে' ভালো বর্ণনা : 'দেহের চেয়ে পাছা বড়।'

দাসী মারা যাওয়ার পর বাড়ির প্রথম কর্ত্রীর জমকালো শোওয়ার ঘরটা ঠিকঠাক হলো। বাড়িতে মারিয়ার স্থায়ী বাস এই প্রথম। তাকে উপদ্বীপের স্প্যানিশ, অংক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পড়াতে এলেন গৃহশিক্ষক। লেখাপড়া শুরু হলো। মারিয়া গড়রাজি। অক্ষরগুলো সে বুঝতে পারছে না। সৌখিন এক শিক্ষিকা এলেন গান শেখাতে। রুচি আর আগ্রহের পরিচয় দিল মেয়ে। কিন্তু বাদ্যযন্ত্র শেখার ধৈর্য তার নেই। ভয়ে বিদায় নিলেন শিক্ষিকা। যাওয়ার সময় মার্কেসকে বললেন : 'ওকে দিয়ে এসব হবে না। ব্যাপার কি জানেন, ও আসলে এ জগতের বাসিন্দা নয়।'

BanglaBook.org

মেয়ের প্রতি বিতৃষ্ণাটা দূর করতে চেয়েছিলেন বেরনাদা। কিন্তু শিগগিরই বোঝা গেল, দোষ আসলে প্রত্যেকের স্বভাবে। মেয়ের মধ্যে কিছু ভৌতিক বৈশিষ্ট্য দেখে তীব্র উৎকণ্ঠায় দিন কাটছিল তার। অবিন্যস্ত চুল হাঁটু ছুঁই ছুঁই ঘুরে দাঁড়িয়ে রেশমি কাপড়ের আড়াল থেকে সে দুর্বল মেয়ের দুর্বোধ্য চাউনির মুখোমুখি হলে নিজের স্মৃতির মধ্যেই কেঁপে উঠতেন তিনি : 'অ্যাই মেয়ে ! অমন করে আমার দিকে তাকাবে না।' কাজে ডুবে থাকার সময়ও ওত পেতে থাকা সাপের হিসহিসানি টের পেতেন ঘাড়ে। আতঙ্কে কুঁকড়ে যেতেন : 'অ্যাই মেয়ে, ভেতরে আসার আগে শব্দ করবে !'

মেয়ে তখন ইওরুবান ভাষায় এক টুকড়ি গালাগাল উগড়ে তার ভয় আরো বাড়ায়। রাতের অবস্থা আরো সঙিন। কেউ গায় হাত দিয়েছে, এই ভেবে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। দেখেন বিছানার পায় দাঁড়িয়ে মেয়েটা। চেয়ে আছে তার ঘুমন্ত শরীরে। মারিয়ার কব্জিতে ঘুঙুর বাঁধার চেষ্টাও ব্যর্থ। তার চলাচল এত ধীর স্থির যে, ঘুঙুরে শব্দই হয় না। 'ওর একটা মাত্র জিনিস সাদা, সেটা গায়ের রং।' মা বলত। কথাটা সত্য। মেয়েটা নিজেই নিজের একটা আফ্রিকান নাম রাখল : মারিয়া মানডিঙ্গা।

অতিরিক্ত কাকাও গিলে এক ভোরে পিপাসা কাতর হয়ে ঘুম থেকে জাগলেন বেরনাদা। দেখলেন বিশাল পানির গামলায় মারিয়ার একটা পুতুল ভাসছে। সেদিন তাদের সম্পর্কটার আরো অবনতি হলো। পানিতে সাধারণ একটা পুতুল দেখেও ভাবলেন সে পুতুলে পৈশাচিক কিছু লুকিয়ে আছে।

নিঃসন্দেহ হলেন, মারিয়া তাকে আফ্রিকান বাণ মেরেছে। সুতরাং তাদের এক ঘরে থাকা অসম্ভব। মধ্যস্থতার চেষ্টা করলেন মার্কেস। কিন্তু 'হয় সে, নয় আমি' বলে তাকে থামালেন বেরনাদা। মারিয়া দাসীদের আস্তানায় ফিরল। এমনকি মা যখন আখখামারে তখনো সে সেখানেই। জন্মের সময়ের মতোই চুপচাপ। নিরক্ষর।

বেরনাদারও ভালো কিছু হলো না। হুদাসকে আটকাতে নিজেকে ডোবালেন। দু বছরেই ব্যবসার হাত আর জীবনটাও গেল। বেরনাদা হুদাসকে নুবীয় জলদস্যু, চিড়াতনের টেক্কা বা মেলচিয়রের রাজা সাজিয়ে গরিব এলাকায় নিয়ে যেতেন। দাসবাহী জাহাজ নোঙর করার পরের ছ মাস উৎসবে ফেটে পড়ত বন্দর। চেনা পৃথিবীর চারদিকের পণ্য বেচতে লিমা, পোর্তোবেলো, হাভানা বা ভেরাক্রুজ থেকে আসত বণিকরা। তখন প্রান্তিক অঞ্চলের শুঁড়িখানা ও গণিকালয়গুলোও সাজত নতুন সাজে। এক রাতে দাঁড়টানা দাসদের সঙ্গে শুঁড়িখানায় মাতাল হয়ে হুদাস টলতে টলতে বেরনাদার কাছে আসে : 'চোখ বন্ধ করে হা করো।'

কথা শুনলেন বেরনাদা। হুদাস ওয়াস্লার ম্যাজিক চকলেটের একটা গুটি তার জিহ্বায় রাখল। বিস্বাদে সেটা উগড়ে দিলেন তিনি। শৈশব থেকেই কাকাও দু

BanglaBook.org

চোখে দেখতে পারেন না। হুদাস বোঝায়, এ বস্তু জীবনে আনন্দ আনে, মনকে চাঙা করে, বাড়ায় যৌনশক্তি। অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন বেরনাদা : 'তোমার কথা সত্য হলে সান্তা ক্লারার সিস্টাররা সব লড়াইয়ের ষাঁড় হয়ে যেত।'

ইতিমধ্যেই গাঁজালো মধুতে আসক্ত তিনি। বিয়ের আগে স্কুলের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে এ অভ্যাস রপ্ত হয়েছে। এখনো আখখামারের ভ্যাপসা হাওয়ায় শুধু মুখ নয় পঞ্চইন্দ্রিয় দিয়েই তা পান করেন। হুদাসের পাল্লায় পড়ে সিয়েরভা নেভাদার ইন্ডিয়ানদের মতো ইয়ারুমো গাছের ছাইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে কোকা ও তামাকপাতা চিবুতে শিখলেন। শুঁড়িখানায় ভারতীয় গাঁজা, সাইপ্রাসের তারপিন, রেয়াল দে কাতোরসের পেইওতে এবং অন্তত একবার এক ফিলিপাইনি চোরাকারবারির থেকে চীনের নাও-এর আফিম চেখে দেখেছেন। কিন্তু কাকাওয়ের পক্ষে হুদাসের ওকালতিটাও ফেললেন না। অন্যসব ঘাঁটাঘাঁটির পর এ বস্তুর গুণে ভরসা করে সবকিছুর ওপর একে স্থান দিলেন। অভাবহীন হুদাস শুধুই রুচি-বিকৃতির কারণে চোর, বেশ্যার দালাল এবং কখনো কখনো সমকামীও হলো। এক দুর্ভাগা রাতে জুয়ার আড্ডায় তিনজন দাঁড়টানা দাসের সঙ্গে একা, খালি হাতে লড়তে গিয়ে বেরনাদার চোখের সামনেই চেয়ার পিটুনিতে নিহত হলো সে।

এবার আখখামারই বেরনাদার আশ্রয়। বাড়ি লাগামহীন। ভোবেনি শুধু দোমিঙ্গার জন্য। নিয়তির নির্দেশেই যেন মারিয়াকে বড় করল সে। স্ত্রীর অধপতনের কিছুই জানলেন না মার্কেস। খামার থেকে ভেসে এল নানা গুজব। শোনা গেল, বিকারগ্রস্ত এক জীবন কাটছে তার। একা একা কথা বলেন। বাছাই করে সুপুরুষ কটা দাস নিয়ে স্কুলবান্ধবীর সঙ্গে রোমক কায়দায় বন্য আনন্দে মেতে ওঠেন। যে বানের স্রোতে এসেছিল সে স্রোতেই ভাসল সম্পদ। তীব্র নেশার ধাওয়া মোকাবেলা করতে বিভিন্ন জায়গায় লুকানো কাকাওর বস্তা আর মধুর পিপাগুলোই একমাত্র ভরসা। বেঁচে থাকার উপায় স্পেন ও স্প্যানিশ-আমেরিকান উপনিবেশগুলোতে প্রচলিত চার ও একশো মানের 'দবলন' নামের কিছু স্বর্ণমুদ্রা। প্রাচুর্যের সময় খাটের নিচে পুঁতে রাখা হয়েছিল দুটা পাত্রে। আখখামারে তিন বছর কাটিয়ে মারিয়াকে কুকুর কামড়ানোর অল্প কদিন আগে মায়াতেস থেকে ফিরলেন তিনি। এ পতন এতই ভয়াবহ ছিল যে, তার স্বামীই তাকে চিনতে পারলেন না।

...

মার্চের মাঝামাঝি জলাতঙ্কের ঝুঁকি খানিকটা কমল। প্রশান্তি বোধ করলেন মার্কেস। অতীতের ভুল-ত্রুটি শুধরে সুখ নিয়ে আবরেনুনসিওর দেয়া ব্যবস্থাপত্র মেনে মেয়ের মন জয় করার পণ করলেন। পুরো সময়টা দিলেন মেয়েকে। চুল আচড়ে বেণি বাঁধা শিখলেন। আরমাদিইওর ঝোল আর ইগুয়ানার মাংসের আচারের দিকে মেয়ের ঝোঁক। সে ঝোঁক দমন করলেন। আমেরিকান অভিজাত

BanglaBook.org

হওয়ার ব্যর্থ স্বপ্নটা মনে গেঁথে সত্যিকার সাদা মেম হওয়ার কৌশল শেখানোর চেষ্টা করলেন মেয়েকে। তাকে সুখী করার এটাই একমাত্র উপায় কি না, নিজেকে জিজ্ঞেস করা ছাড়া প্রায় সব চেষ্টাই করলেন তিনি।

আবরেনুনসিওর এ বাড়িতে আসা-যাওয়া চলল নিয়মিত। মার্কেসের সঙ্গে কথাবার্তা চালানো তার জন্য বেশ কঠিন। কিন্তু পোপের মহাপবিত্র দপ্তর থেকে পৃথিবীর এক প্রান্তের এ ঘাঁটিটা যে হুমকির সম্মুখীন, সে সম্পর্কে তার অজ্ঞতা আবরেনুনসিওর কাছে খুব চমকপ্রদ। সুতরাং গ্রীষ্ম গড়ায়। ফুল ভরতি কমলা বাগানে বসে কেউ না শুনলেও কথা বলতে লাগলেন আবরেনুনসিও। কখনো নামই শোনেননি এমন এক রাজার দরবার থেকে এক হাজার তিনশো নটিক্যাল লিগ দূরে হ্যামকে শুয়ে পচতে লাগলেন মার্কেস। তখনই বেরনাদার আর্তচিৎকার। ছেদ পড়ল কথাবার্তায়।

সন্ত্রস্ত হলেন আবরেনুনসিও। না শোনার ভান করলেন মার্কেস। পরের কাতরানিটা আরো হৃদয়বিদারক। ডাক্তার উপেক্ষা করতে পারলেন না : 'মানুষটা যেই হোক, তার সাহায্য দরকার।'

'সে আমার দ্বিতীয় স্ত্রী।'

'যকৃৎ রোগে আক্রান্ত।'

'কীভাবে বুঝলেন ?'

'মুখ হা-করে কাতরাচ্ছেন।'

টোকা না মেরেই দরজা খুললেন ডাক্তার। আবছা অন্ধকারে তাকে দেখার চেষ্টা করলেন। বেরনাদা সাড়াশব্দ করলেন না। এবার জানলা খুললেন। বেলা চারটার ধাতব আলোয় তাকে দেখা গেল। ভয়ানক গ্যাসের ডোবায় উদোম গায় হাত-পা ছড়িয়ে ক্রুশের আকারে মেঝেতে পড়ে আছেন। অজীর্ণ আক্রান্ত রোগী। বিবর্ণ শরীরের চামড়া। জানালায় হামলে পড়া হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে কিছু দেখতে না পেয়ে মাথা উঁচু করলেন তিনি। আলোর দিকে পেছন ফিরে থাকায় ডাক্তারকে দেখতে পেলেন না। আর রোগীর ভবিষ্যৎ জানতে একবার নজর বোলানোই আবরেনুনসিওর জন্য যথেষ্ট : 'দায়দেনা শোধ করার সময় হয়েছে আপনার।'

ব্যাখ্যা করে বোঝালেন, এখনো বাঁচার সময় আছে। যত দ্রুত সম্ভব রক্ত পরিশোধন করতে হবে। এবার তিনি বেরনাদার নজরে এলেন। বেরনাদা কোনো রকমে উঠে বসেন। ছোটে গালিগালাজের তুবড়ি। জানালাটা আবার বন্ধ করতে করতে অবিচল আবরেনুনসিও সবকিছু হজম করলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে মার্কেসের হ্যামকের পাশে দাঁড়িয়ে আরো স্পষ্ট করে বললেন : 'খুব বেশি দেরি হলে ১৫ সেপ্টেম্বর মারা যাবেন। অবশ্য এর আগে যদি ফাঁসিতে না ঝোলেন।' অবিচল মার্কেসের উত্তর : 'সমস্যা হলো ১৫ সেপ্টম্বর বহু দূর।'

BanglaBook.org

মারিয়ার সুখের ব্যবস্থাপত্রটা অনুসরণ করে চললেন তিনি : সান লাসারো পাহাড়ের ওপর থেকে মেয়েকে নিয়ে উপভোগ করলেন পুবের ভয়ানক জলাভূমি আর পশ্চিম সমুদ্রে থালার মতো বিশাল লাল ডুবন্ত সূর্যটা। সমুদ্রের ওপারে কী আছে জিজ্ঞেস করে মারিয়া : 'পৃথিবী', উত্তর দেন মার্কেস। প্রতিটা ইঙ্গিতেরই অপ্রত্যাশিত অনুরণন আবিষ্কার করেন মেয়ের মধ্যে। এক বিকেলে বাতাসে ফোলা পাল নিয়ে দিগন্তে স্প্যানিশ গ্যালিয়ন জাহাজের একটা বহরের দেখা মেলে।

নগরীর ঘটে রূপান্তর। বাপ-মেয়ে পুতুলনাচ, আগুনখেকো আর সেই শুভ এপ্রিলে বন্দরের মেলায় আসা অসংখ্য লোভনীয় পণ্যে বিনোদন খোঁজেন। এ দু মাসে মারিয়া সাদা মানুষদের ধরন সম্পর্কে যা জানল সারা জীবনেও তা জানত না। মেয়েকে বদলাতে গিয়ে মার্কেস নিজেই গেলেন বদলে। এত তীব্র এ পরিবর্তন, ব্যক্তিত্বের না বলে একে বলা চলে তার প্রকৃতিরই রূপান্তর।

ইয়োরোপীয় মেলার যান্ত্রিক ঘড়ি, মিউজিক বক্স আর নানা রকম চাবিঅলা ব্যালেরিনায় ভরতি হলো ঘর। ইতালিয়ান তেওরবোটা ঝেড়েমুছে পরিষ্কার করলেন মার্কেস। তার জুড়লেন। অসম্ভব ভালোবাসা আর ধৈর্য নিয়ে সুর বাঁধলেন সে যন্ত্রে। বয়স বা বিষাদময় স্মৃতি তার ক্ষতিগ্রস্ত শ্রবণ আর সুললিত কণ্ঠে পরিবর্তন আনেনি। সে কণ্ঠস্বরে যন্ত্রসংগীতসহ আবার গাইলেন ফেলে আসা দিনের গান। মেয়ে জানতে চাইল, গানের 'ভালোবাসা সবকিছু জয় করে' কথাটা সত্য কি না। তিনি উত্তর দিলেন : 'সত্য। কিন্তু এ কথা তোমার বিশ্বাস না করাই ভালো।'

এসবে খুশি হয়ে মারিয়া যেন নীরব দুঃখ ভোগ শেষে পৃথিবী সম্পর্কে জানার একটা ইতি টানতে পারে, সেজন্য মার্কেস তাকে নিয়ে সেভিল ভ্রমণের কথাও ভাবলেন। তারিখ, ভ্রমণসূচি ঠিকঠাক। তখন কারিদাদ দেল কোবরে এক ভয়ানক দুঃসংবাদ নিয়ে তাকে ভাতঘুম থেকে জাগায় : 'সিনর, মেয়েটা কুকুর হয়ে যাচ্ছে !'

জরুরি ভিত্তিতে ডাকা হলো আবরেনুনসিওকে। জলাতঙ্ক রোগীরা যে পশু কামড়ায় তার মতো হয়ে যায় ; প্রচলিত এ কুসংস্কার ফুঁ মেরে উড়িয়ে দিলেন তিনি। নিশ্চিত হলেন, সামান্য জ্বর আছে মেয়েটার গায়। এটা অন্য রোগের লক্ষণ নয়। নিজেই একটা রোগ। তবুও অবজ্ঞা করলেন না। শোকার্ত মার্কেসকে সতর্ক করলেন, যেকোনো অসুখের আশঙ্কাই মেয়েটার আছে। কারণ জলাতঙ্কের জীবাণু বহন করুক আর না ই করুক কুকুরের কামড় অন্য রোগের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে কাউকে বাঁচায় না। সব সময়ই একমাত্র পথ অপেক্ষা।

মার্কেস জিজ্ঞেস করলেন : 'আপনার আর কিছুই বলার নেই ?'

'আর কিছু বলার পথ বিজ্ঞান আমাকে দেখায়নি। আমার ওপর বিশ্বাস না থাকলে আরেকটা পথ খোলা আছে, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখুন।'

মার্কেস বুঝলেন না : 'কিন্তু আপনি তো নাস্তিক।'

BanglaBook.org

মাথা ঘুরিয়ে তার দিকে তাকান ডাক্তার : 'যদি হতে পারতাম !'

শুধু ঈশ্বরের ওপর নয়, একটু আশা পাওয়া যায় এমন সবকিছুর ওপরই বিশ্বাস রাখলেন মার্কেস। এ শহরে আছে আরো তিনজন ডাক্তার, ছজন ফার্মাসিস্ট, এগারোজন হাতুড়ে সার্জন এবং অসংখ্য জাদু-টোনা করা গুনি। ধর্মবিচারসভা গত পঞ্চাশ বছরে এমন তেরশো গুণিনকে বিভিন্ন শাস্তি দিয়েছে। সাতজনকে খুঁটিতে বেঁধে পুড়িয়ে মেরেছে। সালামানকার এক যুবক ডাক্তার মারিয়ার শুকনো ক্ষতটা আবার কাঁচা করে দূষিত পুঁজরক্ত বের করতে ক্ষার ব্যবহার করল। একই উদ্দেশে আরেকজন মারিয়ার পিঠে লাগাল জোঁক। এক হাতুড়ে সার্জন তার পেশাব দিয়েই ক্ষত পরিষ্কার করল। আরেকজন তার পেশাব তাকেই পান করাল। দু সপ্তাহ পর দেখা গেল, দিনে দুবার তাকে লতাপাতা জাল দেয়া পানিতে গোসল দেয়া হচ্ছে। ডুসও দেয়া হচ্ছে দুবার করে। এন্টিমনি ও অন্যান্য বিষাক্ত সব পাঁচমিশালী ব্যবহার করে তাকে মৃত্যুর দরজায় আনা হয়েছে প্রায়।

জ্বর কমল। কিন্তু জলাতঙ্কের বিপদ কেটেছে– এ কথা সাহস করে কেউ বলতে পারল না। মারিয়ার মনে হচ্ছিল সে মারা যাচ্ছে। শুরুতে অহংকার অটুট রেখে সব সয়েছে। কিন্তু নিষ্ফল দুটা সপ্তাহ কাটার পর গাঁটে হলো দগদগে ঘা। সরষেবাটার প্রলেপ আর ফোস্কায় দেয়া পট্টিতে শরীর সিদ্ধ। পেটের চামড়ায় ঘা। মাথা ঘোরানো, খিঁচুনি, প্রলাপ বকা, পেটের পীড়া, অনিয়ন্ত্রিত পেশাব ; সব যন্ত্রণাই ভোগ করতে হলো তাকে। রাগে, যন্ত্রণায় মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে হাউমাউ করে কাঁদল মেয়েটা। হয় পাগল নয় প্রেত ভর করেছে, নিশ্চিত হয়ে সাহসী ডাক্তাররাও তাকে অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে একে একে নিল বিদায়। মার্কেস কূলকিনারা পেলেন না। ঠিক তখনই সন্ত উর্বাতের চাবি হাতে হাজির সাগুনতা।

এখানেই সবকিছুর যবনিকা। সাগুনতা গায়ের চাদর ফেলে দিল। ইন্ডিয়ানদের মলম গায় মেখে উদোম মেয়েটার দেহের সঙ্গে ঘষল নিজের দেহ। দুর্বল নুয়ে পড়া মেয়েটা হাত-পা ছুড়ে বাধা দিল। কিন্তু গায়ের জোরে পারল না। ঘর থেকে তাদের উন্মত্ত চিৎকার শুনলেন বেরনাদা। দৌড়ে এসে দেখলেন, মেঝেতে শুয়ে প্রচণ্ড রাগে লাথি মারছে মারিয়া। তার ওপর চড়াও হয়ে চুলের তামাটে বন্যায় ডুবে উচ্চকণ্ঠে সন্ত উবার্তের মন্ত্র আওড়াচ্ছে সাগুনতা। হ্যামকের দড়ি দিয়ে দুজনকেই পেটালেন। এ হঠাৎ আক্রমণে হকচকিয়ে গুটিশুটি মেরে ওঠে বসল তারা। তারপর হাঁপিয়ে না ওঠা পর্যন্ত ঘরময় ধাওয়া করে তাদের পেটালেন তিনি।

...

মারিয়ার আজব কাণ্ডকারখানার গুজবে শঙ্কিত ডাইয়েসিসের বিশপ দন তোরিবিয়ো দে কাসেরেস ই ভিরতুদেস মার্কেসকে তিনি তলব করলেন। কারণ বা দেখার

করার তারিখ-সময় কিছুই দিলেন না ব্যাখ্যা করলেন জরুরি হিসেবে। অনিশ্চয়তা কাটিয়ে মার্কেস সে দিনই অঘোষিত এক দর্শন দিলেন বিশপ-দরজায়।

বিশপ দায়িত্ব গ্রহণ করার আগেই মার্কেস জনজীবন থেকে নিজেকে সরিয়েছেন। তাই তাদের খুব একটা দেখা হয়নি কখনো। তার ওপর বিশপ রোগী মানুষ সামান্য কিছু কাজকর্ম করেন। ভয়ানক হাঁপানিতে ধুঁকে যেন নিজের সততার পরীক্ষাটাই দিচ্ছেন। উপস্থিতি অনিবার্য এমন অসংখ্য অনুষ্ঠানে হাজির হননি। যে কটায় গেছেন সেগুলোতেও ছিলেন প্রায় অস্তিত্বহীন।

মার্কেস তাকে কবার মাত্র দেখেছেন। তাও অনেক লোকের মধ্যে। দূর থেকে। কিন্তু যে স্মৃতি তার মনে গেঁথে আছে : এক ম্যাসে প্যালিয়াম পরা বিশপকে পালকিতে বসিয়ে পদস্থ সরকারি কর্তারা কাঁধে বহন করছিলেন। মোটাসোটা শরীর আর জাঁকালো পোশাকে প্রথম দৃষ্টিতে তাকে মনে হচ্ছিল বিশাল এক বুড়ো। কিন্তু কামানো মুখ ও অসাধারণ সবুজ দু চোখ তার কালোত্তীর্ণ সৌন্দর্যটা অবিকল ধরে রেখেছে। পালকিতে বসে আছেন। চারপাশে পোপের এক ঐন্দ্রজালিক আভা। ঘনিষ্ঠরা তার ক্ষমতা ও পাণ্ডিত্যের উজ্জ্বলতাটাও অনুমান করত।

নগরের সবচে' পুরনো প্রাসাদটায় তার বাস। দু তলা এক এলাহিকাণ্ড। বিশপ থাকেন অর্ধেক তলায়। ভবনটা ক্যাথিড্রাল লাগোয়া। দুটা বাড়ির মাঝামাঝি কালচে খিলানের ওপর আচ্ছাদন দেয়া ফুলবাগান ও এক চিলতে উঠান। চারদিকে মরুভূমির কাঁটাগুল্ম ঘেরা এক জলাধার। জোড়াহীন কাঠ ও কারুকাজময় পাথরের প্রবেশ পথঅলা বিশাল প্রসাদটা দেখেই বোঝা যায়, এটা করুণ এক অবহেলার শিকার।

প্রধান দরজায় ইন্ডিয়ান ডিকন মার্কেসকে অভ্যর্থনা জানায়। গাড়িবারান্দার সামনে জটলা করা ভিখারিদের সামান্য ভিক্ষা দিয়ে শান্ত ভেতরটায় যখন ঢুকলেন, ক্যাথিড্রালের ঘড়িতে তখন ঢং ঢং শব্দে চারটা। সে শব্দের প্রতিধ্বনি হলো তার পেটের মধ্যেও। প্রধান করিডোর অন্ধকার। ডিকনকে না দেখেই অনুসরণ করছিলেন। যেখানে সেখানে পথ বন্ধ করে ময়লার স্তূপ। এলোমেলো বসানো মূর্তির সঙ্গে ধাক্কা বাচাতে বুঝেসুঝে পা ফেলছিলেন মার্কেস। করিডোরের শেষ মাথার ছোট পাশঘরটার ঝুলন্ত জানালা থেকে আসছে সামান্য আলো। ডিকন এখানে তাকে অপেক্ষা করতে বলে পাশের ঘরে ঢোকে। দাঁড়িয়ে রইলেন মার্কেস। দীর্ঘ দেয়ালে ঝোলানো রাজার ক্যাডেটের আনুষ্ঠানিক উর্দি পরা এক যুবক সৈন্যের তেলচিত্রের দিকে চোখ। ফ্রেমের তামার পাতের লেখা বলে দিল এটা বিশপের যুবক বয়সের পোর্ট্রেট।

BanglaBook.org

ভেতরে ডাকতে ডিকন দরজা খুলল পোর্ট্রেটের চেয়ে চল্লিশ বছর বেশি বয়সী বিশপের দেখা পেতে খুব একটা সময় লাগল না। হাঁপানি-বিধ্বস্ত আর গরমে কাবু কিন্তু লোকে যা বলে তার চেয়েও চৌকস। দরদর করে ঘামছেন। ফিলিপাইন থেকে আনানো চেয়ারে শ্বাস নেয়ার সুবিধার জন্য সামনে ঝুঁকে বসে আছেন। তালপাখাটা নাড়ছেন খুব ধীরে। শামুক গতিতে দোলাচ্ছেন চেয়ারটা। পায় কৃষকের স্যান্ডেল। গায় সাবানের ঘষায় পাতলা হওয়া কাপড়ের একটা জামা। প্রথম নজরেই দারিদ্র্যের সারল্যটা স্পষ্ট। হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবে চোখজোড়ার নির্মলতা অসাধারণ। দরজায় মার্কেসকে দেখেই দুলুনি থামালেন। স্নেহের ভঙ্গিতে পাখাটা নাড়লেন : 'এসো ইগনাসিও এসো, এ তোমার নিজের বাড়ি।'

মার্কেস ঘামভেজা হাত প্যান্টে মোছেন। ঘরে ঢুকেই বাইরের চত্বরের হলুদ ফুল আর ঝুলন্ত ফার্নের এক শামিয়ানার নিচে আবিষ্কার করেন নিজেকে। গির্জার টাওয়ার, প্রধান ভবনগুলোর লাল টালির ছাদ, গরমে ঝিম মেরে থাকা ঘুঘুর দল, কাচের মতো ঝকঝকে আকাশে মাথা উঁচু করে থাকা সামরিক স্থাপনা, জ্বলন্ত সমুদ্র ; সব চোখে পড়ছে এখান থেকে। অর্থময় ভঙ্গিতে বিশপ সৈনিকের হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। মার্কেস তার আঙটিতে চুমু খেলেন।

হাঁপানিতে তার শ্বাস-প্রশ্বাস ভারি। কষ্টসাধ্য। দীর্ঘশ্বাস ও কর্কশ কাশি কথাবার্তায় বাঁধা দেয় হরদম। তবু সহজাত প্রগলভতাটা অটুট। সাধারণ বিষয় নিয়ে মত বিনিময়ের তাৎক্ষণিক এক আবহ তৈরি করলেন তিনি। তার উলটো দিকে বসে এমন সূচনার জন্য কৃতজ্ঞ বোধ করলেন মার্কেস। কথায় কথায় ঘড়িতে পাঁচটা বাজার শব্দ শুনে তারা অবাক। শব্দের চেয়েও বেশি কিছু সে আওয়াজ। এতে বিকেলের আলো কাঁপিয়ে সচকিত পায়রার ঝাঁকের ডানায় সমস্ত আকাশ ছেয়ে গেল। 'জঘন্য।' বিশপ বললেন : 'প্রতিটা ঘণ্টা ভূমিকম্পের অনুরণন তোলে আমার ভেতর।'

কথাটা শুনে মার্কেস অবাক হলেন। কারণ চারটার ঘণ্টা বাজার সময় তারও এমনই মনে হয়েছে। বিশপের কাছে এ খুব স্বাভাবিক দৈবক্রম। 'ধীকল্প বিশেষ কারো সম্পত্তি নয়।' তর্জনী তুলে শূন্যে পরস্পর লগ্ন ধারাবাহিক এক সারি বৃত্ত এঁকে তিনি সিদ্ধান্ত টানলেন : 'ফেরেশতাদের মতো তারাও উড়ে বেড়ায়।'

ঘরের কাজ করা নান বেশ ঘন-তেজি ওয়াইনের একটা পাত্র, ছোট করে কাটা ফল এবং ওষুধের গন্ধে ঘর ভরে তোলা এক গামলা বাষ্প উঠতে থাকা পানি নিয়ে ভেতরে এল। চোখ বন্ধ করে নাকে বাষ্প টানলেন বিশপ। তারপর সেই মহাপুলক থেকে বেরিয়ে হলেন একদম আলাদা এক মানুষ। নিজ কর্তৃত্বের অবিসংবাদিত মালিক : 'তোমাকে ডাকা হয়েছে, কারণ আমরা জানি ঈশ্বরকে তোমার দরকার। অথচ তুমি তা না জানার ভান করছ।'

BanglaBook.org

কণ্ঠ থেকে অরগ্যানের সুরেলা ধ্বনি দূর হয়েছে দু চোখে ফিরেছে পার্থিব আলো সাহস করে মার্কেস এক চুমুকে আধ গ্লাস ওয়াইন খেয়ে বিনয়ের সঙ্গে বললেন : 'আপনার জানা উচিত, মানুষ-জীবনের সবচে' বড় দুর্ভাগ্যের বোঝাটা বইছি আমি। ধর্মে আমার বিশ্বাস নেই।'

'জানি, জানি।' অবাক না হয়ে বললেন বিশপ : 'আমরা না জানলে চলে না।'

আনন্দেই সঙ্গেই বললেন কথাটা। কারণ বিশ বছর বয়সে মরক্কোয় রাজকীয় ক্যাডেট তিনি যুদ্ধের প্রচণ্ড ডামাডোলে নিজেও ধর্মবিশ্বাস হারিয়েছিলেন : 'ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই, এ ছিল বজ্রনির্ঘোষ সত্য।' তারপর ত্রস্ত-প্রার্থনা আর প্রায়শ্চিত্তের এক জীবনে নিজেকে উৎসর্গ করলেন : 'ঈশ্বর দয়া করে আমাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন। তুমি বিশ্বাস কর কি না না গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হলো ঈশ্বর তোমার ওপর বিশ্বাস রেখেছেন। এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তোমাকে সান্ত্বনা দিতেই তিনি অসীম শ্রমে আমাদের এ জ্ঞান দিয়েছেন।'

'আমার দুর্ভাগ্য আমি নীরবে সহ্য করার চেষ্টা করেছি।'

'তুমি একদম অকৃতকার্য। একথা এখন সবাই জানে, তোমার মেয়েটা অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে। মেঝের ওপর গড়াগড়ি দেয়। হাউমাউ করে পৌত্তলিকদের মতো কথা বলে। এসব কি প্রেতের কারসাজি নয় ?'

বিস্মিত হলেন মার্কেস : 'মানে ?'

'দানবের অসংখ্য ছলনার একটা নির্দোষ দেহে প্রবেশ করে মারাত্মক ব্যাধির রূপ ধারণ করা। একবার ঢুকতে পারলে তাকে বের করার ক্ষমতা মানুষের নেই।'

কুকুর কামড়ে যে চিকিৎসা শাস্ত্রেরও পরিবর্তন হয়, ব্যাখ্যা করলেন মার্কেস। কিন্তু নিজ অবস্থানে অনড় থাকার কোনো না কোনো ব্যাখ্যা সব সময়ই পেলেন বিশপ। উত্তরটা তার জানা, এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়েও প্রশ্ন করলেন : 'আবরেনুনসিও কে জানো ?'

'তিনিই প্রথম আমার মেয়েকে দেখেছেন।'

'কথাটা তোমার মুখ থেকেই শুনতে চেয়েছিলাম।'

হাতের কাছের ঘণ্টিটা বাজালেন। বোতল থেকে ছাড়া পাওয়া জিনের দ্রুততায় মধ্য-তিরিশের এক যাজক উপস্থিত। বিশপ ফাদার কায়তানো দেলাওরা বলে পরিচয় করিয়ে দিলেন শুধু। তাকে বসতে বললেন। খুব গরম। তাই তার গায় সাধারণ ক্যাসক। পায় বিশপের স্যান্ডেলের মতো স্যান্ডেল। চেহারা গভীর। গায়ের রং মলিন। কিন্তু চোখ জ্বলজ্বলে। কপালের কাছে দু-একটা ছাড়া মাথাভরতি গভীর কালো চুল। তবু তার দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়া ও আগুন গরম হাতটা সুখী মানুষের লক্ষণ নয়।

'আবরেনুনসিও সম্পর্কে কী জানো ?' বিশপের জিজ্ঞাসা।

BanglaBook.org

খুব বেশি ভাবতে হলো না দেলাওরার : 'আবরেনুনসিও দে সা পেরেইরা কাও।' নামটা বলল বানান করে করে তারপর মার্কেসের দিকে ঘুরে বলল : 'খেয়াল করেছেন সিনর, তার বংশ-উপাধির শেষ অংশের অর্থ পর্তুগিজ ভাষায় কুকুর।'

দেলাওরা বলে গেল অনর্গল : এ নামটা আসল কি না জানা নেই। তবে পবিত্র বিচারসভার লেখ্যপ্রমাণ মতে, সে উপদ্বীপ থেকে বহিষ্কৃত পর্তুগিজ ইহুদি। তুরবাকোর পবিত্র পানিতে দু পাউন্ড ওজনের হার্নিয়া সারিয়ে তোলার জন্য কৃতজ্ঞ গভর্নর তাকে এখানে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তারপর বলল, আবরেনুনসিওর ঐন্দ্রজালিক ব্যবস্থাপত্র নিয়ে। গর্বের সঙ্গে মৃত্যু নিয়ে সে ভবিষ্যদ্বাণী করে। পায়ুকামের অভিযোগ আছে। পড়াশোনায় আছে ব্যভিচার। নাস্তিক। কিন্তু তার বিরুদ্ধে একমাত্র সঠিক অভিযোগ, গেতসেমানি জেলার এক দর্জিকে সে জীবিত করেছে। নিশ্চিত প্রমাণ আছে, আবরেনুনসিও উঠে আসার নির্দেশ দেয়ার আগেই ওই লোক কাফনে আবৃত হয়ে কফিনে। সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে ওঠা সে দর্জিই পবিত্র সভার বিচারকদের সামনে বলেছে, সে সংজ্ঞা হারায়নি। দেলাওরা বলল : 'সে বিবৃতিই আবরেনুনসিওকে পুড়ে মরা থেকে রক্ষা করেছে।' সান লাসতেরা পাহাড়ে তার ঘোড়ার মৃত্যু এবং সেটাকে পবিত্র ভূমিতে মাটি দেয়ার কথা স্মরণ করে উপসংহার টানল সে।

'ঘোড়াটাকে মানুষের মতো ভালোবাসত সে।' মার্কেস মধ্যিখানে যোগ করলেন।

'এটা ধর্মবিশ্বাসের প্রতি অবমাননা।' দেলাওরা বলল : 'একশো বছর বয়সী ঘোড়া ঈশ্বর সৃষ্ট নয়।'

ব্যক্তিগত একটা ঠাট্টা বিচারসভার নথিতে ওঠায় মার্কেস বিচলিত। সসঙ্কোচ কৈফিয়তের চেষ্টায় বললেন : 'আবরেনুনসিওর জিবটা হয়ত লাগামহীন, কিন্তু বিনয় সঙ্গেই আমি বিশ্বাস করি, সেটা আর ধর্মদ্রোহিতার মধ্যে বিস্তর ফারাক।' মূল প্রসঙ্গে বিশপ তাদের ফিরিয়ে না আনলে আলোচনাটা তিক্ত এবং সীমাহীন হয়ে পড়ত : 'চিকিৎসক যাই দাবি করুন, মানব দেহে জলাতঙ্ক শত্রুর অনেক ফাঁদের একটা।'

মার্কেস বুঝলেন না। নাটকীয় ব্যাখ্যা শুনে মনে হলো চিরন্তন নরকদণ্ডের শুরুটারই মাত্র শুরু। এবার বিশপ উপসংহার টানলেন : 'সৌভাগ্যের বিষয়, হয়ত তোমার মেয়েটার দেহ চিরকালের জন্য হারিয়ে যাবে, কিন্তু তার আত্মা রক্ষার পন্থা ঈশ্বর নাজিল করেছেন।'

গোধূলির অসহনীয়তায় ডুবল পৃথিবী। গাঢ় বেগুনি আকাশের প্রথম তারাটা চোখে পড়ল মার্কেসের। ডাক্তারদের জঘন্য আরোগ্যচেষ্টায় হতভাগ্য বাড়িটার

BanglaBook.org

মধ্যে বিক্ষত পা টেনে বেড়ানো মেয়ের কথা মনে পড়ল তার স্বভাবসুলভ বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন : ' এখন আমার কী করা উচিত ?'

করণীয়টা এক এক করে বুঝিয়ে বললেন বিশপ সবক্ষেত্রেই নিজের নাম ব্যবহারের অনুমতি দিলেন। বিশেষ করে সান্তা ক্লারা কনভেন্টে মেয়েকে অন্তরীণ করার ক্ষেত্রে : 'ওকে আমাদের হাতে ছেড়ে দাও। বাকিটা ঈশ্বরের ইচ্ছা।'

মার্কেস বেশ যন্ত্রণাকাতর হয়ে বিদায় নিলেন। গাড়ির জানালা দিয়ে নির্বাক চোখে জনশূন্য রাস্তা, রাস্তার পাশে জমে থাকা পানিতে ন্যাংটো বাচ্চাদের ঝাঁপাঝাঁপি, শকুনের ময়লা ছড়ানো দেখলেন। গাড়ি মোড় ফিরল। চিরকাল একই জায়গায় অনড় সমুদ্রটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। অনিশ্চয়তার আশংকায় আক্রান্ত হলেন তিনি।

আধো অন্ধকার বাড়ির কাছে আসতে না আসতেই আনহেলুসের ঘণ্টা বাজনো শুরু। দোনিয়ার মৃত্যুর পর এই প্রথম 'ফেরেশতা মরিয়মের নিকট ঘোষণা করিলেন,' এ প্রার্থনা বাক্যর সশব্দ উচ্চারণ। এক আলো-আঁধারির মধ্য থেকে তেওরবোর ঝংকার মার্কেসের কানে এল। যেন পুকুরের তলদেশ থেকে উঠে আসছে সে সংগীত। সে শব্দ অনুসরণ করে পথ হাতড়ে তিনি মেয়ের শোওয়ার ঘরে পৌঁছলেন। মেয়েটা সাদা জামা গায় ড্রেসিং টেবিলে বসা। এলোচুল মেঝের ওপর। তার কাছে শেখা প্রাথমিক এক পাঠ রেওয়াজ করছে সে। যেন অলৌকিক ঘটনা। তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। ডাক্তারি নিষ্ঠুরতায় বিছানা নেয়া যে মেয়েকে দুপুরে রেখে গেছেন এ কি সেই মেয়ে ! পলায়নপর এক অধ্যায়। মারিয়া তার উপস্থিতি টের পেয়ে বাজানো বন্ধ করল। আবার ফিরে গেল রোগগ্রস্ত অবস্থায় ।

সারা রাত মেয়ের সঙ্গে কাটালেন। মেকি পিতৃত্বের অনভ্যস্ততায় বিছানা ঠিক করতে সাহায্য করলেন। শোওয়ার পোশাক উলটো করে পরালেন। মেয়েটা আবার ঠিক করে পরল। আগে তাকে কখনো উদোম দেখেননি মার্কেস। চামড়া ফুঁড়ে বেড়িয়ে আছে পাঁজরের হাড়। বোতামের মতো ছোট্ট স্তন। কোমল নিম্নদেশ। খুব বিষণ্ন হলেন তিনি। ফুলে ওঠা ঘা দগদগ করছে। বিছানায় শুতে সাহায্য করলেন। মেয়েটার গোঙানির মধ্যে নিঃসঙ্গ এক যন্ত্রণা। যেন তাকে মরতে সাহায্য করছেন। কেঁপে উঠলেন।

ধর্মবিশ্বাস হারানোর পর এই প্রথম তার প্রার্থনা করার ইচ্ছা হলো। ছোট্ট পারিবারিক উপাসনালয়ে গেলেন। যে ঈশ্বর তাকে ত্যাগ করেছেন তাকে ফিরে পেতে সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করলেন। লাভ হলো না : বিশ্বাসের চেয়ে অবিশ্বাসের প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি। কারণ এর বাস ইন্দ্রিয়ের জগতে। ভোরে ঠাণ্ডা বাতাসে মেয়েকে বারকয় কাশতে শুনলেন। উঠে আবার তার শোওয়ার ঘরে গেলেন। যাওয়ার পথে দেখলেন বেরনাদার দরজা সামান্য খোলা। নিজ সন্দেহটা ভাগাভাগি করতে দরজা খুলে দেখেন, মেঝের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন তিনি।

BanglaBook.org

বিকট শব্দে নাক ডাকছেন। ছিটকানিতে হাত রেখে দাঁড়ালেন মার্কেস। স্ত্রীকে জাগালেন না। কাউকে উদ্দেশ্য না করেই বললেন : 'তার জীবনের জন্যই তোমার জীবন।' পরে সংশোধন করলেন : 'তার জীবনের জন্য আমাদের পোড়া এ দুটা জীবন। জাহান্নামে যাক।'

ঘুমুচ্ছে মেয়েটা। মার্কেস দেখলেন, সে নিথর। বিবর্ণ। তাকে জলাতঙ্কের যন্ত্রণায় ছটফট করতে নাকি মৃত দেখতে চান বুঝতে পারলেন না। বাদুড় যেন রক্ত শুষতে না পারে সেজন্য মশারির চারদিক ভালো করে গুঁজে দিলেন। কাশি থামাতে ঢেকে দিলেন শরীর। এ পৃথিবীতে কোনো দিন তার মতো ভালো আর কাউকে যেন তিনি বাসেননি ; এ আনন্দে বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে মেয়েকে দেখলেন। তারপর ঈশ্বর বা অন্য কারো সঙ্গে পরামর্শ না করেই জীবনের সবচে' গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটা নিলেন। ভোর চারটায় চোখ মেলে মারিয়া দেখল বাবা তার বিছানার পাশে, বললেন : 'এখন আমাদের বেরুতে হবে।'

নিঃশব্দে বিছানা ছাড়ল মেয়ে। কাপড় পরতে সাহায্য করলেন মার্কেস। শক্ত বুট যাতে পায়ের ক্ষতটায় ব্যথা না দেয় সেজন্য ভেলভেটের একজোড়া স্লিপার খুঁজতে দেরাজ খুললেন। ঘটনাচক্রে তার মায়ের ছেলেবেলার একটা বল গাউন পেলেন সেখানে। বহুপ্রাচীন পোশাকটা বিবর্ণ। নানা দাগে ভরতি। কিন্তু দ্বিতীয়বার পরা হয়নি। আজ প্রায় শতবর্ষ পর মারিয়ার সান্তেরিয়া হার এবং বাপ্তিস্তের সময় পরানো হাতাছাড়া স্কাপুলারের ওপর গাউনটা পরিয়ে দিলেন। আঁটোসাটো হলো পোশাকটা। বোঝা যাচ্ছিল বেশ পুরনো। পোশাকের সঙ্গে বেমানান একটা হ্যাটও পাওয়া গেল। চমৎকার মানাল। তারপর একটা মিটগাউন, সরু চিরুনি আর ঝিনুকের মলাটঅলা ছোট্ট প্রার্থনা পুস্তকটাও ব্যাগে নিলেন তিনি।

দিনটা ইস্টারের আগের রবিবার। সকাল পাঁচটার ম্যাসে নিয়ে গেলেন মারিয়াকে। আশীর্বাদের তালপাতাটা কোনো কাজে আসবে না জেনেও মেয়েটা তা নিল। গাড়িতে বসে দেখল সূর্য ওঠা। হাঁটুর ওপর ব্যাগ নিয়ে মূল আসনে বসেছেন মার্কেস। উলটো দিকে নির্বিকার মেয়ে। জানালা দিয়ে বারো বছর বয়সী মেয়েটা শেষবারের মতো নগরীর সড়কগুলো দেখল। এ সাতসকালে পাগলরানি হুয়ানার পোশাক পরিয়ে, মাথায় বেশ্যার টুপি চড়িয়ে, কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জানতে কোনো আগ্রহ দেখাল না। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর মার্কেস জিজ্ঞেস করলেন : 'ঈশ্বর কে জান ?' মেয়ের মাথা নেড়ে না সূচক উত্তর।

দিগন্তে বিজলি চমক। বজ্রপাতের শব্দ। আকাশ অনেক নিচে নেমে এসেছে। সমুদ্র উত্তাল। মোড় ফিরেই দেখল, চোখের সামনে তিনতলা ভবনের অসংখ্য নীলরং জানলার ঝিলমিল। সৈকতের আবর্জনার স্তূপের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে নিঃসঙ্গ সান্তা ক্লারা কনভেন্ট। আঙুল তুলে দেখালেন মার্কেস : 'ওই যে।' তারপর দেখালেন বাঁদিকটা : 'ওই জানালা দিয়ে সারা দিন সাগর দেখবে।'

মেয়েটার এসবে খেয়াল নেই। তাই তার নিয়তির ব্যাখ্যাটা মাত্র একবারই দিলেন : 'সান্তা ক্লারার সিস্টারদের সঙ্গে কটা দিন থাকবে তুমি।'

ইস্টারের আগের রবিবার। তাই দরজায় ভিক্ষুকের ভিড়। রান্নাঘরের উচ্ছিষ্ট নিয়ে চলছে ঝগড়া। কজন কুষ্ঠরোগী হাত বাড়িয়ে মার্কেসের দিকে ছুটে এল। পকেট ফাঁকা না হওয়া পর্যন্ত সবাইকে দিলেন একটা করে মুদ্রা। দ্বাররক্ষী নান কালো টাফেটা আর রানির সাজে সাজা মেয়েটাকে দেখে ভিড় ঠেলে তাদের কাছে উপস্থিত। মার্কেস বুঝিয়ে বললেন, বিশপের আদেশে মারিয়াকে নিয়ে এসেছেন এখানে। কথার ভঙ্গিতে তার সন্দেহ কাটল। মেয়েটাকে দেখেশুনে মাথার হ্যাট খুলে নিয়ে বলল : 'এখানে হ্যাট পরা নিষেধ।' বলে নিজেই সেটা রেখে দিল। কাপড়ের ব্যাগটাও মার্কেস তাকে গছানোর চেষ্টা করলেন। নান সেটা না নিয়ে বলল : 'এসবের দরকার নেই।'

মেয়েটার বেণি যত্ন করে বাঁধা হয়নি। চুল গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। নান ভাবল নকল চুল। তাই বেণিটা ঠিকঠাক বাঁধার চেষ্টা করলেন মার্কেস। তাকে ইশারায় সরিয়ে একা একাই এত সুন্দর করে চুল বাঁধল মেয়েটা, নান অবাক।

'চুল কাটতে হবে।' বলল সে।

'বিয়ের দিন পর্যন্ত এ চুল পবিত্র কুমারীর কাছে মানত করা।' মার্কেস বললেন।

যুক্তিটা মানল নান। বিদায়ের সময় না দিয়েই মেয়েটার হাত ধরে ভেতরে ঢুকে গেল। হাঁটতে গুলফে ব্যথা লাগায় পায়ের স্যান্ডেল খুলল মারিয়া। খালি পায় হাঁটতে বাধা দিলেন না মার্কেস। ধীরে ধীরে তার দূরে চলে যাওয়াটা শুধু তাকিয়ে দেখলেন। খুব আশা করলেন, একবার অন্তত ফিরে তাকাবে মেয়ে। কিন্তু তার কাছে মারিয়ার শেষস্মৃতি : যন্ত্রণাক্লিষ্ট পা টেনে টেনে বাগানের হাঁটাপথ ধরে আজীবন বন্দি ভবনে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া।

BanglaBook.org

সান্তা ক্লারা কনভেন্টটা সাগরমুখী। তিনটা তলায় একই ধাঁচের অসংখ্য জানলা। আছে এলোমেলো গাছপালা বেড়ে ওঠা আলো-আঁধারময় এক বাগান। বাগান ঘেরা অর্ধবৃত্তাকার বারান্দাটা সামনের দিকে। ডালপালা থেকে ঝুলে থাকা নানা রকম অর্কিড আর ভেনিলা লতায় পেঁচানো বিশাল এক গাছ। সঙ্গে আলোর খোঁজে ছাদ ছাড়িয়ে শূন্যে উঁকি মারা লিকলিকে এক পাম। কলাগাছ ও বুনো ফার্নের মধ্য দিয়ে চলে গেছে পাথর বিছানো পথ। গাছটার নিচে বদ্ধ জলাধারের মরচে ধরা লোহার গ্রিলে বন্দি কিছু বানর। সার্কাসের কসরতবাজদের মতো কসরত করছে তারা।

কনভেন্টকে দু ভাগে ভাগ করেছে বাগানটা। ডান দিকের তিন তলায় থাকেন আজীবন বন্দিরা। উপাসনা, স্তুতি আর উঁচু পাহাড়ের গায় ধাক্কা খেয়ে ফিরে যাওয়া ঢেউয়ের হাঁসফাঁসানির শব্দ এখানে পৌঁছয় না। কনভেন্টের এ দিকটার সঙ্গে আছে উপাসনালয়ে যাওয়ার একটা ভেতর দরজা। বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্কহীন নানরা এটা ব্যবহার করে। এখান দিয়ে উপাসনালয়ে সবার যাতায়াতের পথ দিয়ে না গিয়েও বেদির ঠিক সামনের চানসেলে তারা আসতে পারে সরাসরি। গ্রিলঅলা জানলার আড়ালে দাঁড়িয়ে ম্যাস শুনতে পারে। কনভেন্টের কারুকাজ করা সিলিংগুলো এক স্প্যানিশ কারিগরের তৈরি। লোকটা উচ্চবেদির নিচের ভূকুঠরিতে সমাহিত হওয়ার অধিকারের বিনিময়ে অর্ধেক জীবন শেষ করেছেন এসব তৈরি করে। ওখানেই শুয়ে আছেন তিনি। মর্মর স্লাবের নিচে প্রায় দু শতকের বিশপ, অধ্যক্ষ আর বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে গাদাগাদি করে।

মারিয়ার কনভেন্টে আসার সময় নানদের সংখ্যা নিজস্ব চাকরানীসহ বিরাশিজন আর সঙ্গে ভাইসরয় পরিবারগুলোর ছত্রিশ জন আমেরিকায় জন্মানো মেয়ে। অভাব, নীরবতা আর পবিত্রতার শপথের পর বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে তাদের একমাত্র যোগ মাঝে মধ্যে লকিউটারিতে যাওয়া। সেখানে জানালার কাঠের গ্রিলের ফাঁক ফোকর দিয়ে শুধু শব্দটাই আসে। আলো নয়। লকিউটারিতে ঢোকার দরজাটার ব্যবহারও সীমিত, নিয়ন্ত্রিত শুধু অভিভাবকরা এলেই এটা খোলা হয়।

BanglaBook.org

বাগানের বাঁ দিকে স্কুল। বিভিন্ন কারখানা। ছাত্র আর হাতের কাজ শেখানোর অসংখ্য শিক্ষিকার ভিড়। অনেকগুলো চুলা, রুটি তৈরির তন্দুরসহ বিশাল রান্নাঘর। কসাইখানা ও খাবার পরিবেশনের ঘরও এখানে। কাপড় ধোয়ার ময়লা পানিতে সয়লাব একটা চত্বর পেছন দিকে। দাসদের গুটিকয় পরিবার সেখানে থাকে। একটু দূরেই আস্তাবল। বাগান, মৌচাক আর ছাগল ও শুয়োরের খোঁয়াড়। মোট কথা, সুন্দর একটা জীবন যাপনের জন্য যা যা দরকার সবই আছে।

সবশেষে দূরত্বের শেষ সীমায় ঈশ্বর-পরিত্যক্ত এক নিঃসঙ্গ ভবন। আটষট্টি বছর এ ভবন পল ব্যবহার করেছেন বিচারসভার জেল হিসেবে। এখনও বিপথগামী ক্লারিসান নানদের জন্য ব্যবহৃত হয়। জলাতঙ্কর কোনো লক্ষণ না থাকার পরও তিরানব্বই দিন এ ভবনের নির্জন এক সেলে বন্দি ছিল মারিয়া।

করিডোরের শেষ মাথায় মারিয়াকে নিয়ে এসেছে এক দারোয়ান। সে রান্নাঘরগামী এক নবিশকে অধ্যক্ষার কাছে তাকে নিয়ে যেতে বলে। শান্ত ও সুবেশী মেয়েটাকে রান্নাঘরের হট্টগোলে নেয়া ঠিক হবে না ভেবে বাগানের বেঞ্চে তাকে বসিয়ে যায় সে। ভাবে পরে নিয়ে যাবে। কিন্তু ফেরার পথে যায় ভুলে। দুজন নবিশ মারিয়ার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার গলার হার ও আঙটিগুলোর দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকায়। জানতে চায় সে কে। মারিয়া নিরুত্তর। স্প্যানিশ জানে কি না তারা জিজ্ঞেস করে, কিন্তু যেন এক মৃতের সঙ্গে কথা বলছে।

'ও বধির।' অল্প বয়স্কা নবিশ বলল।

'অথবা জার্মান।' বলে অন্যজন।

অল্প বয়স্কা এমন ব্যবহার করে যেন ওর বুদ্ধি-জ্ঞান-অনুভূতি কিছু নেই। মারিয়ার ঘাড়ে পেঁচানো বেণিটা খুলে মাপা শুরু করল। মেয়েটা শুনতে পায় না নিশ্চিত হয়ে বলল : 'চার বিঘত।' হঠাৎ বেণি খোলা থামিয়ে ভয়ার্ত চোখে থমকে যায়। পালটা চোখ রাঙিয়ে জিভ বের করে ভেঙচায় মারিয়াকে : 'তোর চোখ দুটা শয়তানের।'

বাঁধা না পেয়ে একটা আঙটি খোলে। অন্য নবিশ গলার হারে হাত দেয়। মারিয়া তখন বিষাক্ত সাপের মতো মাথা পিছিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে তার হাতে কামড় বসায়। রক্ত দেখে দৌড়ে পালায় নবিশ।

মারিয়া জলাধারে যায় পানি খেতে। তখনই শুরু হয় সকাল নটার সংগীত। ভয়ে পানি না খেয়েই বেঞ্চে ফেরে। যখন বোঝে ওটা নানদের গান, আবার পানির যায় কাছে। নিপুণ হাতে পচা পাতার আবরণ সরিয়ে পোকামাকড়ের পরোয়া না করে আজলা ভরে পিপাসা মেটায়। তারপর দোমিঙ্গার শেখানো কায়দায় জন্তু-জানোয়ার বা বাজে লোকদের হাত থেকে বাঁচতে একটা লাঠি হাতে গাছের আড়ালে বসে পেশাব করতে

BanglaBook.org

একটু পর দুজন নিগ্রো দাসী সেখানে হাজির তারা সান্তেরিয়া হারটা চেনে তাই তার সঙ্গে কথা বলে ইওরুবান ভাষায় মারিয়ার আগ্রহী প্রত্যুত্তরও ইওরুবানে সে ওখানে কেন বসে আছে কেউ জানত না। তাই তারা তাকে নিয়ে গেল রান্নাঘরের কোলাহলে। চাকরবাকররা মহাআনন্দে অভ্যর্থনা জানায় তাকে। একজন গোড়ালির গাঁটের ক্ষতটা দেখে জানতে চায় কী হয়েছে 'চাকু দিয়ে খুঁচিয়ে আমার মা এমন করেছে।' তারপর নাম জানতে চাইলে বলে কালোদের দেয়া নামটা : 'মারিয়া মানডিঙ্গা'।

নিজের জগৎটা আবার ফিরে পায় সে হাত-পা ছুড়তে থাকা একটা ছাগল জবাই করতে সহায়তা করে। বের করে ছাগলের চোখ দুটা। বড়দের সঙ্গে রান্নাঘরে আর ছোটদের সঙ্গে উঠানে খেলে দিওবোলো। প্রতিবারই জেতে। ইওরোবান, কঙ্গোলিজ এবং মান্দিঙ্গো ভাষায় গায়। যারা বোঝে না তারাও মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শোনে সে গান। ভয়ানক ঝাল দিয়ে রান্না ছাগলের চোখ তার দুপুরের খাবার।

উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া নীচু মন ও কঠিন মেজাজি হালকা-পাতলা আশ্রম প্রধান মাদার হোসেফা মিরান্দা। তিনি ছাড়া এত দিনে পুরো কনভেন্ট জানে মেয়েটার কথা। ধর্মবিচারসভার ছত্রচ্ছায়ায় বুর্হোসে বড় হয়েছেন। কিন্তু পরিচালনার মেধা আর সংস্কারের কঠোরতা সবসময় তার একান্ত ব্যাপার। যোগ্য দুজন নান তার ভিকার। কিন্তু নিজের কাজ সব সময় নিজে করেন বলে অন্যদের সাহায্য তার দরকার হয় না।

স্থানীয় বিশপদের প্রতি বিদ্বেষ শুরু তার জন্মের প্রায় একশো বছর আগে। অন্যান্য মহান ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের মতো এর শুরুর কারণ ক্লারিসান সিস্টার ও ফ্রান্সিসকান বিশপের মধ্যে আর্থিক ও অধিক্ষেত্র সংক্রান্ত মতবিরোধ। তাকে অনমনীয় দেখে সিভিল সরকারের সহায়তা নেয় নানরা। বিদ্রোহের শুরু এখানেই। একপর্যায়ে যা খুশি তাই করার পর্যায়ে চলে যায় সবকিছু।

অন্যান্য সম্প্রদায়ের মদদে না খাইয়ে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে বিশপ কনভেন্ট অবরোধ করেন। নির্দেশ জারি হয় : পরবর্তী নোটিশ না দেয়া পর্যন্ত শহরে সব রকম ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বন্ধ। বিরোধী দল-উপদলে ভাগ হয় জনগণ। সিভিল ও ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের মোকাবেলায় বিভিন্ন উপদল কোনো না কোনো পক্ষকে সমর্থন দেয়। কিন্তু অবরোধের ছ মাস পরও ক্লারিসানরা জীবিত ও যুদ্ধংদেহী। তারপর আবিষ্কৃত হয়, এক গোপন সুড়ঙ্গপথে তাদের সমর্থনকারীরা খাদ্য ও অন্যান্য রসদ সরবরাহ করছে। এবার নতুন গভর্নরের সাহায্য নিয়ে ফ্রান্সিসকানরা সান্তা ক্লারার জনসাধারণের অগম্য অঞ্চলগুলোতে অভিযান চালিয়ে তাড়ায় নানদের।

BanglaBook.org

দু পক্ষকে শান্ত আর কনভেন্ট পুনর্গঠন করে ক্লারিসানদের পুনর্বাসিত করতে লেগেছিল বিশ বছর। কিন্তু একশো বছর পরও বিদ্বেষে টগবগ করছেন হোসেফা মিরান্দা। নবিশদের মধ্যে ছড়াচ্ছেন শত্রুতার বিষ। এ শত্রুতা হৃদয়ে নয়, ইচ্ছায়। এর সব দায়িত্ব চাপান তিনি বিশপের কাঁধে। সবকিছুই যেন তার সঙ্গে জোড়া। তাই বিশপের নির্দেশে মার্কেস দে কাসালদুয়েরোর প্রেতপাওয়া বারো বছরের মেয়েকে কনভেন্টে নিয়ে আসার সংবাদে তার প্রতিক্রিয়া কী হবে সবাই জানত। তখন অধ্যক্ষার একমাত্র প্রশ্ন : 'এমন মার্কেসের অস্তিত্ব আছে নাকি ?' অনুসন্ধানটা দ্বিগুণ বিষাক্ত। কারণ ব্যাপারটা বিশপের সঙ্গে সম্পর্কিত। আমেরিকান অভিজাতদের বৈধতা সবসময়ই মিরান্দা অস্বীকার করেন। তাদের বলেন 'নর্দমার অভিজাত'।

দুপুরে খাবার সময় মারিয়াকে কনভেন্টে খুঁজে পাওয়া গেল না। এক ভিকারকে দারোয়ান বলেছে, খুব সকালে শোক-পোশাক গায় এক লোক রানির সাজে সাজা সুকেশিনী একটা মেয়েকে রেখে গেছে। কিন্তু তার সম্পর্কে বেশি কিছু সে জানে না। কারণ তখন পাম সানডের আলুর স্যুপ নিয়ে চলছিল ভিখারিদের হুড়াহুড়ি। নিজ বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করতে ভিকারকে সে রঙিন ফিতাঅলা হ্যাটটা দিল। মেয়েটাকে খোঁজার সময় ভিকার হ্যাটটা অধ্যক্ষাকে দেখায়। অধ্যক্ষা হ্যাটের মালিক সম্পর্কে নিশ্চিত। আঙুলের ডগায় উঁচিয়ে ধরে সেটা দেখে : 'বেশ্যার হ্যাট পরা ছোট্ট খাঁটি মার্কেসে। শয়তানই জানে কোথায় কী করছে।'

সেদিন সকাল নটায় বাগান দিয়ে লকিউটারিতে যাচ্ছিলেন সিরান্দা। পানির পাইপ মেরামতের খবর নিতে রাজমিস্ত্রিদের সঙ্গে কিছু সময় কাটে। কিন্তু পাথরের বেঞ্চে বসা মেয়েটা তার নজরে পড়েনি। যে নানরা বাগানের এদিক-ওদিক করছিল তারাও দেখেনি তাকে। যে নবিশ দুজন আংটি খুলে নিয়েছিল তারা কিরা কেটে বলল, নটার গান শেষে বেঞ্চের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের চোখেও পড়েনি সে।

ভাতঘুম থেকে মাত্র জেগে মাদার হোসেফা সিরান্দা সুরলা কণ্ঠের গান শুনতে পান। পুরো কনভেন্ট সে গানে বুদ। বিছানার পাশে ঝোলানো রশি টেনে ঘণ্টি বাজান। আধো-অন্ধকার ঘরে এক নবিশ হাজির। অত সুন্দর করে কে গাইছে জিজ্ঞেস করেন।

'সেই মেয়েটা।' নবিশ বলে।

তখনো আধো ঘুমে মাদারের বিড়বিড় : 'কী সুন্দর কণ্ঠ !' তারপর লাফিয়ে ওঠে বললেন : 'কোন মেয়েটা ?'

'জানি না। সকাল থেকেই পেছনের উঠানে ঝড় বইয়ে দিচ্ছে সে।'

'পবিত্র যিশুর দোহাই !' চিৎকার করে উঠলেন তিনি

বিছানা থেকে নামলেন লাফিয়ে কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে হাজির হলেন ক্রীতদাসদের এলাকায় চারপাশে বিমোহিত দাসী ; মেঝেতে দীর্ঘ এলোচুল ছড়িয়ে টুলে বসে গাইছে মারিয়া তাকে দেখে গান থামায় গলায় ঝুলানো ক্রুশ উঁচিয়ে চিৎকার হোসেফার : 'হে পবিত্র মেরি !'

'নিষ্পাপ জননী !' বাকি সবাই যোগ করে

মাদার ক্রুশটা এমনভাবে ঘোরান যেন মারিয়ার বিরুদ্ধে সেটা এক অস্ত্র : 'হট যা ' মেয়েটাকে নিঃসঙ্গ করে দাসীরা পিছু হটে। সেদিকে আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকে মারিয়া।

'শয়তানের ডিম !' মাদার চেঁচান : 'আমাদের ধোঁকা দেয়ার জন্য অদৃশ্য হয়েছিলি !'

কিন্তু মারিয়া নির্বাক। এক নবিশ হাত ধরে তাকে অন্যদিকে নেয়ার চেষ্টা করলে সন্ত্রস্ত সিরান্দা তাকে থামিয়ে দিলেন : 'ওকে ছুঁয়ো না। কেউ ছোঁবে না ওকে।'

শেষে হাত-পা ছোড়াছুড়ি আর কুকুরের মতো বাতাসে কামড়াতে থাকা অবস্থায় জোর করে তাকে জেল ভবনের সুদূর এক সেলে নিয়ে যায় তারা। যেতে যেতে টের পায় কাপড়ে পায়খানা করেছে সে। আস্তাবলে নিয়ে বালতির পর বালতি পানি ঢেলে পরিষ্কার করে।

'শহরে অসংখ্য কনভেন্ট অথচ মহান বিশপ আমাদের পাঠাচ্ছেন গু।' প্রতিবাদী কণ্ঠ সিরান্দা। উঁচু ছাদের কারুকাজময় সিলিঙে উইপোকা চলাচলের চিহ্ন। অমসৃণ দেয়ালের সেলটা বেশ বড়। দরজার ওপর মেশিনে কাটা মোটা কাঠের ফ্রেম। লোহার গ্রিলের লম্বা জানালা। সাগরমুখী দেয়ালের উঁচু জানালায় কাঠের গ্রিল। মোটা কাপড়ের খোলসে খড়কুটা ভরে তৈরি জাজিম। সেটা বিছিয়ে কংক্রিটের উঁচু প্লাটফর্মে বিছানা। তাও বহু ব্যবহারে মলিন। দেয়ালের পেরেকে ঝোলানো ক্রুশবিদ্ধ যিশুর নিচে মেঝেতে গাঁথা পাথরের বেঞ্চ। কাজ করার টেবিল। এ টেবিলই আবার বেদি ও বেসিনের স্ট্যান্ড হিসেবে কাজ করে। চুলের ডগা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত জবজবে ভেজা, ভয়ে কাঁপছে মারিয়া। প্রেত তাড়ানো লড়াইয়ে হাজার বছরের প্রশিক্ষণ পাওয়া এক ওয়ার্ডারের হাতে তুলে দেয়া হলো তাকে।

বিছানায় বসে দরজার লোহার গ্রিলের দিকে তাকিয়েছিল মারিয়া। বিকেল পাঁচটায় চাকরানী খাবার ট্রে নিয়ে এল। তখনো এ অবস্থায়ই তাকে দেখতে পায় সে। একদম অনড়। চাকরানী হারটা খুলে নেয়ার চেষ্টা করলে তার কব্জি এত জোরে চেপে ধরে যে, সে নিরস্ত হয়। সে রাত থেকেই কনভেন্টের কার্যক্রম রেকর্ড শুরু। সেখানে চাকরানীর বর্ণনা : অতিপ্রাকৃত কোনো শক্তি তাকে ছুড়ে ফেলেছে

BanglaBook.org

দরজা বন্ধ করে শেকল লাগানো হলো। তালায় দুবার চাবি ঘোরানোর শব্দ। মেয়েটা তখনো অনড়। খাবারের দিকে তাকায় : শুকনো মাংসের কটা টুকরা, একটা আলুর রুটি আর এক কাপ চকলেট। রুটির একটা টুকরা চিবায়। তারপর মুখ থেকে সেটা উগড়ে দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। সমুদ্রের হাঁসফাঁসানি শোনে। বর্ষায় ভারি হয়ে আসা বাতাস আর মৌসুমের প্রথম বজ্রপাতের সময় এখন। পরদিন ভোরে আবার নাশতা নিয়ে আসে কাজের মেয়ে। দেখে দাঁত-নখ দিয়ে ছেঁড়া জাজিমের খড়কুটোর মধ্যে বেঘোরে ঘুমুচ্ছে সে।

এখনও যারা সন্ন্যাসের শপথ করেনি তাদের জন্য নির্ধারিত ঘরে দুপুরের খাবার সময় নিজেকে নিয়ে যেতে দিল সে। গম্বুজঅলা উঁচু ছাদ ও বড় বড় জানালাসহ বড় একটা ঘর। জানলা দিয়ে সমুদ্রের উজ্জ্বল আলো হামলে পড়েছে সে ঘরে। পাহাড়ের পাদদেশে ঢেউয়ের উচ্ছ্বাসটাও খুব কাছের মনে হয়। লম্বা টেবিলের দুটা সারির দুদিক ঘিরে বসেছে অল্পবয়সী নবিশরা। পরনে সার্জের ধর্মীয় পোশাক। মাথা ন্যাড়া। সবাই হাসিখুশি। সরল। ছাউনিতে পাওয়া রেশন একই টেবিলে বসে খাওয়ার উত্তেজনাটাও টের পাওয়া যাচ্ছে। দু অমনোযোগী ওয়ার্ডারের মধ্যিখানে মূল দরজার কাছে বসেছিল মারিয়া। খেল না বলতে গেলে কিছুই। গায় তার নবিশদের গাউন। পায় তখনো ভেজা স্লিপার। খাওয়ার সময় কেউই তার দিকে তাকায়নি। কিন্তু খাওয়া শেষে জনকয় নবিশ ঘিরে ধরে তার গলার হারের প্রশংসা করে। একজন নিয়ে নিতে চায়। ক্ষিপ্ত হয় মারিয়া। শান্ত করতে আসা ওয়ার্ডারদের ধাক্কা মেরে লাফ দিয়ে টেবিলে চড়ে সে। যেন সত্যিই পিশাচ ধরেছে। শুরু করে চিৎকার। টেবিলের এমাথা ওমাথা দৌড়ে সব তছনছ। পথে যা পড়ল গুঁড়িয়ে দিল। তারপর জানলা দিয়ে লাফিয়ে লনের কুঞ্জ করল ওলটপালট। ভাঙল মৌচাক, আস্তাবল আর খোঁয়াড়ের বেড়া। ভীত গবাদি পশুর ডাকাডাকি চারদিকে। অসূর্যম্পশ্যা নানদের ঘুমানোর জায়গা পর্যন্ত পৌঁছে হুমড়ি খেল সে।

এবার যা ঘটে সব কিছুর দোষ মারিয়ার কুপ্রভাবের ওপর। বেশ কজন নবিশ কার্যবিবরণীতে সাক্ষ্য দিল, অদ্ভুত গুনগুন শব্দ করা স্বচ্ছ পাখায় ভর করে সে ওড়ে। গবাদি পশুগুলো ধরতে, মৌমাছিগুলোকে আবার মৌচাকে ফিরিয়ে আনতে আর বাড়িটাকে গোছগাছ করতে এক দঙ্গল ক্রীতদাস আর দু দিন সময় লাগল। গুজব : শুয়োরগুলো বিষাক্ত হয়েছে, পানি পানে ভবিষ্যদ্দর্শী হওয়া যায়, ভীত মুরগিগুলোর একটা উড়াল দিয়ে ছাদ পেরিয়ে সমুদ্রের দিগন্তে অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিন্তু ক্লারিসানদের এ ভয় অবান্তর। কারণ, অধ্যক্ষার ক্রোধ আর সবার ভীতির পরও মারিয়ার সেলটাই সব কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু।

BanglaBook.org

সন্ধ্যা সাতটার প্রার্থনা থেকে সকাল ছটার প্রার্থনা-সংগীত ও ম্যাস পর্যন্ত আশ্রমে কার্ফু। অনুমতি পাওয়া গুটিকয় ঘর ছাড়া বাকি সব আলো নেভানো। তবু আগে কখনও কনভেন্ট জীবনটা এত উদ্বেল ও স্বাধীন ছিল না। করিডোরে ছায়ার আনাগোনা। থেমে থেমে ফিসফিসানি। তাড়াহুড়াটা মাঝে মধ্যে হয় নিয়ন্ত্রণ। স্প্যানিশ তাস বা পাশা দিয়ে ভাবা যায় না এমন সব ঘরে চলছে জুয়া, চুপচাপ মদ্যপান। হোসেফা মিরান্দা আশ্রমে নিষিদ্ধ করার পরও গোপনে শলা পাকিয়ে চলছে ধূমপান। কনভেন্টের চার দেয়ালের মধ্যে পিশাচ পাওয়া একটা মেয়ে আছে ; এ ব্যাপারটার মধ্যেই এক অসাধারণ অভিযানের সমস্ত উত্তেজনা।

এমনকি সবচে' কট্টরপন্থী নানরাও কার্ফুর পর আশ্রম থেকে বেরিয়ে দু-তিন জনের দল বেঁধে মারিয়ার সঙ্গে কথা বলতে আসে। কাউকে কাছে পেলেই মারিয়া খামচে দিত। কিন্তু শিগগিরই সবার ব্যক্তিত্ব ও প্রতি রাতের মানসিক অবস্থা অনুসারে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সে। প্রায়ই অনুরোধ আসে, শয়তানের সঙ্গে মধ্যস্থতা করে অসম্ভব সব সুবিধা আদায় করে দেয়ার। মৃত্যু বা শিরশ্ছেদ হওয়াদের কণ্ঠ অনুকরণ করে, শয়তান ছানার স্বর নকল করে কথা বলে মারিয়া। এ চাতুরি অনেকেই বিশ্বাস করত। কার্যবিবরণীতে সত্য বলে লেখা হতো। ছদ্মবেশী একদল নান এক দুর্যোগের রাতে মারিয়ার সেলে আক্রমণ চালায়। মুখ, হাত-পা বেঁধে গলার হার খুলে নিয়ে যায়। কিন্তু এটা ছিল খুব ক্ষণস্থায়ী বিজয়। দ্রুত পালানোর সময় তাদের নেতা অন্ধকার সিঁড়িতে আছড়ে পড়ে মাথার খুলি ভাঙে। চুরি করা হার মালিককে ফেরত না দেয়া পর্যন্ত সে দলের কেউ এক মুহূর্তের জন্যও শান্তি পায়নি। এরপর তার ঘরে রাতে আর কেউ জ্বালাতন করতে আসেনি।

মার্কেস দে কাসালদুয়েরোর জন্য এ দিনগুলো শোকপালনের। মেয়েটাকে অন্তরীণ করার পরপরই আসে অনুশোচনা। আজীবনের জন্য বিষণ্নতাগ্রস্ত হলেন তিনি। উদভ্রান্তের মতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা কনভেন্টের চারদিকে ঘোরেন। ভাবেন অসংখ্য জানলার কোনটায় বসে মেয়ে তার কথা ভাবছে। বাড়ি ফিরে দেখেন, উঠানে বেরনাদা সন্ধ্যার মৃদু বাতাস উপভোগ করছেন। মারিয়ার কথা হয়ত জিজ্ঞেস করবে, আশঙ্কায় কেঁপে উঠলেন। কিন্তু তার দিকে বেরনাদা ফিরেও তাকালেন না।

ম্যাস্টিফ কুকুরগুলো খাঁচা থেকে ছেড়ে দিলেন। চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে পড়ার ইচ্ছায় শোওয়ার ঘরে হ্যামকের ওপর লুটিয়ে পড়লেন তিনি। কিন্তু ঘুম এল না। মৌসুমি বায়ু পড়ে গেছে। রাতে শরীর ঝলসানো গরম। ঝাঁক ঝাঁক রক্তখেকো মশার সঙ্গে গরমে অস্থির হাজারো রকমের পোকা এল জলাভূমি থেকে। এদের হাত থেকে বাঁচতে শোওয়ার ঘরে ঘুঁটি পোড়াতে হলো। প্রাণ হলো অসাড়

BanglaBook.org

বছরের এ সময়টায় উদগ্রীব হয়ে বৃষ্টির প্রতীক্ষা করে সবাই এ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আর ছ মাস পর বছরব্যাপী নির্মেঘ আবহাওয়াটার প্রতীক্ষাও করতে হবে সবাইকে

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে মার্কেস আবরেনুনসিওর বাড়ি গেলেন বসার আগেই দুঃখ ভাগ করার স্বস্তিটা আগাম অনুভব করলেন তিনি। ভূমিকা বাদ দিয়ে সরাসরি এলেন মূলপ্রসঙ্গে : 'মেয়েটাকে আমি সান্তা ক্লারায় রেখে এসেছি '

আবরেনুনসিও বুঝলেন না। এ বিভ্রান্তির সুযোগে পরবর্তী আঘাতটা হানলেন : 'প্রেত ছাড়ানো হবে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডাক্তার। শান্ত মেজাজে বললেন : 'খুলে বলুন।'

তারপর মার্কেস বিশপের কাছে যাওয়া, উপাসনা করার ইচ্ছা, অন্ধ এ সিদ্ধান্ত আর নির্ঘুম রাতের কথা বললেন। এ যেন নিজের জন্য কিছু গোপন না করে সবকিছু উগড়ে দেয়া প্রাচীনধর্মী এক খ্রিষ্টানের স্বীকারোক্তি। উপসংহার টানলেন : 'আমার ধারণা এটাই ঈশ্বরের হুকুম।'

'মানে, আপনি আবার ধর্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছেন।'

'ধর্মবিশ্বাস কখনো পুরোপুরি যায় না। একটু সন্দেহ চিরকালই থাকে।'

আবরেনুনসিও বুঝলেন। তিনি সবসময় ভাবতেন, ধর্মবিশ্বাস হারালে যেখানে বিশ্বাসটা ছিল সেখানে স্থায়ী একটা ক্ষত হয়। ভোলাটা তখন অসম্ভব। কিন্তু তিনি ভাবতেই পারছিলেন না, কীভাবে মানুষ নিজের সন্তানকে পিশাচ তাড়ানোর মতো ভয়ানক শাস্তির মুখে ঠেলে দেয় : 'এর সঙ্গে কালোদের ডাকিনীবিদ্যার কোনো পার্থক্য নেই। এটা আরো খারাপ। কালোরা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে মুরগি বলি দেয়। অথচ ধর্মবিচারসভা নিরীহদের শাস্তির যন্ত্রে গুঁড়িয়ে বা খুঁটিতে বেঁধে পুড়িয়ে মেরেই সুখী।'

বিশপের সঙ্গে মার্কেসের সাক্ষাতের সময় মনসিনিওর কায়তানো দেলওরার উপস্থিতি হয়ত অশুভ আলামত। কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই বললেন আবরেনুনসিও : 'সে একটা ঘাতক।' তারপর প্রাচীন আমলে মানসিক রোগীদের ভূতে ধরা বা ধর্মদ্রোহিতার নাম করে মেরে ফেলার পাণ্ডিত্যপূর্ণ এক তালিকা দিতে ব্যস্ত হলেন : 'আমার মনে হয় ওকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলার চেয়ে মেরে ফেলা অনেক বেশি খ্রিষ্টানসুলভ হতো।'

মার্কেস ক্রুশ আঁকলেন। থরথর করে কাঁপছেন। শোকের পোশাকে ছায়ার মতো তার গায়ের দিকে তাকালেন আবরেনুনসিও। আজন্ম যেমন দেখেছেন তেমনি অনিশ্চয়তার জোনাকগুলো দেখলেন তিনি : 'ওকে বাড়ি নিয়ে আসুন।'

'আজীবন-অন্তরীণদের ভবনের দিকে ওকে হেঁটে যেতে দেখা অবধি তাই চেয়েছি কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধিতা করার শক্তি আমার নেই '

BanglaBook.org

'অনুভব করুন দেখবেন শক্তিটা আছে ঈশ্বর আপনাকে হয়ত কোনো দিন ধন্যবাদ বলবেন '

সে রাতেই বিশপ-দর্শনের আবেদন করলেন মার্কেস বাচ্চাদের মতো হাতের লেখায়, যৌগিক বাক্যে চিঠিটা লিখলেন। সঠিক গন্তব্যে পৌঁছানো নিশ্চিত করতে নিজে গিয়ে সেটা পোর্টারের হাতে দিয়ে এলেন

...

সোমবার বিশপকে জানানো হলো মারিয়ার প্রেত-ছাড়ানোর প্রস্তুতি শেষ। হলুদ বেলফুল ছাওয়া উঁচু বারান্দায় বসে মাত্র বিকেলের খাবার শেষ করেছেন। সুতরাং সংবাদটা গুরুত্বহীন তিনি খান কম, কিন্তু খান এত বিচক্ষণতায় যে, এ পর্ব শেষ হতে সময় লাগে মোটামুটি ঘণ্টা তিনেক। তার উলটো দিকে বসে দেলাওরা মাপা গলায় ও নাটকীয় কায়দায় জোরে জোরে কিছু একটা পড়ছে। নিজের বিচার-বুদ্ধি ও রুচির ওপর ভিত্তি করে যেসব ব্যাপার সে বাছাই করেছে তার সঙ্গে এ দুটা ব্যাপারেরই মিল আছে।

পুরনো প্রাসাদটা বিশপের জন্য বেশ বড়। অভ্যর্থনা কক্ষ, শোওয়ার ঘর আর যেখানে ভাতঘুমটা সারেন ও বর্ষা না আসা পর্যন্ত খাবার খান সে খোলা উঁচু আঙ্গিনাই তার জন্য যথেষ্ট। উলটা দিকের অংশে দাপ্তরিক পাঠাগার। দেলাওরার দক্ষ হাতে স্থাপিত, ঋদ্ধ ও পালিত। এবং দাপটের সময় দ্বীপপুঞ্জের শ্রেষ্ঠ পাঠাগার হিসেবে বিবেচিত। ভবনটার বাকি অংশে গত দু শতাব্দীর জমে থাকা আবর্জনায় ঠাঁসা এগারোটা তালা মারা ঘর।

পরিবেশনকারী নান ছাড়া খাবার সময় বিশপের ঘরে একমাত্র প্রবেশাধিকার দেলাওরার। কিন্তু কিছু লোকের ভাষ্য, ব্যাপারটা ব্যক্তিগত অবস্থানের জন্য নয়, বরং পাঠক হিসেবে ভূমিকার কারণে। তার নির্দিষ্ট কোনো অফিস নেই। নেই গ্রন্থাগারিক ছাড়া অন্য উপাধি। কিন্তু বিশপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের জন্য তাকে ভিকার হিসেবেই গণ্য করা হয়। তাকে ছাড়া বিশপের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কল্পনাতীত ব্যাপার। এ প্রাসাদ থেকে ভেতর দিয়ে যাওয়া যায় এমন এক বাড়ির একটা ঘরে তার বাস। বিশপ-দপ্তরের কর্মকর্তা ও ঘরের কাজ করা আধ-ডজন নানের আবাসিক ও দাপ্তরিক সংস্থানও সে বাড়ি। দেলাওরার আসল বাড়ি অবশ্য লাইব্রেরিটা। এখানে কাজ ও পড়াশোনায় রোজ চৌদ্দ ঘণ্টা কাটে তার। ঘুমানোর জন্য আছে একটা ক্যাম্প খাটও।

ঐতিহাসিক এ বিকেলের অবাক কাণ্ডটা, পড়ার সময় দেলাওরা বারকয় থতমত খায়। তার চেয়েও অস্বাভাবিক, একটা পৃষ্ঠা বাদ দিয়েই পড়ছিল সে। পৃষ্ঠাটা না উলটানো পর্যন্ত বিশপ ক্ষুদে চশমাটার আড়াল থেকে খুঁটিয়ে দেখলেন তাকে। তারপর বেশ খুশি হয়েই বাধা দিলেন : 'কী ভাবছ ?'

BanglaBook.org

দেলাওরা হকচকিয়ে যায় : 'খুব গরম পড়বে নিশ্চয়ই কেন ?'

বিশপ তার চোখের দিকে তাকিয়েই থাকলেন : 'ব্যাপারটা গরমের চেয়ে বেশি কিছু বলে আমার বিশ্বাস।' একই ভঙ্গিতে আবার বললেন : 'কী ভাবছ ?'

'মেয়েটার কথা।'

খুব নির্দিষ্ট করে বলল। কারণ মার্কেস চলে যাওয়ার পর তাদের পৃথিবীতে আর কোনো মেয়ের আগমন ঘটেনি। দীর্ঘ দিন সে মেয়ের কথাই বলাবলি করেছে তারা ভূতগ্রস্ততার ইতিহাস, যে সন্তরা ভূত ছাড়িয়েছেন তাঁদের নির্ঘণ্ট একসঙ্গে বসে আলোচনা করেছে। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে দেলাওরা : 'তাকে আমি স্বপ্নে দেখেছি।'

'যাকে চোখে দেখনি তাকে স্বপ্নে দেখলে কী করে ?'

'রানির পোশাকের মতো মেঝেতে গড়ায় যার চুল, সেই বারো বছরের আমেরিকান মার্কেসে। অন্য কেউ হতেই পারে না।'

বিশপ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বা আত্মনিগৃহীত লোক না। তার রাজত্ব সারা পৃথিবী। সুতরাং বিশ্বাস করলেন না। শুধু মাথা নেড়ে খেতে লাগলেন। সতর্ক হয়ে আবার পড়া শুরু করে দেলাওরা। খাওয়া শেষে বিশপকে আরাম কেদারায় বসতে সাহায্য করে। বসে নিজেকে ঠিকঠাক গুছিয়ে বিশপ বললেন : 'এবার স্বপ্নের ছিপিটা খোল।'

ব্যাপারটা খুব সহজ। দেলাওরা স্বপ্ন দেখে, বরফঢাকা সুদূর এক মাঠ দেখা যায় এমন এক জানালার পাশে বসে আছে মারিয়া। কোচরে রাখা থোকা থেকে আঙুর খাচ্ছে। যে আঙুরটা ছিঁড়ে নিচ্ছে সেখানেই সেটা আবার জন্মাচ্ছে। স্বপ্নে স্পষ্ট : সে জানালায় বসে বহু বছর সেই থোকা শেষ করার চেষ্টা করেছে মেয়েটা। কোনো তাড়া নেই। কারণ সে জানে শেষ আঙুরটার মধ্যেই তার মৃত্যু।

'সবচে' অদ্ভুত অংশ।' উপসংহার টানে দেলাওরা : 'যে জানালা দিয়ে মেয়েটা মাঠের দিকে তাকিয়েছিল সেটা সালামানকার শীতকালীন সেই জানালা, যেখানে টানা তিনদিন তুষারপাত হয়েছিল। বরফে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা পড়েছিল ভেড়াগুলো।'

বিশপ নড়েচড়ে বসলেন। দেলাওরাকে তিনি বোঝেন, খুব ভালোও বাসেন, তাই তার স্বপ্ন-ধাঁধাটা অবহেলা করলেন না। মেধা ও মততার জোরেই সে বিশপের আমলাতন্ত্র আর ব্যক্তিগত স্নেহের জগতে স্থান পেয়েছে। এবার শেষ বিকেলের তিন মিনিটের ভাতঘুমটা সেরে নিতে বিশপ চোখ বুজলেন।

সান্ধ্য উপাসনার আগে তারা একই টেবিলে বসে খাবার খেলেন। চেয়ারে নড়েচড়ে বসে বিশপ যখন সিদ্ধান্তটা নিলেন দেলাওরা তখনো খাচ্ছে : 'এ দায়িত্বটা তুমিই নাও।'

BanglaBook.org

চোখ না খুলেই কথা বললেন তিনি সিংহতুল্য নাসিকা গর্জন ছাড়লেন দেলাওরা খাবার শেষে ফুলে ছাওয়া লতাপাতার শামিয়ানাটার নিচে তার চিরাচরিত হাতলঅলা চেয়ারটায় বসে চোখ খুললেন বিশপ : 'আমার কথার উত্তর দাওনি।'

'ভাবলাম আপনি হয়ত ঘুমের ঘোরে বলছেন।'

'এখন জেগে বলছি। মেয়েটার দায়িত্ব আমি তোমাকেই দিতে চাই।'

'আমার জীবনের সবচে' অদ্ভুত ঘটনা।'

'অস্বীকৃতি জানাচ্ছ ?'

'আমি পিশাচ তাড়ানো গুণিন নই, ফাদার সে বিষয়ের শিক্ষা, চরিত্রবল বা জ্ঞান কোনোটাই আমার নেই। আর আমরা তো জানি, ঈশ্বর আমাকে ভিন্ন পথে ইশারা করছেন।'

ব্যাপারটা সত্যি। বিশপের নেয়া কিছু ব্যবস্থার জন্য ভ্যাটিকান পাঠাগারের সেফারডিক পুস্তক সংগ্রহের পরিচালক পদে তিন প্রার্থীর অন্যতম সে। কিন্তু বিষয়টা এই প্রথম আলোচিত হলো। যদিও দুজনই এটা জানেন।

'এজন্যই কাজটা তোমার করা উচিত। এ মেয়ের ব্যাপারে একটা সঠিক সিদ্ধান্তে আসার প্ররণাই হয়ত আমাদের দরকার।'

মেয়েদের ব্যাপারে তার নিজের আনাড়িপনা সম্পর্কে দেলাওরা সচেতন। তার মনে হয়, নানান বাস্তব সমস্যার মধ্যে নির্বিঘ্নে নিজেদের কাজকর্ম করার এক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে মেয়েদের। তাই মারিয়ার মতো অসহায় একটা মেয়ের মুখোমুখি হওয়ার কথা ভেবেই তার হাতের তালুর ঘাম বরফ : 'না সিনর, সে যোগ্যতা আমার নেই।'

'অবশ্যই আছে। অনেকেরই নেই এমন যোগ্যতাও তোমার মধ্যে যথেষ্ট।'

বাণীটা মহান। পূর্ণ করা ছাড়া উপায় নেই। বিশপ তখনই দায়িত্ব নিতে তাড়া দিলেন না। সেদিন শুরু হওয়া ইস্টারের পুণ্য সপ্তাহের আত্মশুদ্ধির সময় পর্যন্ত চিন্তা করার সময় দিলেন তাকে : 'মেয়েটার কাছে যাও। বিষয়টা বুঝে আমাকে জানাও।'

এভাবেই কায়েতানো আলসিনো দেল এসপিরিতু সানতো দেলাওরা ই এসকুদেরোর মারিয়ার জীবনে এবং নগরীর ইতিহাসে প্রবেশ। বিশপ সালামানকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্বের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। দেলাওরা তখন তার ছাত্র। উচ্চতর অর্নাস নিয়ে সেখান থেকে গ্রাজুয়েট। দৃঢ় প্রত্যয় : গার্সিলাসো দে লা ভেগার সরাসরি বংশধর তার বাবা। দে লা ভেগাকে সে প্রায় ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে শ্রদ্ধা করে। এ কথা বলেও নিঃসংকোচে। তার মা মমপক্স প্রদেশের সান মারতিন দে লোবার মেয়ে বাবা-মার সঙ্গে স্পেনে ছিল অভিবাসী। গ্রানাদার নতুন রাজ্যে

BanglaBook.org

পৌঁছে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া নস্টালজিয়াটা বুঝে না ওঠা পর্যন্ত দেলাওরা বিশ্বাস করেনি মার সঙ্গে তার কোনো মিল আছে

সালামানকায় দেলাওরার সঙ্গে প্রথম আলাপের দিন থেকেই বিশপ দে কাসেরেস ই ভিরতুদেস বুঝেছেন, তার সময়ের খ্রিষ্টত্ব সমীহ করে যে কজন পুরুষকে তাদেরই একজন তার সামনে উপস্থিত বরফ জমা ফেব্রুয়ারির এক সকাল জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, বরফ ঢাকা মাঠ আর অনেক দূরে নদীর তীর ঘেঁষে পপলারসারি। এ তরুণ ধর্মতত্ত্ববিদের বাকি জীবনে যে স্বপ্নটা ঘুরেফিরে আসবে তার মূল কাঠামোও শীতার্ত এক ভূ-প্রাকৃতিক দৃশ্য

পড়াশোনা নিয়ে আলোচনা হলো। কিন্তু বিশপ বিশ্বাস করলেন না এ বয়সে দেলাওরার এত পড়াশোনা আছে। বিশপের সঙ্গে গার্সিলাসোকে নিয়ে কথা বলল সে। গুরু স্বীকার করলেন, তাকে ভালো করে জানেন না কিন্তু এ নাস্তিক কবি সমস্ত কর্মের মধ্যে ঈশ্বরের কথা দুবারের বেশি লেখেননি। তাই তার কথা মনে করতে পারলেন।

'আরো বেশি করেছেন।' বলে দেলাওরা : 'কিন্তু রেনেসাঁসকালীন খুব ভালো ক্যাথলিকদের মধ্যেও এটা স্বাভাবিক।'

দেলাওরা যেদিন শপথ নিল সেদিনই গুরুর প্রস্তাব, মাত্র নিয়োগ পাওয়া ইউকাতান নামের অচেনা এক রাজ্যে দেলাওরা তার সঙ্গী হোক। বইয়ের মধ্যদিয়েই জীবনের সঙ্গে পরিচয় দেলাওরার। সেজন্য মায়ের বিশাল জগৎটাকে মনে হতো এক স্বপ্ন। যে স্বপ্ন কোনো দিনই তার নিজের হওয়ার নয়। জমে শক্ত হওয়া ভেড়াগুলো যখন বরফ খুঁড়ে বের করা হচ্ছিল তখন তীব্র গরম। পশু-পাখির মৃতদেহের গন্ধ, বাষ্প ওঠা জলাভূমি এসব কল্পনা করতেই কষ্ট হচ্ছিল তার। আফ্রিকান যুদ্ধে অংশ নেয়া বিশপের কাছে এসব অনুমান করা খুব সহজ।

'শুনেছি পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আমাদের পাদ্রিরা আনন্দে উন্মাদ হয়ে যান।' দেলাওরা বলল।

'কেউ কেউ গলায় দড়িও দেন। পায়ুকাম, পৌত্তলিকতা আর নরমাংসভক্ষণে আক্রান্ত এ রাজ্য।' পক্ষপাতিত্ব না করেই যোগ করলেন বিশপ : 'যেন মুরদের দেশ।'

কিন্তু তার মনে হলো সেসবই সবচে' বড় আকর্ষণ। মরুভূমিতে ধর্মপ্রচারকের যে যোগ্যতা খ্রিষ্টীয় সভ্যতার উপহার, সে যোগ্যতাসম্পন্ন যোদ্ধারও তো প্রয়োজন আছে। ছত্রিশ বছর বয়সী দেলাওরার বিশ্বাস, যে পুণ্যাত্মার প্রতি তার আত্মোৎসর্গ সে আত্মার ডানহাতি পথ ইতিমধ্যেই তার জন্য নির্ধারিত : 'সারা জীবন প্রধান গ্রন্থাগারিক হওয়ার স্বপ্ন দেখেছি শুধু এ কাজের যোগ্যতাই আমার আছে।'

এ স্বপ্ন সত্যি করতে তলেদোতে এমন একটা চাকরির জন্যই পরীক্ষায় দিয়েছে সে নিশ্চিত ছিল নিয়োগ পাবে কিন্তু গুরু নাছোড়বান্দা : 'ইউকাতানে গ্রন্থাগারিক হওয়া তলেদোতে শহীদ হওয়ার চেয়ে সহজ '

বিনয়টিনয়ের ধার না ধেরে উত্তর দেয় দেলাওরা : 'আমি সন্ত হব না, ফেরেশতা হব '

গুরুর প্রস্তাব নিয়ে যখন সে ভাবছে তখন তলেদোর পদটিতে নিয়োগ হলো তার কিন্তু ইউকাতানকেই বেছে নিল সে। দেলাওরা ও বিশপ সেখানে কখনো যাননি সত্তর দিনের সামুদ্রিক ঝড়ের পর উইন্ডওয়ার্ড প্যাসেজে জাহাজডুবি হলো। ঝড় বিধ্বস্ত আরেকটি নৌ-বহর তাদের উদ্ধার করে। তারপর দারিয়েনের সান্তা মারিয়া লা আন্তিগুয়ায় অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে চলে যায়। এ দ্বীপগুলোর নামসর্বস্ব বিশপের হঠাৎ মৃত্যুতে সে পদটা খালি। দে কাসেরেসকে অন্তর্বর্তীকালীন বিশপ নিয়োগ না করা পর্যন্ত এক বছরেরও বেশি গ্যালিয়ন জাহাজ বহরে চিঠি আসবে এ আশায় দিন গুনেছে তারা। নতুন গন্তব্যে নিয়ে চলা ছোট্ট জাহাজটায় বসে সে উরাবার বিশাল জঙ্গল দেখতে পায়। তখন তলেদোর শোকাচ্ছন্ন শীতকালটা তার মাকে কত স্মৃতিকাতর করেছে তা অনুমান করে দেলাওরা। মায়াময় গোধূলি, দুঃস্বপ্নের পাখি, জঙ্গলে ঢাকা জলাভূমির পচন ; মনে হয় এসব যেন না কাটানো এক জীবনের সযত্ন-লালিত স্মৃতি : 'পুণ্যাত্মাই পারেন সবকিছু এত সুন্দর করে সাজিয়ে আমাকে মায়ের দেশে নিয়ে আসতে।'

বারো বছর পর বিশপ ইউকাতানের স্বপ্নটা ত্যাগ করেছিলেন। তিয়াত্তর বছরের দীর্ঘ জীবন তার। হাঁপানিতে প্রায় মারা যাচ্ছেন। জানতেন আর কোনো দিন সালামানকায় বরফ পড়া দেখবেন না। মারিয়া যখন কনভেন্টে, ততদিনে শিষ্যের জন্য রোমের রাস্তা মসৃণ করে তিনি অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

...

পরদিন সান্তা ক্লারা কনভেন্টে এল দেলাওরা। ভয়ানক গরম। তবু পিশাচ তাড়ানো যুদ্ধের প্রথম অস্ত্র হিসেবে তার সঙ্গে এক শিশি সাংস্কারিক তেল এক বোতল পবিত্র পানি। গায় কাঁচা পশমের ধর্মীয় পোশাক। অধ্যক্ষার সঙ্গে তার জানাশোনা নেই। কিন্তু তার বুদ্ধিমত্তা ও ক্ষমতার কথা অচলায়তনের নীরবতা ভেদ করে এখানেও পৌঁছেছে। সকাল ছটায় লকিউটারিতে অভ্যর্থনা জানানোর সময় অধ্যক্ষা তার যুবকোচিত হাবভাব, মুখমণ্ডলের বিবর্ণতা ও কণ্ঠস্বর শুনে চমকে ওঠলেন। কিন্তু দেলাওরা বিশপের খাস লোক, তার এত গুণ থাকার পরও সিরান্দা সে কথাটা ভুললেন না। দেলাওরা শুধু খেয়াল করল মোরগের হট্টগোলটা।

'ছটা মাত্র মোরগ-মুরগি, গোলমাল করে একশোটার সমান। তার ওপর একটা শুয়োর কথা বলছে এক ছাগীর বাচ্চা হয়েছে তিনটা ' আগ্রহের সঙ্গে

যোগ করলেন মাদার : 'আপনার বিশপের পাঠানো ওই বিষাক্ত উপহারটা পাওয়ার পর এসবই ঘটছে এখানে।'

বাগানে এখন প্রচুর ফুল। ব্যাপারটা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম বিরোধী। একেও বিপদসঙ্কেত মনে করছেন তিনি। বাগানে হাঁটতে হাঁটতে দেলাওরাকে অসাধারণ রং-আকৃতির অসহ্য ঘ্রাণঅলা ফুটে থাকা কিছু ফুল দেখালেন। যেন সবকিছুতেই অতিপ্রাকৃত কিছু একটা আছে। প্রতিটা শব্দের সঙ্গে দেলাওরা অনুভব করে, মাদার তার চেয়ে বেশি শক্তিশালী। এবার দ্রুত হাতিয়ার শানানো শুরু করে সে : 'আমরা বলিনি মেয়েটাকে পিশাচ ধরেছে। শুধু বলেছি এ সন্দেহের কারণ আছে।'

'আর আমরা যা দেখছি তাই যথেষ্ট।'

'সাবধান। কখনো কখনো আমরা বুঝতে পারি না এমন জিনিসের দায় দানবের ঘাড়ে চাপাই। ভাবি না, সেসব ঐশ্বরিক বিষয়ও হতে পারে, যার অর্থ হয়ত আমাদের জানা নেই।'

'এটা সন্ত টমাসের কথা। সে পথেই চলব আমি।' বললেন মাদার : 'দানব সত্য বললেও বিশ্বাস করতে নেই।'

এবার দোতলায় পিনপতন নীরবতা। একদিকে সব খালি ঘর। দিনে ছিটকিনি তোলা। তালাবদ্ধ। সেসবের সামনে সমুদ্রের উজ্জ্বল আভা। খোলা একসার জানলা। পরিশ্রম করা নিয়ে নবিশদের মনে হয়ত কোনো ক্ষোভ নেই। কিন্তু কারা ভবনের দিকে এগুতে থাকা মাদার ও তার মেহমানের গতিবিধির ওপর নজর রাখছে তারা।

মারিয়া বন্দি করিডোরের একদম শেষ মাথায়। চাকু দিয়ে দুজন সঙ্গীকে হত্যার দায়ে কারাদণ্ড ভোগী প্রাক্তন এক নানও এখানে বন্দি। কিন্তু খুনের দায় স্বীকার করেনি সে। এগারো বছর জেলে খাটছে। অপরাধের চেয়ে জেলপালানোর একাধিক ব্যর্থ চেষ্টার জন্য বেশি পরিচিত। যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত হওয়া আর অসূর্যম্পশ্যা নান হওয়া একই কথা, এ বক্তব্য মানতে সে নারাজ। বরং কারা মেয়াদের বাকি সময়টা পরিচারিকা হিসেবে এখানে কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছিল সে। তার ধর্মবিশ্বাসের এখন একটাই উদ্দেশ্য, জেল থেকে মুক্ত হওয়া। সেজন্য খুন করতেও রাজি সে।

দেলাওরা আগ্রহ ঠেকাতে না পেরে জানলা দিয়ে উঁকি দেয়। মার্তিনা পেছন ফিরে ছিল। কেউ তাকিয়ে আছে বুঝতে পেরে দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে তার আকর্ষণী শক্তির সঙ্গে পরিচয় হয় দেলাওরার। অস্বস্তি বোধ করলেন মাদার। তাকে জানলা থেকে সরিয়ে নিলেন : 'সাবধান, এ প্রাণীর কাছে অসম্ভব বলে কিছু নেই।'

BanglaBook.org

'গরাদের ভেতর, তবু এত হুমকি ?'

'যা ভাবছ তার চেয়েও বেশি।'

'আমি হলে অনেক আগেই মুক্তি দিতাম। তার তৈরি উত্তেজনাটা সামাল দেয়া নিশ্চয়ই কনভেন্টের পক্ষে অসম্ভব।'

ওয়ার্ডার দরজা খোলে। মারিয়ার সেল থেকে বেরোয় চাপা এক ঘ্রাণ। তোশক-জাজিমহীন পাথরের বিছানায় শুয়ে আছে সে। চামড়ার দড়িতে হাত-পা বাঁধা। যেন মৃত। কিন্তু তার চোখ দুটায় সাগরের আলো। দেলাওরার মনে হয়, এ তার স্বপ্ন দেখা মেয়েটাই। কাঁপনি লাগে গায়। বরফশীতল ঘামে ভেজে সে। চোখ বন্ধ করে মৃদু কণ্ঠে সমস্ত বিশ্বাস নিয়ে প্রার্থনা করে। আবার স্থির হয় : 'দানবের আছর না হয়ে থাকলেও হওয়ার মতো পরিবেশে আছে বেচারি।'

মাদারের উত্তর : 'এ সম্মান আমাদের প্রাপ্য নয়।' কারণ ঘরটা সুন্দর রাখার সব চেষ্টাই করা হয়েছে। ময়লা-আবর্জনা মারিয়ার নিজেরই তৈরি।

'আমাদের যুদ্ধ তার বিরুদ্ধে না, তার ভেতর যে দানবের সম্ভাব্য বাস তার বিরুদ্ধে।' বলে দেলাওরা।

মেঝের আবর্জনা এড়িয়ে পা টিপে ভেতরে ঢোকে দেলাওরা। বিড়বিড় করে মন্ত্র আওড়ে হিসপ গাছ ভেজানো পবিত্র পানি সেলের চারদিকে ছেটায়। দেয়ালে পানি দাগ দেখে আতঙ্কিত মাদার : 'রক্ত !'

তার যুক্তির বিরোধিতা করে দেলাওরা। পানিটা লাল বলেই রক্ত, এর মানে নেই। হলেও এটা যে প্রেতের কাজ তারও কোনো অর্থ নেই। 'একে অলৌকিক ভাবাই যুক্তিসঙ্গত। আর অলৌকিক ক্ষমতা আছে শুধু ঈশ্বরের।' সে বলে। তারপর চুনকাম করা দেয়ালের সে দাগগুলো যখন শুকায় তখন তা লাল থেকে হয়ে যায় গাঢ় সবুজ। এবার লাল হয়ে উঠলেন সিরান্দা। শুধু ক্লারিসানরাই না বরং তার সময়ের সব মহিলার পক্ষেই যেকোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নিষিদ্ধ, তবু ছেলেবেলা থেকেই বিখ্যাত সব ধর্মতত্ত্ববিদ আর বিরুদ্ধচারীদের নিয়ে গঠিত তার পরিবারে পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তিতর্কের প্যাচটা শিখেছেন তিনি : 'নিদেনপক্ষে রক্তের রং পরিবর্তন করার মতো সাধারণ ক্ষমতাটুকু দানবদের দিতে অস্বীকার করা উচিত নয়।'

'সময়য়োচিত সন্দেহের চেয়ে উপকারী কিছু নেই।' তার দিকে সরাসরি তাকিয়ে সাঁ করে তাৎক্ষণিক জবাব ছোড়ে দেলাওরা : 'সন্ত অগাস্টিন পড়ুন।'

'যথেষ্ট যত্নের সঙ্গে পড়েছি।'

'আবার পড়ুন।'

মেয়েটার দিকে নজর দেয়ার আগেই ওয়ার্ডারকে সেল ছাড়তে বলে সে। তারপর কড়া গলায় মাদারকে বলে : 'দয়া করে আপনিও যান।'

BanglaBook.org

'দায়-দায়িত্ব আপনার।'

'সর্বোচ্চ ক্ষমতা বিশপের।'

'মনে করানোর দরকার নেই।' শ্লেষ মেশানো গলায় বললেন সিরান্দা : 'এখন তো আমরা জানি, আপনারা ঈশ্বরেরও মনিব।'

শেষ বাক্যটা বলার আনন্দ দেলাওরা তাকেই দিল। বিছানার পাশে বসে ডাক্তারের মতো খুঁটিয়ে দেখে মেয়েটাকে। এখনও শরীর কাঁপছে। ঘামছে সে।

মারিয়ার সারা গায় আচড় আর আঘাতের দাগ। বেঁধে রাখায় চামড়ায় ক্ষত। সবচে' খারাপ লাগল ডাক্তারদের আনাড়িপনায় গোড়ালির গাঁটে পেকে ওঠা ক্ষতটা দেখে।

মারিয়াকে পরীক্ষা করতে করতে দেলাওরা বুঝিয়ে বলল, তাকে মেরে ফেলার জন্য এখানে আনা হয়নি। তার আত্মা অপহরণ করতে শরীরে হয়ত একটা দানব ঢুকেছে, আনা হয়েছে এ সন্দেহে। তাই তার সাহায্য দেলাওরার প্রয়োজন। কিন্তু এসব কথা সে শুনছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। এ মানবিক আবেদনটা মারিয়া বুঝেছে কি না তা জানাও অসম্ভব।

পরীক্ষা শেষে দেলাওরা নানকে একটা ফাস্ট এইড বক্স আনতে অনুরোধ করে, কিন্তু তাকে ভেতরে ঢোকার অনুমতি দেয় না। মেয়েটার ক্ষতে সুগন্ধি মলম লাগায়। কাঁচা ঘায়ের জ্বলুনিটা ফুঁ দিয়ে জুড়িয়ে দেয়। তার যন্ত্রণা সহ্যের ক্ষমতায় সে অবাক। মারিয়া কোনো প্রশ্নের উত্তর দিল না। তার ধর্মপ্রচারের ব্যাপারেও আগ্রহ দেখাল না। অভিযোগও করল না কিছু নিয়ে।

লাইব্রেরির শান্ত আশ্রয়ে এসেও বিমর্ষ এ সূচনাটা দেলাওরার পিছু ছাড়ল না। এ বাড়ির জানলাহীন সবচে' বড় ঘরটার চারদিকের দেয়ালজুড়ে কাচের দরজাঅলা মেহগনি কাঠের আলমারি। তাতে যত্ন করে রাখা অসংখ্য বই। ঘরটার মধ্যিখানে একটা বড় টেবিল। তার ওপর নাবিকের চার্ট, অ্যাস্ট্রোলেইব ও অন্যান্য নৌ-পরিচালনার যন্ত্রপাতি। পৃথিবীর আকার বাড়ার ফলে মানচিত্রকারদের করা সংযোজন-পরিবর্তনসহ একটা গ্লোব। পেছনের দিকে সাধারণ কাজ করার একটা টেবিল। তাতে কালি রাখার খোপ, ছোট্ট চাকু, পালকের কলম, কালি শুকানোর বালু আর ফুলদানিতে শুকনো একটা কার্নেশন ফুল। স্তূপ করে ফেলে রাখা পুরনো কাগজের গন্ধ। ছায়াময় এক প্রশান্তি সারা ঘরে।

ঘরের পেছন দিকে তালা মারা একটা সাধারণ কেবিনেট। 'প্রতারণা, ধর্মদ্বেষী ও মিথ্যা ইতিহাস বিষয়ক' যেসব বই ধর্মবিচারসভা নিষিদ্ধ করেছে সেসবের কয়েদখানা এটা। বিপথগামিতার গভীরতা খুঁজতে বিশপের অনুমতি পাওয়া দেলাওরা ছাড়া এ বইগুলো অন্য সবার নাগালের বাইরে।

BanglaBook.org

মারিয়াকে প্রথম দেখেই এত বছরের শান্ত জীবনটা দেলাওরার জন্য হলো নরক। যেসব ধর্মযাজক ও পাদরির সঙ্গে ধীকল্প ও দর্শন বিচার, সাহিত্য সভা ও সংগীত সন্ধ্যা উপভোগ করত, তাদের সঙ্গে দেখা হওয়া হলো বন্ধ। পুরো মন ডুবল প্রেত আচরণ বোঝার চেষ্টায়। কনভেন্টে যাওয়ার আগের পাঁচটা দিন-রাত তার সব পড়াশোনা ও চিন্তাভাবনা সে বিষয়ে। সোমবার তাকে দৃঢ় পদক্ষেপে বেরিয়ে যেতে দেখে কেমন লাগছে জানতে চাইলেন বিশপ।

'পবিত্র আত্মার মতো আমারও পাখা আছে।' বলল দেলাওরা।

সুতির একটা আলখেল্লা পরল। দেহে কাঠুরের শক্তি। মনে হতাশার বিরুদ্ধে এক বর্ম। ফল ভালোই হলো। তার শুভেচ্ছা বাণী শুনে ফোঁস করে উঠল ওয়ার্ডার। কপাল কোঁচকানো অভ্যর্থনা মারিয়ার। উচ্ছিষ্ট খাবার আর পায়খানায় সেলটা সয়লাব। শ্বাস নেয়াই কষ্টকর। বেদির প্রদীপের কাছে পড়ে আছে দুপুরের খাবার ট্রে। দেলাওরা প্লেট তুলে জমে আসা ঝোলসহ এক চামুচ সিমবীচি এগিয়ে ধরল মুখে। মারিয়া মাথা ঘুরিয়ে নিল। বারকয় পীড়াপীড়ি করে দেলাওরা, তবু মেয়েটা অনড়। তারপর সে সিমবীচি নিজের মুখে পুরল সে। মুখ কুঁচকে না চিবিয়ে গিলে বলল : 'এসব মুখে দেয়া যায় !'

মেয়েটা তার দিকে একবিন্দু মনোযোগও দিল না। তার ফুলে ওঠা গুলফের চিকিৎসা করতে করতে দেলাওরা টের পেল সেখানকার চামড়া কেঁপে কেঁপে উঠছে। দু চোখে পানি দেখে ভাবল মেয়েটা নরম হয়েছে। মেষপালকের গুনগুন গানে তাকে সান্ত্বনা দিল। তারপর তার দুর্বল শরীরে একটু আরাম দিতে বাঁধনটা আলগা করার সাহস হলো তার। আঙুলগুলো এখনও নিজের আছে কি না অনুভব করতে মেয়েটা বারকয় সেগুলো বন্ধ করে আবার খুলল। অবশ হওয়া দু পায়ের পাতা করল টানটান। প্রথমবারের মতো দেলাওরার মুখে চোখ ফেলল সে এবং আক্রমণ করল আক্রান্ত পশুর লক্ষ্যভেদী থাবায়। ওয়ার্ডার এগিয়ে এল তাকে থামাতে। আবার শক্ত বাঁধন। যাওয়ার আগে দেলাওরা পকেট থেকে চন্দন কাঠের একগাছি জপমালা বের করে তার গলায় সান্তোরিয়া মালার ওপর পরিয়ে গেল।

চোখ-মুখে আঁচড়ের চিহ্ন আর হাতে কামড়ের দাগ নিয়ে দেলাওরা ফিরল। বিশপ আতঙ্কিত। এসব দেখে তিনি কাতর। কিন্তু দেলাওরার প্রতিক্রিয়ায় আরো আতঙ্কিত হলেন। যুদ্ধজয়ের পুরস্কারের মতো ক্ষতগুলো দেখাচ্ছে সে। জলাতঙ্কের আতংকটা ফুঁৎকারে উড়িয়ে দিচ্ছে। বিশপের ডাক্তার বেশ সাবধানি হাতে চিকিৎসা করল তার। কারণ আগামী সোমবার সূর্যগ্রহণের পর মহাবিপদ শুরু হবে, এ ভয় পাওয়াদের তিনি অন্যতম।

BanglaBook.org

অন্যদিকে খুনি মার্তিনা লাবোর্দে মারিয়ার তরফ থেকে সামান্য বাধারও সম্মুখীন হলো না। যেন ঘটনাক্রমে হচ্ছে, এমনভাবে পা টিপে সেলে ঢোকে সে। হাত-পা বাঁধা। বিছানায় পড়ে আছে। মার্তিনা মৃদু হাসিটা না দেয়া পর্যন্ত আত্মরক্ষায় মরিয়া মেয়েটার সাবধানি চোখ পলকহীন। তারপর মৃদু হেসে আত্মসমর্পণ। যেন দোমিঙ্গার আত্মা পুরো ঘরটা ভরে তুলল।

মার্তিনা নিজের পরিচয় দেয়। সে নির্দোষ, চেঁচিয়ে গলা ফাটায়। তবুও কেন সারা জীবন এখানে থাকতে হবে তাও বলে। তাকে কেন আটকে রাখা হয়েছে মার্তিনা জানতে চাইল। তখন প্রেত তাড়ানো লোকটা যা বলেছে তাই বলল মারিয়া : 'আমার ভেতর একটা পিশাচ আছে।'

মেয়েটা বা অন্য কেউ তাকে মিথ্যা বলেছে ভেবে মার্তিনা আর কোনো প্রশ্ন করেনি। কিন্তু এটা বোঝেনি, যে কজন সাদা মানুষের কাছে মারিয়া সত্য বলেছে সে তাদের অন্যতম। সে তাকে সেলাইফোঁড়াইয়ের একটা নমুনা দেয়। সেও যাতে চেষ্টা করতে পারে সেজন্য বাঁধন খুলতে বলে। গাউনের পকেটে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গের কাঁচিটা মারিয়াকে দেখায় মার্তিনা : 'বাঁধনটা খুলে দিতে পারি। কিন্তু সাবধান, আঘাত করলে তোমাকে খুন করার যন্ত্রটা কিন্তু আমার হাতে আছে।'

মারিয়া তাকে সন্দেহ করল না। বাঁধন খোলা হলো। যে পারদর্শিতায় তোয়োরবো বাজানো শিখেছিল তেমনি স্বাচ্ছন্দ্যে সুচিকর্মের পাঠও চালল। মার্তিনা চলে যাওয়ার আগে আগামী সোমবার একসঙ্গে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখার অনুমতি আদায় করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল।

শুক্রবার ভোরে আকাশে প্রশস্ত এক বৃত্ত তৈরি করে আর রাস্তাঘাট ও বাড়িঘরের ছাদে এক দুর্গন্ধময় নীল বৃষ্টি ঝরিয়ে সোয়ালো পাখির দল বিদায় নিল। দুপুর রোদে সে পায়খানা শুকিয়ে রাতের বাতাসে ছড়াল দুর্গন্ধ। সে গন্ধে খাওয়া-ঘুমানো দায়। কিন্তু সন্ত্রাস গেল না। উড়ন্ত অবস্থায় এর আগে সোয়ালোদের কেউ পায়খানা করতে দেখেনি। দেখেনি তাদের পায়খানার গন্ধে দৈনন্দিন জীবন দুর্বিষহ হতেও।

কনভেন্টের সবাই জানে, অভিপ্রায়ণের আইন পরিবর্তনের ক্ষমতা মারিয়ার আছে। রবিবার ম্যাসের পর পেস্ট্রির ছোট ঝুড়িটা নিয়ে বাগানের দিয়ে যাওয়ার সময় দেলাওরা বাতাসের কাঠিন্যটা টের পায়। এসব থেকে দূরে মারিয়ার গলায় তখনো জপমালাটা আছে। কিন্তু দেলাওরার শুভেচ্ছার জবাব দিল না সে। ফিরেও তাকাল না। পাশে বসে দেলাওরা। ঝুড়ি থেকে একটা পেস্ট্রি বের করে মুখে পুরে বলে : 'বেশ ভালো !'

BanglaBook.org

পেস্ট্রির বাকিটা সে মারিয়ার মুখে ধরে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে কিন্তু অন্য সময়ের মতো দেয়ালের দিকে নয়, তাদের ওপর চোখ রাখা ওয়ার্ডারের দিকে দেলাওরাকে ইঙ্গিত করে। আঙুল তুলে ইশারা করে দেলাওরা : 'এখান থেকে যাও।'

ওয়ার্ডার সরে গেল পেস্ট্রি খেয়ে মেয়েটা দীর্ঘ দিনের ক্ষুধা মেটানোর চেষ্টা করে তার পর পরই মুখ থেকে উগড়ে দেয় সেটা : 'সোয়ালোর গু।' এবার মেজাজ ঠাণ্ডা হয় পিঠের কাঁচা ঘায়ের চিকিৎসা করতে দেলাওরাকে সাহায্য করে। দেলাওরার ব্যান্ডেজ বাঁধা হাতের দিকে এই প্রথম মনোযোগ দেয়। জানতে চায় কী হয়েছে।

'এক মিটার লম্বা লেজঅলা ছোট্ট এক পাগলা কুকুর কামড়েছে।'

ক্ষতটা দেখতে চায় মারিয়া। দেলাওরা ব্যান্ডেজ সরায়। যেন একখণ্ড কয়লা দগদগ করছে। লাল হয়ে ফুলে উঠা স্থানটা তর্জনী দিয়ে ছোঁয় মারিয়া। মুখে হাসি ফোটে তার : 'আমি কিন্তু প্লেগের চেয়েও ভয়ানক।'

গসপেলের বাণী নয় গার্সিলাসোর কবিতায় উত্তর দেয় দেলাওরা : 'তাকেই দিও এই ব্যাখ্যা সইতে যে পারে।'

বিশাল আর অপূরণীয় একটা কিছু তার জীবনে ঘটছে। বিস্ময়ের এ তাপে পুড়ছে সে। বেরিয়ে আসার পর সিরান্দার হয়ে ওয়ার্ডার মনে করিয়ে দেয়, অবরোধের সময়ের মতো খাদ্যে বিষক্রিয়া হতে পারে, এজন্য বাইরে থেকে খাবার আনা নিষিদ্ধ। মিথ্যা বলে দেলাওরা। বলে বিশপের অনুমতি নিয়ে ঝুড়িটা এনেছে। অভিযোগ করে, রান্নার জন্য প্রসিদ্ধ হলেও বন্দিদের বাজে খাবার দেয়া হয় এখানে।

সন্ধ্যার খাবারের সময় বিশপকে সে পড়ে শোনাল নতুন উদ্যমে। সান্ধ্য প্রার্থনায় সঙ্গে যোগ দিল। মারিয়ার কথা চিন্তা করা সহজ করতে প্রার্থনা করল চোখ বন্ধ করে। মারিয়ার ভাবনায় ডুবে একটু আগেভাগেই এল লাইব্রেরিতে। যতই ভাবে ভাবনার আকাঙ্ক্ষা তত বাড়ে। গার্সিলাসোর প্রেমের সনেটগুলো জোরে জোরে আবৃত্তি করে। আবৃত্তি করতে করতে এ সন্দেহে ছিন্নভিন্ন হয়, প্রতিটা ছত্রেই আছে এমন এক দুর্বোধ্য ইঙ্গিত যার সঙ্গে তার জীবনের আছে কোনো না কোনো সম্পর্ক। ঘুম আসে না। ভোররাতে না পড়া একটা বইয়ে মাথা রেখে টেবিলের ওপর পড়ে রইল সে। নিদ্রার গভীর তলদেশ থেকে গির্জার তিন প্রার্থনাকারীর কণ্ঠে দিন শুরুর প্রার্থনার শব্দটা এল কানে। 'ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন, মারিয়া দে তোদোস লোস আনহেলেস।' ঘুমের মধ্যেই বলল সে। নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই কেঁপে ওঠে সজাগ হলো। দেখল মারিয়া কয়েদির পোশাক গায় আগুন-রং চুল দু কাঁধে ছড়িয়ে দেলাওরার কাজ করার টেবিলের ফুলদানির পুরনো

BanglaBook.org

কার্নেশন ফেলে সেখানে সাজিয়ে রাখছে মাত্রফোটা একগুচ্ছ গার্ডেনিয়া গার্সিলাসোর সঙ্গে সুর মিলিয়ে ব্যাকুল কণ্ঠে আবৃত্তি করে দেলাওরা : 'তোমার জন্য জন্ম আমার, জীবন তোমার জন্য, তোমার জন্য মরব আমি, মরছি তোমার জন্য।' অন্যদিকে চেয়ে মারিয়া শুধু মুচকি হাসে। সে কি স্বপ্ন দেখছে ! নিশ্চিত হতে চোখ খোলে দেলাওরা। দেখে কোথাও কিছু নেই। কিন্তু গার্ডেনিয়ার গন্ধে ভুর ভুর করছে পুরো লাইব্রেরিটা।

BanglaBook.org

বাড়ির একমাত্র যে জায়গা থেকে আকাশসহ সাগর দেখা যায় সেখানে, হলুদ ফুলের শামিয়ানার নিচে বসে সূর্যগ্রহণ দেখতে বিশপ আমন্ত্রণ জানিয়েছেন দেলাওরাকে। বাতাসে ডানা মেলা নিস্পন্দ পেলিকানগুলোকে মনে হচ্ছিল উড়ন্ত অবস্থায়ই মরে আছে। কড়িকাঠের ওপর নৌ-বাহিনীর নোঙরের রশি পেঁচানোর যন্ত্রটার সঙ্গে হ্যামক ঝুলিয়ে শুয়ে আছেন বিশপ। দুপুরের ঘুম সেরে ধীরলয়ে পাখা নাড়ছেন। পাশে বেতের দোলচেয়ারে দেলাওরা। দুজনই খোশ মেজাজ। তেঁতুলের শরবতে চুমুক দিচ্ছেন। তাকাচ্ছেন নির্মেঘ আকাশের দিকে। বেলা দুটার পর চারদিক অন্ধকার হলো। দাঁড়ের ওপর মুরগিগুলো বসল গুটিসুটি মেরে। হঠাৎ আকাশের সব তারা দৃশ্যমান। অতিপ্রাকৃতিক এক কম্পনে কাঁপল পৃথিবী। অন্ধকারে খুপরি খোঁজায় ব্যস্ত পায়রাদের ডানা ঝাপটানোর আওয়াজটাও কানে এল বিশপের। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন : 'ঈশ্বর মহান। পশুপাখিরাও এ মহানুভবতাটা বোঝে।'

মোমবাতি ও গ্রহণ দেখার জন্য কয়খণ্ড ঘষা কাচ নিয়ে এল এক নান। হ্যামকে বসেই সে কাচ দিয়ে গ্রহণ দেখতে শুরু করলেন বিশপ।

'এক চোখে তাকাবে,' শ্বাস নেয়ার গড়গড় শব্দটা ঠেকানোর চেষ্টা করতে করতে বললেন : 'নইলে দুটা চোখই হারানোর ভয়।' কাচটা হাতে কিন্তু দেলাওরা গ্রহণ দেখছে না। এক দীর্ঘ নীরবতার পর এ অন্ধকারেও তাকে খুঁটিয়ে দেখলেন বিশপ। খেয়াল করলেন, কৃত্রিম রাতের এ আকর্ষণ নিয়ে তার কোনো মোহ নেই।

'কী ভাবছ ?'

দেলাওরা নিরুত্তর। সূর্যের দিকে তাকায়। দেখে কৃষ্ণপক্ষের এক চাঁদ। কাচ থাকার পরও চোখে প্রতিক্রিয়া ঘটল এ তাকানোটায়। তবু চোখ ফেরায় না সে।

'এখনও মেয়েটার কথা ভাবছ !' এমন সঠিক অনুমান বিশপের সহজাত গুণ। ব্যাপারটা জেনেও চমকে উঠে দেলাওরা : 'ভাবছি সাধারণ মানুষ হয়ত এ গ্রহণের কাছে তাদের সুখ-দুঃখের কথাগুলো বলবে।' আকাশ থেকে চোখ না সরিয়েই মাথা নাড়লেন বিশপ : 'কে জানে, হয়ত তোমার কথাই ঠিক। ঈশ্বরের মহিমা বোঝা কঠিন।'

'অ্যাসিরীয় জ্যোতির্বিদরা হাজার বছর আগে হিসেব করে এ ব্যাপারটা প্রথম বের করেন।' বলে দেলাওরা।

'ওটা জেসুইটদের উত্তর ' বিশপ বললেন।

কী একটা চাঞ্চল্যে এখন চোখে কাচ না ধরেই গ্রহণ দেখছে দেলাওরা। দুটা বারো মিনিটে সূর্যটা দেখতে হলো কালো গোলাকার এক থালার মতো। মুহূর্তের জন্য দিন দুপুর হয়ে গেল রাত দুপুর। তারপর গ্রহণ কেটে গেলে যেন প্রদোষের মোরগটাই আবার ডেকে উঠল। দেলাওরা চোখ ফেরানোর পরও চোখে আগুনের হল্কাটা জ্বলজ্বল করছে : 'গ্রহণটা এখনও দেখতে পাচ্ছি। যেদিকে তাকাই সেদিকেই গ্রহণ।'

বিশপ ব্যাপারটা শেষ হয়েছে ভেবে বললেন : 'ঘণ্টা কয়ের মধ্যেই সব আগের মতো হয়ে যাবে।' হ্যামকে বসে আড়মোড়া ভাঙলেন। নতুন দিনটার জন্য ঈশ্বরকে জানালেন ধন্যবাদ।

দেলাওরা আলোচনার সুতো হারায়নি।

'সম্মান রেখেই বলছি ফাদার। মেয়েটাকে দানব ধরেছে, এ আমি বিশ্বাস করি না।'

এবার সত্যিই হতবাক হলেন বিশপ : 'এ কথা কেন বলছ ?'

'আমার বিশ্বাস সে কোনো কারণে খুব ভয় পেয়েছে।'

'ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে হাতে। দাপ্তরিক কার্যপ্রণালিটা পড়নি ?'

সেটা খুব যত্নের সঙ্গেই পড়েছে দেলাওরা। সেসব মারিয়ার চেয়ে হোসেফা সিরান্দার মানসিক অবস্থা বোঝার জন্য বেশি দরকারি। কনভেন্টে ঢোকার পর সকাল থেকে যেসব জায়গায় মেয়েটা গেছে, যেসব জিনিস স্পর্শ করেছে তার সবগুলোতেই পড়েছে প্রেতের প্রভাব। তার সংস্পর্শে আসা লোকগুলো আত্মশুদ্ধি ও উপাসের আশ্রয় নিয়েছে। প্রথম দিন যে নবিশ আঙটি চুরি করেছে সেও এখন বাধ্য হচ্ছে বাগানে কাজ করতে। বলা হয়েছে, নিজ হাতে ছাগল জবাই করে আনন্দ পেয়েছে মেয়েটা। আগুনের মতো ঝাল মিশিয়ে সে ছাগলের চোখ দুটা রান্না করে খেয়েছে। ভাষার ব্যাপারেও দক্ষ। আফ্রিকানরা যেসব ভাষায় নিজেদের মধ্যে কথা বলে সেসব ভাষা তাদের চেয়েও ভালো বলে সে। আলাপ করতে পারে যে কোনো প্রাণীর সঙ্গে। খাঁচায় বন্দি যে বিশটা তোতা বিশ বছর এ বাগানের সৌন্দর্য বাড়িয়েছে, তার আসার পর দিন কোনো কারণ ছাড়াই মরে গেল তারা। অচেনা কণ্ঠে গান গেয়ে চাকরদের মন্ত্রমুগ্ধ করে সে। অধ্যক্ষার চোখে নিজেকে করেছে অদৃশ্য।

'আমার বিশ্বাস,' বলে দেলাওরা : 'যেসব ব্যাপার আমাদের কাছে দানবীয়, সেগুলো নিগ্রোদের আচার-পদ্ধতি। বাবা-মায়ের অবহেলার কারণেই সেসব শিখেছে মারিয়া।'

BanglaBook.org

'সাবধান !' সতর্ক করলেন বিশপ : 'শত্রু আমাদের ত্রুটির চেয়ে বেশি কাজে লাগায় বুদ্ধিমত্তাকে '

'তাহলে তো সে শত্রুর জন্য সবচে' ভালো উপহার একটা সুস্থ মেয়ের পিশাচ ছাড়ানোর আয়োজন।'

বিশপ এবার রেগে গেলেন : 'আমি কি ধরে নেব, তুমি আমাকে অমান্য করছ ?'

'ধরে নিতে পারেন আমার সন্দেহ আছে। কিন্তু আপনার আদেশ শিরোধার্য।'

অতএব বিশপকে বোঝাতে না পেরে কনভেন্টে ফেরে সে। চোখ থেকে গ্রহণের প্রদাহটা না যাওয়া পর্যন্ত ডাক্তারের পরামর্শে বাম চোখে পট্টি লাগায়। করিডোর ও বাগান পেরিয়ে কয়েদি ছাউনিতে এসেছে দেলাওরা। সে পথে অসংখ্য চোখ তাকে অনুসরণ করেছে। কিন্তু কেউ কিছু বলেনি। এটা বুঝেছে সে। এখানেও গ্রহণ শেষে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরল।

দারোয়ান সেল খুলে দেয়। দেলাওরার মনে হয়, হৃৎপিণ্ডটা এখনি বেরিয়ে আসবে। কিন্তু টানটান দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। তার মনের অবস্থাটা বোঝার জন্য গ্রহণ দেখেছে কি না জানতে চায় দেলাওরা। টেরাসে বসে মারিয়া গ্রহণ দেখেছে চোখে কাচ না ধরেই। তারপর মোরগ না ডাকা পর্যন্ত পুরো কনভেন্ট যেন ঘুমিয়ে। কিন্তু এতে অলৌকিক কিছুই সে দেখেনি : 'এটা আমি প্রতি রাতেই দেখি।'

কিন্তু এ গ্রহণে কিছু একটা ছিল, দেলাওরা ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারছে না। সবচে' দৃশ্যমান বিষয়, বিষণ্ন এক সূক্ষ্ম রেখা। দেলাওরার ভুল হয়নি। যন্ত্রণাক্লিষ্ট চোখে মেয়েটা তার দিকে তাকিয়ে কাঁপা গলায় বলে : 'আমি মরে যাব।' কেঁপে ওঠে দেলাওরা : 'কে বলেছে এ কথা ?'

'মারতিনা।'

'তাকে দেখেছ ?'

মারিয়া বলল, সেলাইফোঁড়াই শেখাতে মারতিনা দুবার তার সেলে এসেছে। একসঙ্গে গ্রহণ দেখেছে। আরো বলল, মারতিনা খুব ভালো। ভদ্র। সাগরের গোধূলি দেখার জন্য মাদার টেরাসে বসে সেলাই ফোঁড়াইয়ের অনুমতি দিয়েছেন তাদের।

পলক না ফেলেই বলে দেলাওরা : 'কখন মারা যাবে তা বলেছে ?'

কান্না আটকাতে ঠোঁট চেপে মাথা দোলায় মারিয়া : 'গ্রহণের পর।'

'গ্রহণের পর তো একশো বছরও হতে পারে।' তার গলা আটকে আসাটা মারিয়া যেন ধরতে না পারে সেজন্য চিকিৎসার দিকে বেশি মনোযোগ দেয় সে

BanglaBook.org

মারিয়া একদম চুপ দেলাওরার খটকা লাগে আবার তার দিকে তাকায় দেখে, দু চোখে জল

'আমার ভয় করছে।' বলে বিছানায় ঝাঁপিয়ে হাউমাউ করে কাঁদে দেলাওরা সান্ত্বনা দেয় এবার মারিয়া বুঝতে পারে, কায়েতানো দেলাওরা পিশাচ তাড়ানোর ওঝা নয় : 'তাহলে তুমি আমাকে সারিয়ে তুলছ কেন ?'

'আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি।'

তার এ ঔদ্ধত্য সম্পর্কে সজাগ ছিল না মারিয়া।

মারিয়ার কাছে বিদায় নিয়ে দেলাওরা মারতিনার ঘরের সামনে থামে। এই প্রথম খুব কাছ থেকে মারতিনার অসংখ্য দাগে ভরা গায়ের চামড়াটা দেখে। মাথা ন্যাড়া। নাকটা অনেক বড়। দাঁতগুলো ইঁদুরের মতো। কিন্তু আকর্ষণ ক্ষমতা প্রচণ্ড। দেলাওরা চৌকাঠে দাঁড়িয়েই শুরু করে : 'মেয়েটার ভয় পাওয়ার অনেকগুলো কারণ এমনিতেই আছে। এর সঙ্গে নতুন কিছু যোগ না করলেই কি নয় !'

মারতিনা অবাক। কোনো দিন কারো মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি সে। আর মেয়েটা খুব আবেদনময়ী। চুপচাপ। শুধু ও কেমন আছে জানতে চেয়েছে। তিন-চারটা উত্তর শুনেই বুঝেছে মিথ্যা বলা তার অভ্যাস। মারতিনা গম্ভীর হয়ে কথা বলছিল। এবার দেলাওরা বোঝে মারিয়া তাকেও মিথ্যা বলেছে। আগপাছ না ভেবে এসব বলার জন্য মারতিনার কাছে ক্ষমা চায় সে। মেয়েটার কাছে আর কিছু জানতে না চাওয়ার অনুরোধ করে সিদ্ধান্ত টানে : 'যা করার আমিই করব।'

মারতিনা বশ করে ফেলে দেলাওরাকে : 'আপনার গুরু কে আমি বুঝি। এও জানি, কী করতে হবে তা আপনি সব সময়ই খুব ভালো জানেন।' কিন্তু নির্জন একটা সেলে মৃত্যুভীতিটা লালন করতে মারিয়ার কারো সাহায্য লাগবে না জেনে খুব কষ্ট পায় দেলাওরা।

এ সপ্তাহেই হোসেফা মিরান্দা নিজ হাতে লিখে একটা আনুষ্ঠানিক স্মারকলিপি পাঠিয়েছেন বিশপের কাছে। অনুরোধ, মারিয়ার দায়িত্ব থেকে ক্লারিসানদের অব্যাহতি দেয়া হোক। তার বিবেচনা, প্রাপ্য শাস্তির চেয়ে ইতিমধ্যে বহুগুণ শাস্তি দেয়া হয়েছে তাদের। বিগত অপরাধগুলোর আরেকটা বিলম্বিত শাস্তি এ অভিভাবকত্ব। কার্যপ্রণালিতে উল্লেখিত অসাধারণ ঘটনাগুলোর সঙ্গে হোসেফা মিরান্দা আরো কিছু ঘটনা যোগ করে বললেন, পিশাচ আর এ মেয়েটার মধ্যে যোগসাজশ আছে ধরে নিলেই এসবের ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। দেলাওরার ঔদ্ধত্য, যুক্তিবাদী স্বাধীনচিন্তা, হোসেফা মিরান্দার প্রতি শত্রুতাবোধ এবং আরোপিত

BanglaBook.org

নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে কনভেন্টে বাইরের খাবার আনা ; এসবের তীব্র নিন্দা করে স্মারকলিপি শেষ হয়েছে

ফেরার সঙ্গে সঙ্গে বিশপ তার দিকে স্মারকলিপিটা বাড়িয়ে দেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, মুখে সামান্য পরিবর্তন না এনেই পড়ে সে। শেষে প্রচণ্ড ক্ষেপে যায় : 'দানব কারো ওপর ভর করে থাকলে সেটা হোসেফা মিরান্দার ওপর। অসহনশীল, গর্দভ এক প্রতিপক্ষ ! ঘৃণ্য প্রাণী !'

ক্রোধের এ তীব্রতায় বিশপ অবাক। তাই দেলাওরা একটু শান্ত হয় : 'পিশাচের ক্ষমতায় তার যে আস্থা দেখছি, আমার তো মনে হয় উনি নিজেই প্রেতসাধক।'

'অবস্থানের কারণেই তোমার সঙ্গে আমার একমত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু একমত হতে পারলে ভালো হতো।' দেলাওরা বাড়াবাড়ি করছে ভেবে তাকে ধমকালেন বিশপ। অধ্যক্ষাকে সহ্য করতে আরো ধৈর্যশীল হওয়ার পরামর্শ দিলেন : 'বাইবেলটা তার মতো, এমনকি তার চেয়েও খারাপ মেয়েমানুষের কাহিনী দিয়ে ভরা। তবুও যিশু তাদের ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন।' আর বলতে পারলেন না তিনি। কারণ বাড়ির ওপর তখন প্রচণ্ড বজ্রপাতের শব্দ। তারপর সে শব্দ গুড়িয়ে চলে গেল সমুদ্রে। মুষল বৃষ্টি তাদের পৃথিবী বিচ্ছিন্ন করল। দোলচেয়ারে গা এলিয়ে বিশপ স্মৃতির সাগরে জাহাজডুবি হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন : 'কত দূরে আমরা !'

'কোত্থেকে ?'

'নিজেদের থেকে। একটা লোক এতিম হয়েছে, এটা জানতেও এক বছর লাগবে। একে তোমার যৌক্তিক মনে হয় ?' উত্তর না মেলায় বাড়ির জন্য মন কেমন করার কথাটা অকপটে বললেন বিশপ : 'স্পেনে এখন সবাই ঘুমিয়ে আছে। এ দৃশ্যটা আমাকে সন্ত্রস্ত করে।'

'পৃথিবীর গতির ওপর আমাদের হাত নেই।' বলল দেলাওরা।

'কিন্তু এতে যে কষ্ট পেতে নেই সেটাও তো জানতে পারতাম। আসলে ধর্মবিশ্বাসের চেয়ে গ্যালিলিওর অভাব ছিল হৃদয়ের।'

এ বয়সে দাঁড়িয়ে বিষণ্ন বর্ষার রাতগুলোতে যে সংকটে অস্থির হন বিশপ, তার সঙ্গে দেলাওরা পরিচিত। এখন তিনি ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত এ যন্ত্রণার তীব্রতা কমাতে শুধু প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার চেষ্টাটাই করতে পারে সে।

...

মাসের শেষে একটা সরকারি প্রজ্ঞাপন নতুন ভাইসরয় দন রোড্রিগো দে বুয়েন লোসানো'র আসন্ন আগমনের ঘোষণা দিল। সান্তা ফে দে বোগোতার রাষ্ট্রীয় সদর দফতরে যাওয়ার পথে এখানে যাত্রাবিরতি করবেন তিনি। তার সঙ্গে আছে ম্যাজিস্ট্রেট, সরকারি আমলা, চাকরবাকর ও ব্যক্তিগত চিকিৎসকরা। আরো আছে

BanglaBook.org

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপঞ্জের একঘেঁয়েমির ক্লান্তি দূর করতে রানির দেয়া উপহার ভায়োলা ও এক চেল্লো বেহালার জুড়ি ভাইসরয়-পত্নী হোসেফা সিরান্দার দূর সম্পর্কের আত্মীয় তিনি কনভেন্টে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। বাগান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়া নানা মানুষের চিৎকার, হাতুড়ির শব্দ, গলানো পিচ আর উত্তপ্ত চুনের রাজ্যে মারিয়ার কথা তখন সবাই ভুলে গেল। কানে তালা লাগানো শব্দে একটা ভারা ভেঙে পড়ল। একজন রাজমিস্ত্রি নিহত আর জনাকয় হলো আহত। মারিয়ার প্রেত প্রভাবেই এসব ঘটছে বললেন মাদার। এ সুযোগে উৎসব শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে অন্য কনভেন্টে সরিয়ে নেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করলেন। এবার তার প্রধান যুক্তি, ভূতগ্রস্ত কাউকে ভাইসরয়-পত্নীর কাছাকাছি রাখা অনুচিত। বিশপ সাড়া দিলেন না। পেলোতা ও তিতির পাখি শিকারে চ্যাম্পিয়ন দন রোদরিগো দে বুয়েন লোসানো একজন রুচিশীল স্প্যানিশ। আস্তুরিয়া প্রদেশের অধিবাসী। স্ত্রীর চেয়ে বাইশ বছরের বড়। এ ঘাটতিটা অন্য আয়োজন দিয়ে ভরিয়ে তুলতেন তিনি। সমস্ত শরীর দিয়ে নিজেকে নিয়ে হলেও হাসতেন।। সাজগোজের কোনো সুযোগই হাতছাড়া করতেন না। রাতের ঢোলের আওয়াজ আর পাকা পেয়ারার গন্ধ মেশানো ফুরফুরে ক্যারিবীয় হাওয়ার ছোঁয়াটা গায়ে লাগতেই বসন্তকালীন পোশাক খুলে ফেললেন। জাহাজযাত্রী মহিলাদের মধ্যে খালি গায় ঘুরতে লাগলেন। লোম্বার্ড কামানের অভিবাদন বা কোনো বক্তৃতা-বিবৃতি ছাড়াই শুধু একটা জামা গায় নেমে পড়লেন। তার সম্মানে ফ্যান্ডাঙ্গো নাচ, বুন্দে আর কুম্বিয়াম্বার ব্যবস্থা হলো। যদিও এসব বিশপের আদেশে নিষিদ্ধ। ষাঁড় ও মোরগ-লড়াইও হলো মাঠে।

সবে কৈশোর পেরুনো ভাইসরয়-পত্নী একটু দুষ্ট প্রকৃতির। কিন্তু বেশ কর্মঠ। পরিবর্তনের ঝোড়ো হাওয়ার মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি কনভেন্টের ভেতর। পুরো কনভেন্টটা খুঁটিয়ে দেখলেন। প্রতিটা সমস্যা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিবেচনা করলেন। ভালো জিনিসটাকে আরো ভালো করতে চাইলেন তিনি। নতুন নবিশের আগ্রহ নিয়ে কনভেন্টের চারদিক ঘুরে সব দেখতে চাইলেন। সিরান্দা চাইলেন জেল-অংশের খারাপ ধারণাটার সঙ্গে তার পরিচয় না ঘটাতে। তাই বললেন : 'ও দেখার মতো কিছু নয়। ওখানে থাকে মাত্র দুজন, একজন আবার পিশাচ-পাওয়া।'

ভাইসরয়-পত্নীর আগ্রহ উস্কে দেয়ার জন্য এই যথেষ্ট। সেলগুলো ঠিকঠাক নয়, নিবাসীদের খবর দেয়া হয়নি, এসবের কোনো পাত্তাই দিলেন না তিনি। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে মারতিনা লাবোর্দে ভাইসরয়-পত্নীর দু পায়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা শুরু করল।

একবারের সফল ও আরেকবারের বিফল পালানোর চেষ্টার পর তা আর সম্ভব মনে হলো না। প্রথমবার পালানোর চেষ্টা করেছে ছ বছর আগে, নানা কারণে

BanglaBook.org

বিভিন্ন মেয়াদে দণ্ডিত তিন নার্সসহ সাগর লাগোয়া উঁচু আঙিনা দিয়ে নার্সদের একজন পালায়। এরপর জানালাগুলো স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়। টেরাসের নিচের আঙিনা হয় সুরক্ষিত। পরের বছর পালিয়েছিল ওয়ার্ডারকে বেঁধে পেছন দরজা দিয়ে। ওয়ার্ডার তখন প্যাভিলিয়নে ঘুমায়। মারতিনার পরিবার তাদের স্বীকারোক্তি গ্রহণকারীর পরামর্শে আবার তাকে কনভেন্টে দিয়ে যায়। এখন কারো সঙ্গে দেখা করা বা কনভেন্টের ছোট্ট গির্জায় রোববারের ম্যাসে যোগ দেয়ার অধিকারও নেই তার। এভাবে চার বছর কাটানো একমাত্র কয়েদি সে। ক্ষমা পাওয়াটা হয়ত অসম্ভব। যাই হোক, ভাইসরয়-পত্নী স্বামীর কাছে বিষয়টা তুলবেন বলে কথা দিলেন।

মারিয়ার সেলটা মাত্র-ফেলা পিচের দাগ আর চুনের ঝাঁজালো গন্ধে তখনো ভারি। নতুন কর্তৃত্বের হাত স্পষ্ট। ওয়ার্ডার দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ভাইসরয়-পত্নী হিমেল হাওয়ার এক ছোট্ট পরশে মোহিত। নিজের আলোয় আলোকিত এক কোণে ছেঁড়া জামা গায়, পুরনো স্যান্ডেল পায় বসে সেলাইফোঁড়াই করছে মারিয়া। ভাইসরয়-পত্নী সম্ভাষণ না করা পর্যন্ত চোখ তুলেও দেখল না। মেয়েটার দু চোখে তিনি দেখলেন বিস্ময়কর এক শক্তি। 'পবিত্র ভোজনোৎসবের নামে,' বিড়বিড় করে সেলে পা রাখলেন।

'সাবধান,' কানে কানে বললেন মাদার : 'আস্ত বাঘিনী।'

মাদার তার হাত ধরলেন। তাই তিনি ভেতরে ঢুকলেন না। কিন্তু মারিয়াকে এক নজর দেখেই সিদ্ধান্ত নিলেন, মেয়েটাকে বাঁচাতে হবে।

মেয়েলি স্বভাবের অবিবাহিত এক পুরুষ নগরীর গভর্নর। তিনি ভাইসরয়ের সম্মানে শুধুই পুরুষদের জন্য এক ভোজসভার আয়োজন করলেন।

স্পেন থেকে আসা ভায়োলা, চেল্লো বেহালা এবং সান আসিন্তোর ব্যাগপাইপ আর ড্রামের বাজনা বাজল। বিশেষ পোশাকে কৃষ্ণাঙ্গরা শ্বেতাঙ্গ-নৃত্যের সাহসী প্যারোডি দেখাল। সবশেষে ঘরের শেষ মাথায় একশো পরদা উঠানোর পর গভর্নর যে অ্যাবিসিনি মেয়েটাকে দেহের ওজনের সোনায় কিনেছেন সে মেয়েটা উদ্ভাসিত। গায়ের স্বচ্ছ জামাটা তার নগ্নতা আরো প্রকট করেছে। সাধারণ মেহমানদের চোখ জুড়িয়ে সে ভাইসরয়ের সামনে থামে। সঙ্গে সঙ্গে গায়ের জামাটা শরীর বেয়ে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে।

তার খুঁতহীনতা রীতিমতো ভয়ানক। দাস ব্যবসায়ীদের সিল পড়েনি কাঁধে। প্রথম মালিকের নামের আদ্যক্ষরটাও পুড়িয়ে বসানো হয়নি গায়। পুরো শরীর থেকে অন্তরঙ্গতার এক নিশ্বাস প্রবাহিত হচ্ছে। ভাইসরয় বিবর্ণ হলেন। শ্বাস নিলেন জোরে। চোখের সামনে হাত তুলে অসহনীয় এ দর্শনটা স্মৃতি থেকে মুছে

BanglaBook.org

ফেলতে চাইলেন : 'ঈশ্বরের দোহাই, ওকে নিয়ে যাও যে কদিন আছি, আমার সামনে আর আনবে না।'

গভর্নরের ছেলেমানুষির শাস্তি দিতেই হয়ত অধ্যক্ষা তার ব্যক্তিগত খাবারঘরে এক ভোজসভার আয়োজন করলেন সেখানে ভাইসরয়-পত্নী নিয়ে এলেন মারিয়াকে মারতিনা লাবোর্দে সাবধান করল : 'তার গলার হার আর বাজুবন্ধে হাত না পড়লেই দেখবেন সে কত ভালো।' কথাটা সত্যি। কনভেন্টে দাদির যে গাউনটা পরে এসেছে সেটাই আজ পরানো হলো তাকে। গোসল করিয়ে চুল আঁচড়ানোর পর সে চুল নেমে এল হাঁটুতে। ভাইসরয়-পত্নী নিজে তাকে স্বামীর টেবিলে নিয়ে এলেন। এমনকি হোসেফা সিরান্দাও মেয়েটার রূপ, গায়ের উজ্জ্বল রং আর চুলের বহর দেখে অবাক। ভাইসরয়-পত্নী ফিসফিস করে স্বামীকে বললেন : 'মেয়েটার ওপর দানব ভর করেছে।'

ভাইসরয় বিশ্বাস করলেন না। বুর্হোসে ভূতে ধরা এক মহিলাকে তিনি দেখেছেন। সে সারা রাত পায়খানা করে ঘর ভরে ফেলেছিল। মারিয়াকে সে অদৃষ্টের হাত থেকে বাঁচাতে নিজ ডাক্তারদের তাকে দেখতে বললেন তিনি। তারা দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, জলাতঙ্কের কোনো লক্ষণই পাওয়া যায়নি। এ রোগ যে এখন হওয়া অসম্ভব আবরেনুনসিওর এ বক্তব্যের সঙ্গেও তারা একমত। কিন্তু তার দানবগ্রস্ততা নিয়ে কিছু বলার এখতিয়ার তাদের নেই।

উৎসবের এ সুযোগে মাদারের স্মারকলিপি ও মারিয়ার সর্বশেষ অবস্থাটা নিয়ে চিন্তা করার সময় পেলেন বিশপ। আর প্রেত ছাড়ানোর শুদ্ধতা অর্জনের চেষ্টায় দেলাওরা পাঠাগারে বদ্ধ। শুধু কাসাভা রুটি আর পানি ছাড়া কিছু স্পর্শ করছে না। কিন্তু ব্যর্থ সে। মুগ্ধতার আবেশে তার তেঁতে ওঠা গা, প্রলাপময় আর নিদ্রাহীন দিনগুলোতে একের পর এক গেঁথে চলছে অসংযত কাব্য পঙক্তি।

শখানেক বছর পর, পাঠাগার ভাঙা হলে প্রায় পড়াই যায় না এমন একতাড়া কাগজের মধ্যে এর কিছু কবিতা পাওয়া যায়। প্রথম কবিতাটাই একমাত্র আগাগোড়া পড়া গেছে। বারো বছর বয়সী দেলাওরার আভিলার বিদ্যালয়ের পাথরময় আঙিনায় বসন্তের গুঁড়িবৃষ্টির মধ্যে ট্রাঙ্কের ওপর বসে থাকার আত্মস্মৃতি। দিন কয়েক খচ্চরের পিঠে পথ চলার পর সে তখন মাত্র পৌঁছেছে তলেদো। কেটে ছোট করা বাবার পোশাকটা গায়। যাত্রাসঙ্গী নিজের চেয়ে দ্বিগুণ ওজনের এক ট্রাংক। পুরো ছাত্রজীবনটা যেন সসম্মানে কাটে সেজন্য যা যা প্রয়োজন তার মা এ ট্রাঙ্কে তার সবই দিয়েছেন। এটাকে আঙিনার মাঝামাঝি আনতে সাহায্য করেছে এক কুলি। তারপর ওই বৃষ্টির মধ্যে অদৃষ্টের হাতে তাকে ছেড়ে চলে গেছে।

'তিন তলায় যান।' কুলি বলে : 'ডরমিটরির কোথায় ঘুমাবেন দেখিয়ে দেবে।'

BanglaBook.org

দেলাওরা ট্রাঙ্কটা নিয়ে কী করে দেখতে মুহূর্তে ব্যালকনিতে হাজির পুরো বিদ্যালয় : যেন সবাই জানে কিন্তু সেই জানে না এমন এক নাটকের মুখ্যচরিত্র সে যখন বুঝল কেউ তাকে সাহায্য করবে না, তখন যতটা সম্ভব মালপত্র বের করে পাথরের খাড়া সিঁড়ি বেয়ে তৃতীয় তলায় পৌঁছল। হোস্টেলের দু দিকের বিছানার সারির মধ্য থেকে তার বিছানাটা দেখিয়ে দিলেন প্ররক্ষক। দেলাওরা জিনিসপত্র বিছানায় রেখে আবার ফিরল আঙিনায়। আরো চারবার ওঠা-নামার পর জিনিসপত্র উঠানো শেষ হলো। শেষে খালি ট্রাঙ্কটা টেনে তুলল উপরে।

যখন এক তলা থেকে আরেক তলায় উঠছে তখন ব্যালকনির ছাত্র-শিক্ষক কেউ ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়নি তার দিকে। তিনতলার সিঁড়িঘরে প্ররক্ষক অপেক্ষা করেছিলেন। হাততালিটা শুরু করলেন তিনিই। অন্যরা তাকে অনুসরণ করল। এক করতালির অভ্যর্থনা জানানো হলো তাকে। দেলাওরা এবার বুঝল, শিক্ষালয়ে প্রবেশের প্রাথমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গেই উত্তীর্ণ হয়েছে সে। কোনো প্রশ্ন না করে বা কারো কাছে সাহায্য না নিয়ে নিজের ট্রাঙ্কটা নিজেই বিছানায় নিয়ে যাওয়া ; এটাই প্রবেশিকা পরীক্ষা। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, শান্ত মেজাজ আর জোরালো চরিত্র নবিশদের জন্য উদাহরণ হিসেবে ঘোষিত হতো তখন।

কিন্তু প্রথম রাতে প্ররক্ষকের অফিসঘরের আলোচনার স্মৃতিটাই তার মনের সবচে' গভীরে দাগ কেটেছে। বাবার আলমারি ঘেঁটে বের করা মলাটহীন, শিরোনামের পৃষ্ঠা ছেঁড়া একটা বই তার ট্রাঙ্কে ছিল। সে বই নিয়ে আলাপ করতেই প্ররক্ষকের এ সাক্ষাতের আয়োজন। ভ্রমণের রাতগুলোতে যতটা সম্ভব বইটা পড়েছে। শেষ অংশটা জানার আগ্রহে সে তখন উদগ্রীব। প্ররক্ষক বইটা সম্পর্কে তার মতামত চাইলেন।

'পড়া শেষ হলে বলতে পারব।' সে বলে।

মৃদু হেসে প্ররক্ষক বইটা তালাবদ্ধ করে বলেছিলেন : 'কোনো দিনই পারবে না। এটা নিষিদ্ধ বই।'

এরপর চব্বিশ বছর কেটেছে। বিশপ-পাঠাগারের বিষণ্ন কোণে বসে দেলাওরার মনে হলো, সে বইটা নিষিদ্ধ কি নিষিদ্ধ নয় তাতে কিছু যায় আসে না। মনে পড়ে, এটা ছাড়া যত বই হাতে এসেছে সবই পড়া হয়েছে তার। পুরো জীবনটাই যেন সেদিন শেষ হয়ে গেছে। এ বেদনায় কেঁপে ওঠে সে। শুরু হচ্ছে আরেকটা অনিশ্চিত জীবন।

উপাসের অষ্টম দিন। বিকেলের প্রার্থনা মাত্র শুরু করেছে, এমন সময় জানানো হলো ভাইসরয়কে অভ্যর্থনা জানাতে বিশপ বসার ঘরে তার অপেক্ষা করছেন। এ আসাটা ভাইসরয়ের জন্যও অপরিকল্পিত নগরীতে প্রথম ভ্রমণের সময় সময় অনুপযোগী এ ধীকল্পটা তার মাথায়ই প্রথম আসে। আশপাশের

BanglaBook.org

কর্মকর্তাদের যখন বার্তা পাঠানো হচ্ছে আর বসার ঘরটা সুশৃঙ্খল করার চেষ্টা চলছে, তখন ফুলে ছাওয়া আঙিনায় দাঁড়িয়ে উঁচু বাড়িগুলোর ছাদ দেখা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না গভর্নরের

বিশপ নিজস্ব ছয় যাজক নিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানালেন। নিজের ডান দিকে বসালেন দেলাওরাকে ভাইসরয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার সময় পুরো নামটাই শুধু বললেন। পদবি-উপাধি ব্যবহার করলেন না। আলোচনার আগে সমবেদনার চোখে ভাইসরয় আস্তরখসা দেয়াল, ছেড়া পরদা, সস্তা আসবাব, হতদরিদ্র পোশাকে ঘামতে থাকা যাজক ; সবকিছু খুঁটিয়ে দেখলেন। বেশ আহত স্বরে বললেন বিশপ : 'আমরা কাঠমিস্ত্রি যোসেফের সন্তান।' বুঝতে পারার ভঙ্গি করলেন ভাইসরয়। প্রথম সপ্তাহে দেখা সবকিছু নিয়ে বলতে লাগলেন তিনি। যুদ্ধের ক্ষত শুকানোর পর ইংরেজ অধিকৃত আন্তিলেস দ্বীপগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধির অলীক কল্পনার কথাও বললেন। বললেন শিক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের সুবিধাজনক দিক ও শিল্প-সংস্কৃতির উন্নয়ন নিয়ে। ঔপনিবেশিক এ ঘাঁটিগুলোকে সারা পৃথিবীর সঙ্গে এক কাতারে দাঁড় করানোর কথা বলে জানালেন : 'সংস্কারের যুগ এখন।'

পার্থিব ক্ষমতার সহজ প্রকৃতিটা নিয়ে আরেকবার দৃঢ় মনোভাব প্রকাশ করলেন বিশপ। দেলাওরার দিকে না তাকিয়ে কাঁপতে থাকা তর্জনীটা তুলে ভাইসরয়কে বললেন : 'এখানে ওসব সম্পর্কে ফাদার কায়েতানোই খোঁজ-খবর রাখে।'

বিশপের আঙুল অনুসরণ করে ভাইসরয়ের চোখে পড়ে সুদূর এক অভিব্যক্তি। পলকহীন তার দিকে তাকানো একজোড়া সচকিত চোখ। অকৃত্রিম আগ্রহ নিয়ে দেলাওরাকে জিজ্ঞেস করলেন : 'আপনি কি লাইবনিটজ পড়েছেন ?'

'হ্যাঁ।' নির্দিষ্ট করে আরো জানায় : 'তবে কর্তব্য উপলক্ষে।'

পরিদর্শন শেষে বোঝা যায়, ভাইসরয়ের বেশি আগ্রহ মারিয়াকে নিয়ে। বিষয়টা বুঝিয়ে বললেন তিনি। বললেন, অধ্যক্ষার যে কষ্টটা তার মনে দাগ কেটেছে সেটার খাতিরেও এ বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ।

'অকাট্য প্রমাণ খুব কম কিন্তু কনভেন্টের কার্যপ্রণালি বলছে মেয়েটা ভূতগ্রস্ত। মাদার আমাদের চেয়ে ভালো বলতে পারবেন।' বললেন বিশপ।

'তার ধারণা আপনারা শয়তানের জালে আটকা পড়েছেন।' ভাইসরয় বললেন।

'শুধু আমরা না, সমগ্র স্পেন।' বললেন বিশপ।

'সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এসেছি খ্রিষ্টের আইন স্থাপন করতে। কিন্তু করছি ম্যাস, মিছিল ও কুলদেবতাদের উৎসব। মানুষের আত্মার জন্য কিছু হয়নি।'

প্রসঙ্গত ইউকাতানের কথা বললেন। সেখানে পৌত্তলিকদের পিরামিড ঢেকে ফেলার জন্য বিশাল ক্যাথিড্রাল তৈরি হয়েছে। কিন্তু তারা বুঝতে পারছে না, স্থানীয় লোকজন ম্যাস-এ সমবেত হয় তাদের পবিত্রস্থানটা রুপার সে বেদির নিচে বলেই। বিজয়ের পর রক্তে যে মিশ্রণ হচ্ছে তা নিয়ে বললেন : স্পেনীয় রক্তের সঙ্গে ইন্ডিয়ান রক্ত এবং এ দুটাই আবার সব রকমের কৃষ্ণাঙ্গ রক্তের সঙ্গে এমনকি মানডিঙ্গো মুসলিমদের রক্তের সঙ্গেও মিশছে। ঈশ্বরের রাজ্যে এমন মিশ্রণের নজির কোথাও আছে কি না নিজেকে নিজেই জিজ্ঞেস করলেন। থেমে থেমে নেয়া শ্বাস আর বুড়োবয়সী কাশির পরও ভাইসরয়কে সুযোগ না দিয়েই শেষ করলেন তিনি : 'শত্রুর জাল ছাড়া এসবকে আর কী বলা যায় ?'

ভাইসরয় তার অসহায় অবস্থাটা প্রকাশ করলেন : 'আপনার মোহমুক্তিটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

'ব্যাপারটাকে এভাবে দেখবেন না।' বিনয়ের সঙ্গেই বললেন বিশপ : 'এ লোকগুলো যেন আমাদের ত্যাগের যোগ্য হয়ে ওঠে সেজন্য বিশ্বাসের যে জোরটা দরকার শুধু সেটাই ব্যাখ্যা করেছি।'

ভাইসরয় মূল বিষয়ে ফিরলেন : 'আমার ধারণা, অধ্যক্ষা মনে করেন এমন জটিল ক্ষেত্রে অন্য কোনো কনভেন্টই বেশি ভালো।'

'আপনাকে জানানো দরকার, কোনো ইতস্তত না করে আমরা সান্তা ক্লারাকে বেছে নিয়েছি হোসাফা মিরান্দার ধৈর্য, যোগ্যতা আর কর্তৃত্বের কারণেই।' বললেন বিশপ : 'ঈশ্বরই ভালো জানেন, ভুল আমরা করিনি।'

'তাকে আমি এ কথা জানাব।' ভাইসরয় বললেন।

'সে নিজেও খুব ভালো করে জানে। আমি চিন্তিত কারণ, এ সত্যটা কেউ বিশ্বাস করতে সাহস পাচ্ছে না।'

কথা বলতে বলতে হাঁপানির আসন্ন আক্রমণের শংকা হলো। তাই দ্রুত এ সাক্ষাৎটা শেষ করতে চাইলেন। অধ্যক্ষার আনুষ্ঠানিক স্মারকলিপিটার প্রাপ্তি স্বীকার করেন। কথা দেন, শারীরটা ভালো হলে আন্তরিকতার সঙ্গেই ব্যাপারটার যবনিকা টানবেন। ভাইসরয় ধন্যবাদ জানালেন। বিনয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারপর্ব শেষ। তিনি নিজেও হাঁপানি রোগী। তাই বিশপের চিকিৎসার জন্য তার ডাক্তারদের তিনি দিতে চাইলেন। বিশপের কাছে ব্যাপারটা যথাযথ মনে হলো না : 'সবই ঈশ্বরের হাতে। কুমারী মাতা যে বয়সে মারা গেছেন আমার বয়সও এখন তাই।'

সাক্ষাৎকালীন শুভেচ্ছার অপর দিকে বিদায়টা হলো বেশ মন্থর ও আনুষ্ঠানিক। দেলাওরাসহ তিন যাজক বিষণ্ন করিডোর ধরে নিঃশব্দে হেঁটে তাকে সদরদরজা অবধি পৌঁছে দিলেন। আড়াআড়ি রাখা বল্লম দিয়ে ভাইসরয় রক্ষীরা

BanglaBook.org

ভিখারিদের ঠেকাচ্ছে। গাড়িতে ওঠার আগে দেলাওরার দিকে ঘুরে আঙুল তুলে বললেন ভাইসরয় : 'আমাকে আপনার কথা ভুলে যাওয়ার সুযোগ দেবেন না।'

বাক্যটা এত অপ্রত্যাশিত ও হেঁয়ালিভরা যে, প্রত্যুত্তরে দেলাওরা মাথা নোয়ানো ছাড়া কিছুই করতে পারল না।

এ সাক্ষাতের ফলাফল হোসেফা সিরান্দাকে জানাতে ভাইসরয় গাড়ি নিয়ে এলেন কনভেন্টে। ঘণ্টাকয় পর বিদায়ের আগে ভাইসরয়-পত্নীর বারবার আবেদনের পরও মারচিনা লাবোর্দেকে ক্ষমা করতে রাজি হলেন না তিনি। অন্যান্য জেলে এর চেয়েও কম অপরাধে অপরাধী কয়েদি দেখেছেন তিনি। তার ধারণা, এ ক্ষমা প্রদর্শন তাদের জন্য একটি কু-নজির স্থাপন করবে। দেলাওরা ফিরে না আসা পর্যন্ত চোখ বন্ধ করে সামনে ঝুঁকে ঘড়ঘড় আওয়াজের শ্বাস-প্রশ্বাসটা থামানোর চেষ্টা করেন বিশপ। সহকারীরা নিঃশব্দে চলে গেছে। বসার ঘরটা অন্ধকার। চোখ মেলে দেয়ালের কাছে খালি চেয়ারগুলো আর দেলাওরাকে ছাড়া কিছুই দেখলেন না। খুব নিচু লয়ে জিজ্ঞেস করলেন : 'এত ভালো মানুষ আমরা আগে কখনো দেখেছি ?'

দুর্বোধ্য এক অঙ্গভঙ্গিতে উত্তর করে দেলাওরা। চেয়ারটাতে নড়েচড়ে বসলেন বিশপ। শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত চেয়ারের হাতলে ভর দিয়ে বসে থাকলেন। সন্ধ্যার খাবার খেলেন না। দেলাওরা মোমবাতি এনে তার শোওয়ার ঘরে যাওয়ার পথ আলোকিত করে দিল।

'ভাইসরয়ের সঙ্গে আমাদের আচরণটা ভালো হয়নি।' বিশপ বললেন।

'ভালো হওয়ার কোনো কারণ ছিল ?' দেলাওরা জিজ্ঞেস করল : 'না জানিয়ে বিশপের ঘরে কেউ হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে না।'

বিশপ নিজের অসম্মতিটা জোরেশোরেই দেলাওরাকে জানালেন : 'আমার দরজাই গির্জার দরজা। আচার-ব্যবহার প্রাচীনপন্থী খ্রিষ্টানের। হাঁপানির অজুহাত দেখানোটা ঠিক হয়নি। এজন্য কিছু একটা আমাকেই করতে হবে।' শোওয়ার ঘরের দরজায় পৌঁছতে না পৌঁছতে কণ্ঠস্বরের লয় ও বিষয়বস্তু পাল্টালেন। দেলাওরার কাঁধে একটা পরিচিত মৃদু চাপড় মেরে বিদায় জানালেন : 'আমার জন্য প্রার্থনা করো। আশঙ্কা হচ্ছে, রাতটা বড় দীর্ঘ হবে।'

মনে হচ্ছে ভাইসরয়ের সাক্ষাতের সময় হাঁপানির যে আক্রমণের শংকা করেছেন, সে আক্রমণে এখন যেন মারা যাচ্ছেন তিনি। ছত্রাকের বমির ওষুধ আর অন্যান্য কড়া ওষুধেও যখন কিছু হলো না, তখন জরুরিভিত্তিতে রক্তপাত করাতে হলো। ভোরে আবার উঠলেন তিনি অপরাজেয় হয়ে।

পাঠাগারে নির্ঘুম কায়েতানো এসবের কিছুই জানত না। সকালের প্রার্থনা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে তাকে জানানো হলো, বিশপ শোওয়ার ঘরে তার জন্য অপেক্ষা

BanglaBook.org

করছেন। বিছানায় বসে মাখন ও পনির মেশানো এক কাপ চকোলেটে চুমুক দিতে দিতে হাঁপরের মতো শ্বাস নিচ্ছেন। বেশ ফুরফুরে মেজাজ। এক নজরেই দেলাওরা বোঝে, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন তিনি।

অনুমানটা ঠিক। অধ্যক্ষার অনুরোধের পরও মারিয়া সান্তা ক্লারায়ই থাকবে। এবং বিশপের পুরো আস্থা নিয়ে দায়িত্বে থাকবে দেলাওরা। আর সেলে আটকে রাখা হবে না মারিয়াকে। কনভেন্টের সাধারণ নিবাসীদের যে সুযোগ-সুবিধা, তাও সে পাবে। এ কর্মপদ্ধতিটার জন্য বিশপ কৃতজ্ঞ। কিন্তু দৃঢ়তার অভাবে দেলাওরার কাজে বিঘ্ন ঘটছে। তাই বিবেচনা করে কাজ করার পরামর্শ দিলেন তাকে। সুযোগ ও স্বাস্থ্যের কারণে মার্কেসকে যতদিন সাক্ষাৎ দিতে না পারেন, ততদিন দরকার মতো মার্কেসের সঙ্গে দেখা করে কাজ করার আদেশ দিয়ে যবনিকা টানলেন বিশপ : 'আর কোনো নির্দেশনা নেই। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।'

কনভেন্টে ছুটল দেলাওরা। বুকে হাতুড় পেটা শব্দ। কিন্তু মারিয়া সেলে নেই। সে তখন অভ্যর্থনা কক্ষে। হাঁটু পর্যন্ত এলিয়ে পড়া চুল, সারা গায় মণিমুক্তা আর কৃষ্ণাঙ্গিনীর নন্দনিকতা নিয়ে ভাইসরয়ের সফর সঙ্গীদের এক খ্যাতিমান চিত্রকরকে পোর্ট্রেটের পোজ দিচ্ছে। শিল্পীর নির্দেশগুলো যে বুদ্ধিমত্তায় সে পালন করছে, তা তার সৌন্দর্যের মতোই প্রশংসনীয়। মহানন্দে ডুবল দেলাওরা। আড়ালে বসে এসব দেখতে দেখতে মন থেকে সব সন্দেহ দূর করতে যে সময় লাগে তার চেয়েও বেশি সময় পেল সে।

বেলা তিনটা। পোর্ট্রেট শেষ। একটু দূরে বসিয়ে চিত্রকর পোর্ট্রেটটা খুঁটিয়ে দেখছেন। শেষবারের মতো দু-তিনবার ব্রাশ ছোঁয়ালেন। নিজে সই করার আগে মারিয়াকে ছবিটা দেখতে বললেন। আজ্ঞাবাহী একদল দানব পরিবেষ্টিত হয়ে মেঘের ওপর দাঁড়ানো মারিয়া ; ছবিটা হুবহু এমন। সময় নিয়ে দেখে সেটা। তারপর বেশ জাঁকজমকের মধ্যে নিজেকে শনাক্ত করে বলে : 'এ তো একটা আয়না !'

'দানবগুলোও ?' জিজ্ঞেস করলেন চিত্রকর।

'ঠিক তাই।' সে বলল।

বৈঠক শেষ। তাই মারিয়াকে নিয়ে সেলে ফেরে দেলাওরা। তাকে হাঁটতে দেখেনি কখনো তাই মনে হলো, হাঁটাটা তার নাচের মতোই আনায়াস ও সৌন্দর্যময়। ক্যাসক ছাড়া অন্য কোনো পোশাকেও তাকে আগে দেখেনি। রাজকীয় গাউনে তাকে বেশ ভারিক্কি ও রুচিশীল মনে হচ্ছে। ইতিমধ্যেই প্রায় মহিলা হয়ে উঠেছে সে, ব্যাপারটা স্পষ্ট। আগে পাশাপাশিও কখনো হাঁটেনি। এ অকপট চলাফেরায় তাই দেলাওরা মুগ্ধ।

BanglaBook.org

সেলের চেহারা পাল্টেছে ভাইসরয় ও তার পত্নীর হস্তক্ষেপই এর কারণ বিশপের যুক্তিগুলো অধ্যক্ষকে তারা বোঝাতে পেরেছেন নতুন তোশক, লিলেনের চাদর, নরম বালিশ আর গোসল ও দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোও দেয়া হয়েছে। জাফরিহীন জানলা দিয়ে আসা সমুদ্রের আলো সদ্য চুনকাম করা দেয়ালে ঝকঝক করছে। মারিয়া ও অন্য নানদের খাবার এখন এক তাই বাইরে থেকে কিছু আনা দরকার নেই। কিন্তু দোকান থেকে মজাদার কিছু খাবার দেলাওরা প্রায়ই গোপনে নিয়ে আসে।

ভাগাভাগি করে খাওয়ার ইচ্ছা মারিয়ার। ক্লারিসানদের মর্যাদার খাবার কেক, তারই ছোট্ট একটা টুকরা মুখে নিত দেলাওরা। খেতে খেতে কথাটা বলল মারিয়া : 'আমি বরফ দেখেছিনে।'

দেলাওরা ভয় পায় না। পুরনো আমলের এক ভাইসরয়ের একটা গল্প আছে : সে ভাইসরয় স্থানীয় লোকদের দেখাতে পিরেনিজ থেকে বরফ আনতে চেয়েছিলেন। তিনি জানতেন না, এখানে এ সমুদ্রের পাশেই সিয়েরা নেভাদা দে সান্তা মার্তায় বরফ আছে। সম্ভবত চতুর উদ্ভাবনী কৌশলে দন রোদ্রিগো দে বুয়েন লোসানো সে কাণ্ডটা ঘটিয়েছে।

'ব্যাপারটা ঘটেছে স্বপ্নে।' খুলে বলল মারিয়া : খুব বরফ পড়ছে। এমন এক জানালার পাশে বসে কোলে রাখা এক থোকা থেকে একটা একটা করে আঙুর খাচ্ছে সে। একটা ভয় দেলাওরাকে ছুঁয়ে গেল। শেষ উত্তরের শংকায় কাঁপতে কাঁপতে সাহস করে জিজ্ঞেস করে : 'স্বপ্নটা শেষ হয়েছে কীভাবে ?'

'বলতে ভয় করছে।'

আর কিছু শোনার দরকার নেই। চোখ বন্ধ করে মেয়েটার জন্য প্রার্থনা করে সে। শেষে তাকে মনে হয় পরিবর্তিত এক মানুষ : 'ভয় পেয়ো না। শিগগিরই যিশুর দয়ায় মুক্ত হবে। সুখী হবে তুমি।'

...

মারিয়ার কনভেন্টে চলে যাওয়ার কথা বেরনাদা জানেন না। এক রাতে অলিভিয়াকে বাড়িঘর ঝাড় দিতে দেখে ভাবলেন, এটাও একটা দৃষ্টিভ্রম। তখনই ঘটনাক্রমে মারিয়ার অনুপস্থিতি তার কাছে ধরা পড়ে। একটা যৌক্তিক ব্যাখ্যার খোঁজে বাড়ির সব ঘরে তল্লাশি চালালেন। মনে পড়ল, বেশ কিছু দিন মারিয়াকে দেখছেন না। একটু আধটু জানত কারিদাদ দেল কোবরে : সিনর 'মার্কেস শুধু বললেন, ও অনেক দূর চলে যাচ্ছে। আমরা আর কোনো দিন ওকে দেখতে পাব না।' মার্কেসের ঘরে বাতি জ্বলছে। টোকা না দিয়েই ঢুকলেন তিনি।

মশা তাড়াতে হালকা আগুনে পোড়া ঘুঁটির ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন মার্কেস হ্যামকে নিদ্রাহীন শুয়ে আছেন। রেশমি পোশাকে মোড়া বেরনাদার উজ্জ্বল মূর্তিটা দেখে

BanglaBook.org

ভাবলেন, হয়ত অশরীরী কিছু দেখছেন। কারণ, বেরনাদাকে দেখাচ্ছিল বিবর্ণ, ফ্যাকাসে যেন দূরাগত কেউ। মারিয়ার কথা জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'বেশ কিছুদিন যাবৎ ও আমাদের সঙ্গে নেই।' বললেন মার্কেস। কথাটার খুব বাজে একটা অর্থ করলেন বেরনাদা। শ্বাস নিতে হাতের কাছের চেয়ারটায় বসে জানতে চাইলেন : 'আবরেনুসিও কি তার কাজটা শেষ করেছে ?' ক্রুশ আঁকলেন মার্কেস : 'ঈশ্বর না করুন !'

বেরনাদাকে তিনি সত্যি কথাই বললেন। সতর্ক হয়ে ব্যাখ্যা করলেন, জানানো হয়নি কারণ, তার নিজেরই ইচ্ছায় সে মরেছে, নিজেকে তাই ভেবেছে সে। পলকহীন চোখে বারো বছরের দুর্ভাগ্যজনক দাম্পত্যে কখনো যা করেননি, তার চেয়ে বেশি মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনলেন বেরনাদা।

'জানতাম এতে নিজের জীবনটাও যাবে,' বললেন মার্কেস : 'কিন্তু যাবে আমার মেয়ের জীবনের বিনিময়ে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বেরনাদা : 'মানে আমাদের লজ্জাটা এখন সবারই জানা।' স্বামীর চোখে পানি চিকচিক করতে দেখলেন। পেট মুচড়ে ওঠল। মৃত্যু নয় বরং আজ বা কাল যা ঘটবে তার নিশ্চয়তাই আসল ব্যাপার। বেরনাদার ভুল হয়নি। গায়ের সব শক্তি জড়ো করে হ্যামক থেকে নেমে তার সামনে অতজানু হলেন মার্কেস। অপদার্থ বুড়োর মতো তীব্র কান্নায় ভেঙে পড়লেন। রেশমি কাপড় চুঁইয়ে কোলে গড়িয়ে পড়া পুরুষালি অশ্রুর আর্দ্রতাটার কাছে নুয়ে এলেন বেরনাদা। মেয়েটাকে তিনি ঘৃণা করেন, তবুও সে যে বেঁচে আছে, শুনে নিজ স্বস্তির কথাটা স্বীকার করলেন এবার।

'মৃত্যু ছাড়া অন্য সবকিছুর অর্থই আমি জানি।' বেরনাদা বললেন। পচানো মধু আর কোকো নিয়ে আবার ঘরের দরজায় খিল তুললেন। দু সপ্তাহ পর যখন ঘর থেকে বেরোলেন, তখন তিনি এক চলমান লাশ। ভোর থেকেই এ যাত্রার ব্যাপারে সচেতন ছিলেন মার্কেস। কিন্তু মনোযোগ দেননি। দেখলেন সূর্যের তেজ বাড়ার আগেই বিশাল উঠান পার হয়ে দরজা দিয়ে নিরীহ এক খচ্চরের পিঠে চড়ে বেরিয়ে গেলেন বেরনাদা। পেছনে আরেকটা খচ্চরের পিঠে মালপত্র। আগেও এভাবে গেছেন তিনি। খচ্চর চালক বা ক্রীতদাস না নিয়ে, কাউকে বিদায় না জানিয়ে বা কারো কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্যটা ব্যাখ্যা না করে। কিন্তু মার্কেস জানেন, এবার সে যাচ্ছে আর কখনো ফিরবে না বলে। কারণ চিরাচরিত ট্রাঙ্কটা ছাড়াও এবার সঙ্গে যাচ্ছে বছরের পর বছর বিছানার নিচে পুঁতে রাখা খাঁটি সোনা ভরতি পাত্র দুটা।

হ্যামকে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছেন মার্কেস। আবারো ক্রীতদাসদের ছোরা নিয়ে আক্রমণ করার ভীতিটা অনুভব করলেন। তাই দিনেও তাদের ঘরে না

BanglaBook.org

ঢোকার নির্দেশ দিলেন এজন্য বিশপের নির্দেশে দেলাওরা যখন তার সঙ্গে দেখা করতে এল, তখন বিনা আমন্ত্রণেই তাকে ভেতরে ঢুকতে হলো কারণ জোরে দরজায় টোকা মেরেও কারো সাড়া পায়নি সে তখন খাঁচার মধ্যে হাউমাউ করছে ম্যাস্টিফগুলো। তবু এগিয়ে গেল সে। উদ্যানে আরবি জোব্বা আর তলেদোর টুপি পরে হ্যামকে শুয়ে আছেন মার্কেস। সারা গা কমলাফুলে ঢাকা। ডুবে আছেন ভাতঘুমে। ঘুম থেকে না জাগিয়ে তাকে গভীরভাবে দেখে দেলাওরা। মনে হয় নির্জনতায় ভেঙে পড়া বুড়ো এক মারিয়াকে দেখছে সে। মার্কেস জাগলেন। কিন্তু দেলাওরার চোখে পট্টি থাকায় ঠিক ঠাওর করতে পারলেন না। হাত উঁচু করে দেলাওরা। শান্তির সংকেতে প্রসারিত তার আঙুল : 'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। কেমন আছেন ?'

'একদম পচে যাচ্ছি।'

দুর্বল হাতে ভাতঘুমের মাকড়সার জালগুলো ছিঁড়ে হ্যামকে উঠে বসলেন তিনি। আগে না বলে চলে আসায় ক্ষমা চায় দেলাওরা। মার্কেস জানালেন, অভ্যর্থনা জানানোর অভ্যাস নেই বলে কেউ তার কড়া নাড়ার উত্তর দেয়নি। এবার গম্ভীর লয়ে জানায় দেলাওরা : 'ব্যস্ততা আর হাঁপানিতে ভুগছেন বলে মাননীয় বিশপ আমাকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছেন।' শুরুর আনুষ্ঠানিকতা শেষে হ্যামকের পাশে বসে সে। এবার বুকের মধ্যে তোলপাড় করা বিষয়টাতে চলে আসে সরাসরি : 'আপনার মেয়ের আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের দায়িত্বটা আমার ওপর।' ধন্যবাদ জানিয়ে মেয়ে কেমন আছে জানতে চাইলেন মার্কেস।

'ভালো।' বলল দেলাওরা : 'কিন্তু আরো ভালো করতে সাহায্য করব আমি।'

দানব তাড়ানোর তাৎপর্য ও পদ্ধতি ব্যাখ্যা করল সে। যিশু তার শিষ্যদের দেহ থেকে প্রেতাত্মা তাড়ানো ও রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা দিয়েছেন, এ নিয়েও কথা হলো। লিজিয়ন ও ভূতগ্রস্ত দু হাজার শুয়োর নিয়ে গসপেলের রূপক কাহিনীটা আবার বলল। মূল ব্যাপার হলো, মারিয়া আসলেই ভূতগ্রস্ত কি না এটা স্থির করা। মারিয়ার ভূতগ্রস্ততায় তার বিশ্বাস নেই। কিন্তু সন্দেহ দূর করতে মার্কেসের সাহায্য দরকার। এবার সে জানতে চায় কনভেন্টে যাওয়ার আগে মেয়েটার অবস্থার কথা।

'জানি না। আমার ধারণা, ওকে যতটা বেশি জানি, ততটাই কম চিনি।'

দাস-অঙ্গনে ভাগ্যের হাতে মেয়েকে নির্বাসনের অপরাধে অপরাধী তিনি। তার মত : এজন্যই মারিয়ার নীরবতাটা কয়েক মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়, অযৌক্তিক তীব্র রাগে ফেটে পড়ে সে, কব্জির ঘণ্টাটা অবলীলায় বিড়ালের গলায় বেঁধে মাকে বোকা বানাতে পারে। সেখান থেকেই এসব তার মধ্যে তৈরি। শুধুমাত্র আনন্দের বশে মিথ্যা বলাটা তার অভ্যাস এজন্যই তাকে বোঝা এত মুশকিল।

'কালোরা আমাদের সঙ্গে মিথ্যা বলে নিজেদের মধ্যে নয়।' মার্কেস বললেন।

মারিয়ার শোওয়ার ঘরে ঢোকে দেলাওরা। এক নজরেই দাদির মালপত্রের বিশাল আয়োজন আর মারিয়ার জিনিসপত্রের মধ্যে পার্থক্য করে ফেলে। মেয়েটার নিজের জিনিস বলতে আছে বড় একটা পুতুল, চাবি দেয়া ব্যালে-নর্তকী আর একটা মিউজিক বক্স। মার্কেস যে ছোট্ট ব্যাগটা কনভেন্টে নিয়ে গিয়েছিলেন সেটা বিছানায় পড়ে আছে। ধূলির চাদরে ঢাকা তেয়োরবোটা পড়ে আছে এক কোণে। মার্কেস বুঝিয়ে বললেন, এ বাদ্যযন্ত্রটা আজকাল আর ব্যবহৃত হয় না। এ যন্ত্র বাজানোয় মেয়ের দক্ষতার কথাটা একটু বাড়িয়েই বললেন। আনমনে যন্ত্রটা নিয়ে টুংটাং করলেন। তারপর স্মৃতি থেকে সেটা শুধু বাজালেনই না, মারিয়াকে নিয়ে যে গানটা গাইতেন সেটাও গাইলেন।

সে এক স্বর্গীয় মুহূর্ত। মার্কেস মেয়ে সম্পর্কে যা বলতে পারেননি গান দেলাওরাকে তাই বলে দিল। মার্কেস এত আবেগাপ্লুত হলেন যে, গানটা গেয়ে শেষ করতে পারলেন না : 'হ্যাটটা ওর মাথায় কত সুন্দর মানাত আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না !'

তার আবেগে আবেগি দেলাওরাও : 'মেয়েকে আপনি খুব ভালোবাসেন।'

'কতখানি তা ভাবতেও পারবেন না। ওকে একবার দেখার জন্য প্রাণ দিয়ে দিতে পারি।'

দেলাওরার আবার মনে হলো, পুণ্যাত্মা সামান্য ফাঁক ফোকরও কোথাও রাখেননি : 'এ তো খুব সহজ ব্যাপার। আমাদের শুধু প্রমাণ করতে হবে মারিয়া দানব-আক্রান্ত নয়।'

'আবরেনুনসিওর সঙ্গে কথা বলুন। প্রথম থেকেই সে বলছে মারিয়া সুস্থ। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে পারবে শুধু সেই।'

দেলাওরা পড়ল উভয় সংকটে। আবরেনুনসিওর ঐশ্বরিক ক্ষমতা থাকলেও তার সঙ্গে কথা বলার ফল হিতে বিপরীত হতে পারে। মার্কেস তার মনের কথাটা বুঝলেন, বললেন : 'মহামানব সে।'

অর্থপূর্ণ মাথা দোলায় দেলাওরা : 'মহামান্য পোপদপ্তরের নথিগুলোর সঙ্গে আমি পরিচিত।'

'মেয়ে ফিরে পেতে কোনো ত্যাগই আমার কাছে বড় নয়।' পীড়াপীড়ি করলেন মার্কেস। কিন্তু দেলাওরার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। মার্কেস এবার উপসংহার টানলেন : 'ঈশ্বরের দোহাই, আপনার কাছে ভিক্ষা চাইছি আমি।'

কাতর হলো দেলাওরাও : 'আমার যন্ত্রণাটা আর বাড়াবেন না। অনুরোধ করছি।'

BanglaBook.org

আর পীড়াপীড়ি করলেন না মার্কেস। বিছানার ব্যাগটা দেলাওরার হাতে দিয়ে শুধু বললেন : 'অন্তত এটা দেখে সে জানবে আমি তার কথা ভাবছি।'

বিদায় না জানিয়েই পালায় দেলাওরা। জামার নিচে ছোট্ট ব্যাগটা ঢোকায়। ধেয়ে আসা বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে বর্ষাতি চাপায় গায়। মার্কেস তেয়োরবোতে যে গানটা গেয়েছেন তার অংশবিশেষ চাপা গলায় সেও যে আবৃত্তি করছে সেটা টের পেতে একটু সময় লাগে। বৃষ্টিতে কাক ভেজা ভিজে দেলাওরা জোরে গাইতে লাগল সে গান। স্মৃতি থেকে পুরোটাই গাইল। কারিগর পাড়ায় ঢুকে বাঁয়ে মোড় নিল। গাইতে গাইতেই আবরেনুনসিওর দরজায় দিল টোকা। দীর্ঘ নীরবতার পর হাঁটাহাঁটির এলোমেলো শব্দ। আধবোজা এক কণ্ঠস্বর শুনল সে : 'কে ?'

'আইনের লোক।' বলল দেলাওরা।

চিৎকার করে নিজের নাম বলার চেয়ে এটাই তার ভালো মনে হলো। সত্যি সরকারি লোক ভেবে দরজা খুললেন আবরেনুনসিও। দেলাওরাকে ঠিক চিনতে পারলেন না।

'আমি বিশপের গ্রন্থাগারিক।' নিজে সরে গিয়ে অন্ধকার প্রবেশপথে তাকে ঢোকার সুবিধা করে দিলেন ডাক্তার। বর্ষাতি খুলতে সাহায্য করলেন। স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে ল্যাটিনে জিজ্ঞেস করলেন : 'চোখটা কোন যুদ্ধে হারালেন ?'

ধ্রুপদী ল্যাটিনে গ্রহণের দুর্ঘটনা বর্ণনা করে দেলাওরা বলল, চোখটা কিছুতেই সারছে না। যদিও বিশপের ডাক্তার বলেছেন এ পট্টি অব্যর্থ জিনিস। কিন্তু আবরেনুনসিওর মনোযোগ তার ভাষার বিশুদ্ধতার দিকে।

'একদম নিখুঁত !' অবাক হয়ে বললেন : 'আপনি কোন এলাকার লোক ?'

'আভিলা।'

'তাহলে আরো প্রশংসার ব্যাপার।' তিনি দেলাওরার পোশাক ও স্যান্ডেল খুলিয়ে শুকাতে দিলেন। দেলাওরার কাদা মাখা ট্রাউজারের ওপর নিজের বহিরাবরণ চাপিয়ে দিলেন। চোখের পট্টিটা খুলে ছুড়ে দিলেন ময়লার ঝুড়িতে : 'এ চোখের একমাত্র সমস্যা, যতটা দেখা উচিত সে দেখে তার চেয়ে বেশি।' ঘরে গাদাগাদি করা বইয়ের সংখ্যা দেখে দেলাওরা বিমোহিত। বিষয়টা খেয়াল করে ডিসপেনসারির যে অংশে ছাদ লাগোয়া শেলফের পর শেলফ ভরতি বই সেখানে তাকে নিয়ে গেলেন আবরেনুনসিও।

'হা ঈশ্বর ! এ তো দেখছি পেত্রার্কার লাইব্রেরি।' বিস্মিত দেলাওরা।

'তার চেয়ে শ দুয়েক বই এখানে বেশি।'

মেহমানকে ইচ্ছা মতো বই ঘাঁটাঘাঁটি করতে দিলেন। স্পেনে যে কারণে জেল হতে পারে এমন অদ্বিতীয় বইও ছিল সেখানে। দেলাওরা শনাক্ত করতে

BanglaBook.org

পারল সেসব বই আগ্রহ নিয়ে পাতা উল্টাল মনে অনুতাপ নিয়ে আবার সেসব তাকে তুলল ফরাসিতে ভলতেয়ারের লেটার ফিলসফিকসের পাশেই যত্ন করে রাখা 'ফ্রে জিরানডিও'র ল্যাটিন অনুবাদটা

'ল্যাটিনে ভলতেয়ার ধর্মদ্রোহিতা !' ঠাট্টা করে বলল সে

আবরেনুনসিও জানালেন, তীর্থযাত্রীদের শান্তির জন্য দুষ্প্রাপ্য বই করার বিলাসিতা ছিল সাধু কোইম্বয়ার। এটা তার অনুবাদ। দেলাওরা বইটা নেড়েচেড়ে দেখছে। ডাক্তার তখন জানতে চাইলেন, সে ফরাসি জানে কি না।

'বলতে পারি না, পড়তে পারি।' দেলাওরা অযথা বিনয় না করে ল্যাটিনেই জানায় : 'গ্রিক, ইংরেজি, ইতালীয়, পর্তুগিজ এবং সামান্য জার্মানও জানি।'

'ভলতেয়ার সম্পর্কে আপনার মন্তব্যের কারণেই জিজ্ঞেস করলাম। তার গদ্য নিখুঁত।'

'এবং আমরাই সবচে' বেশি আহত হই,' বলল দেলাওরা : 'কী লজ্জা ! এটা লিখেছেন একজন ফরাসি !'

'আপনি স্প্যানিশ বলে এ কথা বলছেন।'

'এ বয়সে এসে রক্তে এত মিশ্রণ নিয়ে কোত্থেকে আমার উৎপত্তি তা নিয়ে আমি মোটেই নিশ্চিত না। বা কে আমি সে সম্পর্কেও।'

'এ রাজ্যগুলোতে কেউ তা জানে না,' বললেন আবরেনুনসিও : 'আমার ধারণা এটা জানতে কয়েক শতাব্দী লাগবে।'

দেলাওরা কথা বলছে কিন্তু পাঠাগারে চোখ বোলানো থামাচ্ছে না। তারপর আগে বহুবার যেমন হয়েছে, তেমন করে, কোনো সতর্কীকরণ ছাড়াই– তার বারো বছর বয়সের শিক্ষাশ্রমের প্ররক্ষক যে বইটা বাজেয়াপ্ত করেছিলেন সে বইয়ের কথা মনে পড়ল। সে বইয়ের একমাত্র যে কাহিনীটা মনে আছে তা ভাবল। এ বইটা চিনতে সাহায্য করতে পারবে বলে যাকে মনে হয়েছে তাকেই জিজ্ঞেস করেছে এ বইয়ের কথা আজীবন।

'শিরোনাম মনে আছে ?' আবরেনুনসিও জানতে চাইলেন।

'আরে না, না। গল্পটা কীভাবে শেষ হয়েছে জানতে পারলে তার বিনিময়ে যে কোনো মূল্য দিতে রাজি আছি আমি।'

একটা কথাও না বলে ডাক্তার তার সামনে বইটা এনে রাখলেন। দেখামাত্রই চিনল সে। পুরনো সেভিলীয় সংস্করণের একটা 'দি ফোর বুক অব অ্যামিডাস অব গ্যল'। যেন অন্তহীন এক পাপের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, কাঁপতে কাঁপতে বইটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে দেলাওরা। সাহস করে বলে : 'আপনি কি জানেন এটা নিষিদ্ধ বই ?'

BanglaBook.org

'আমাদের যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলোর মতো' তাদের বদলে এখন চাপানো হচ্ছে কিছু পণ্ডিতিগ্রন্থ। গোপনে বীরত্বমূলক উপন্যাস না পড়লে আমাদের জমানার গরিব লোকগুলো পড়বে কী ?'

'অন্য বইও আছে। ছাপার বছরই এখানে 'ডন কিহোতে'র প্রথম সংস্করণের একশো কপি পড়া হয়েছে।'

'হয়নি। শুল্ক বিভাগের হাত হয়ে অন্য রাজ্যে চলে গেছে।'

আবরেনুনসিওর দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না দেলাওরা। কারণ দি ফোর বুক অব অ্যামিডাস অব গ্যলের মূল্যবান সংস্করণটা সে চিনতে পেরেছে : 'ন বছর আগে এ বইটা আমাদের পাঠাগারের গোপন শাখা থেকে চুরি যায়। পরে আর খোঁজ পাওয়া যায়নি।'

'তা জানি,' আবরেনুনসিও বললেন : 'কিন্তু এটাকে ঐতিহাসিক সংস্করণ হিসেবে বিবেচনা করার অন্য কিছু কারণও আছে। এক বছর এ বই এগারো জন লোকের মধ্যে ঘুরেছে। তাদের তিনজন মরেছে। আমি নিশ্চিত তারা অজানা কোনো মরণকৌশলের শিকার।'

'আমার কর্তব্য পোপদপ্তরে আপনার অপরাধটা ফাস করে দেয়া।'

আবরেনুনসিও একে ঠাট্টা ভাবলেন : 'ধর্মদ্রোহী কিছু বলেছি ?'

'নিষিদ্ধ একটা বই আপনার দখলে। অথচ কর্তৃপক্ষকে জানাননি।'

'একটা না, আরো অনেক আছে।' বইঠাসা তাকগুলোর দিকে আঙুল তুলে বিশাল এক বৃত্ত এঁকে বললেন : 'কিন্তু উদ্দেশ্য এটা হলে আপনি আরো আগেই আসতেন আর আমিও দরজাটা খুলতাম না।' দেলাওরার দিকে ঘুরে খোশ মেজাজি উপসংহার : 'বরং আপনি এসেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হলো এতেই আমি খুশি।'

'মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত মার্কেসই এ সাক্ষাতের প্রস্তাব দিয়েছেন।' বলল দেলাওরা।

নিজের মুখোমুখি একটা চেয়ারে তাকে বসালেন। বাইরে তখন ঝড়ের তাণ্ডব। সমুদ্র ওলট-পালট। কিন্তু তারা আলাপে মজল। মানব জাতির শুরু থেকে জলাতঙ্কের ইতিহাস, নির্বিঘ্নে যে ভয়াবহ ক্ষতি এ রোগ করেছে এবং তা প্রতিরোধে চিকিৎসা বিজ্ঞানের দুঃখজনক অক্ষমতা নিয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিলেন আবরেনুনসিও। মানসিক অস্থিরতা, অসুস্থতা ও ভূতগ্রস্ততার সঙ্গে এ রোগ কীভাবে সবসময় মিলেমিশে যায় তার দুঃখজনক কিছু উদাহরণ দিলেন। এতগুলো সপ্তাহ পর মারিয়ার জলাতঙ্ক হয়েছে ভাবা অবান্তর। আবরেনুনসিও উপসংহারে বললেন, এখন বিপদ একটাই ; অনেকের মতো সেও পিশাচ ছাড়ানোর নিষ্ঠুরতায় মারা যেতে পারে।

BanglaBook.org

শেষ বাক্যটাকে দেলাওরার মধ্যযুগীয় ওষুধের মতো এক অতিরঞ্জন মনে হলো কিন্তু কথা বাড়াল না। কারণ মেয়েটা ভূতগ্রস্ত নয় বলে যে ধর্মতাত্ত্বিক ইঙ্গিত মিলছে সে সেই মতের অনুসারী। বলল, স্প্যানিশ ও পর্তুগিজ থেকে আকাশ-পাতাল আলাদা মারিয়ার বলা তিনটা আফ্রিকান ভাষাকে কনভেন্টে শয়তানের প্রভাব থাকার কারণ বলে মনে করা হয়, আসলে তা নয়। তার দৈহিক শক্তি নিয়েও অনেক কথা আছে। কিন্তু সেসবের একটাতেও তাকে অলৌকিক বলা হয়নি। শূন্যে ভেসে থাকা বা ভবিষ্যদ্বাণী করার কোনো অভিযোগই প্রমাণিত নয়। কিন্তু দুটা ঘটনা তার অসাধারণত্বের ছোট প্রমাণ হিসেবে কাজ করছে। দেলাওরা নিজ উপদলের খ্যাতিমান সদস্য, এমনকি অন্য সম্প্রদায়ের সমর্থনও আদায়ের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কেউই কনভেন্টের কার্যপ্রণালি বা সাধারণ মানুষের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বলতে সাহস করেনি। সে জানে, তার বা আবরেনুনসিওর মতামত কেউই গ্রহণ করবে না। দুজনের মিলিত মত তো নয়ই।

'ব্যাপারটা হবে এই, আপনার আর আমার বিরুদ্ধে বাকি সবাই।' সে বলল।

'এজন্যই আপনি আসায় অবাক হয়েছি। মহামান্য পোপদপ্তরের সংরক্ষিত বনে আমিই একমাত্র তাড়া খাওয়া শিকার।'

'আসলে কেন এসেছি আমি নিজেও নিশ্চিত না। এমন না হলেই ভালো যে, আমার বিশ্বাসের শক্তি পরীক্ষার জন্য পুণ্যাত্মা এ মেয়েটাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন।'

দীর্ঘশ্বাসের যে জটলা তার বুকে পাকিয়েছিল, এ কথাগুলো বলে তা থেকে মুক্তি পেল সে। আবরেনুনসিও তার চোখে, হৃদয়ের গভীরে তাকালেন। উপলব্ধি করলেন, দেলাওরার তখন কাঁদকাঁদ অবস্থা।

'অযথা কষ্ট পাবেন না। তাকে নিয়ে বলতেই হয়ত এসেছেন।'

দেলাওরার মনে হলো কেউ তাকে ন্যাংটো দেখে ফেলেছে। উঠে দাঁড়াল। দরজা খুঁজল। পুরো পোশাক পরা না থাকায় বেরুতে পারল না। আবরেনুনসিও ভেজা কাপড়গুলো আবার পরতে তাকে সাহায্য করলেন। আলোচনা অটুট রাখতে আটকানোর চেষ্টা করলেন : 'আপনার সঙ্গে একটানা একশো বছর কথা বলতে পারি।' চোখে গ্রহণের ক্ষত সারাতে ওষুধ দিলেন। ফেলে যাওয়া ছোট্ট ব্যাগটা নিয়ে যাওয়ার জন্য দরজা থেকে ডেকে আনলেন। কিন্তু দেলাওরা মৃত্যু শোকে আচ্ছন্ন। সুন্দর একটা বিকাল, চিকিৎসা আর চোখের অষুধের জন্য আবরেনুনসিওকে ধন্যবাদ জানাল। দিল আরেক দিন হাতে সময় নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি। মারিয়াকে দেখার ভয়ানক ইচ্ছাটা কোনোভাবেই ঠেকাতে পারছিল না দেলাওরা। দরজায় দাঁড়িয়েও ঘনিয়ে আসা রাতটা সে খেয়াল করল না। আকাশ পরিষ্কার। কিন্তু প্রবল বৃষ্টিতে নর্দমা উপচে উঠেছে। রাস্তার মাঝখান দিয়ে গুল্‌ফ

BanglaBook.org

ভিজিয়ে হেঁটে চলল কনভেন্টের দারোয়ান চেষ্টা করল পথ আটকানোর। তখন প্রায় কার্ফু। দেলাওরা তাকে পাশে সরিয়ে শুধু বলল : 'মাননীয় বিশপের আদেশে এসেছি।'

হঠাৎ সজাগ মারিয়া অন্ধকারে তাকে খেয়াল করল না। এ অসময়ে কেন এসেছে সেটা কীভাবে ব্যাখ্যা করবে ভেবে পায় না দেলাওরা। সুতরাং প্রথমেই এ অজুহাতটা মাথায় এল : 'তোমার বাবা তোমাকে দেখতে চান।'

ছোট্ট ব্যাগটা চিনল মারিয়া। রাগে মুখ লাল : 'কিন্তু আমি তাকে দেখতে চাই না।'

অপ্রতিভ হয়ে কারণ জানতে চায় দেলাওরা।

'ইচ্ছা। তার চেয়ে আমি মরে যাব, সেও ভালো।'

মারিয়া খুশি হবে ভেবে দেলাওরা তার পায়ের গুলফে বাঁধা ফিতাটা খুলতে চেষ্টা করে।

'আমাকে একা থাকতে দাও। ছুঁয়ো না।'

এসব গায়ে মাখে না দেলাওরা। মেয়েটা হঠাৎ তার মুখে এক দলা থুথু মারে। সে অন্য গাল বাড়ায়। মারিয়া তার সারা শরীরে থুথু দিয়েই চলে। দেলাওরা তখন উরু থেকে উঠতে থাকা নিষিদ্ধ এক আনন্দে মাতোয়ারা। আবার গাল এগিয়ে দেয়। মারিয়া যখন থুথু দিচ্ছে, তখন সে দু চোখ বন্ধ করে ডুবেছে প্রার্থনায়। মারিয়া রাগে পাগল হয়ে যতই থুথু ছেটায় তার আনন্দ তত বাড়ে। শেষে মারিয়া বোঝে, এ ক্রোধ নিরর্থক। তারপর সত্যিকার ভূতে-পাওয়া কোনো মানুষের ভয়ানক এক দৃশ্য দেখল দেলাওরা। মেসডুরা সরীসৃপের মতো জীবন ফিরে পেয়ে যেন পাকিয়ে উঠল মারিয়ার চুল। মুখ থেকে সবুজ থুথুকণা। জঘন্য ভাষার অশ্লীল অশ্রাব্য এক স্রোত ছুটল মুখ থেকে। দেলাওরা ক্রুশচিহ্নটা তার মুখের কাছে ধরে ভয়ে চিৎকার করতে থাকে : 'তুই যে ই হোস নরকের কীট, এখান থেকে যা।'

তার চেয়েও জোরে চিৎকার শুরু করল মেয়েটা। পায়ের বকলেসটা প্রায় ভেঙেই ফেলেছিল। ভীত ওয়ার্ডার ছুটে এসে তাকে আটকাতে চাইল। কিন্তু স্বর্গীয় এক কায়দায় শেষমেশ কাজটা করল মারতিনা। দেলাওরা দ্রুত পালাল সেখান থেকে।

সান্ধ্য খাবার সময় সে পাঠ করতে না আসায় অস্বস্তি বোধ করলেন বিশপ। আর দেলাওরা উপলব্ধি করল, এক টুকরা ব্যক্তিগত মেঘের ওপর দিয়ে যেন ভাসছে সে। সেখানে পিশাচ পাওয়া মারিয়ার ভয়ানক প্রতিচ্ছবিটা ছাড়া ইহ বা পরজগতের আর কোনো কিছুই তার চাই না। সুতরাং লাইব্রেরিতেই মাথা গুঁজল। কিন্তু পড়ায় মন বসল না। প্রার্থনা করল। তোয়োরবোর গানটা গাইল। হৃদয়

BanglaBook.org

নিংড়ে বেরোনো ফুটন্ত তেলের ফোঁটার মতো চোখের পানি ফেলে কাঁদল সে মারিয়ার ছোট্ট ব্যাগটা খুলে জিনিসপত্রগুলো টেবিলে রাখল। খুঁটিয়ে দেখে তীব্র কামনা নিয়ে সেসবের গন্ধ শুঁকল ভালোবাসল সহ্যের শেষ সীমায় না আসা পর্যন্ত সেসবের সঙ্গে কথা বলল। গায়ের জামা খুলল। যে লোহার চাবুকটা কখনো ছুঁয়ে দেখতে সাহস পায়নি, টেবিলের ড্রয়ার থেকে সেটা বের করল। তারপর প্রচণ্ড ঘৃণায় নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করতে লাগল যেন হৃদয় থেকে মারিয়ার শেষ চিহ্নটুকু দূর না হওয়া পর্যন্ত মন শান্ত হবে না। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর সেখানে এসে বিশপ তাকে মেঝের ওপর চোখের জল আর রক্তে মাখামাখি হয়ে কাতরাতে দেখলেন।

আর দেলাওরা শুধু বলল : 'দানব, ফাদার ; ভয়ানক দানব।'

BanglaBook.org

বিশপ দেলাওরাকে দপ্তরে তলপ করলেন। উদ্দেশ্য তার বক্তব্যটা শোনা। কোনো প্রশ্রয় দিলেন না। স্বীকারোক্তিটা শুনলেন। পুরো সময়টা গির্জা নিয়ে নয়, বরং বিচার বিভাগীয় এক শুনানি গ্রহণ করলেন তিনি। তবু প্রকৃতসত্য গোপন রাখার দয়াটা করলেন দেলাওরাকে। তারপর কোনো প্রকাশ্য ব্যাখ্যা-ভাষ্য ছাড়াই সব পদমর্যাদা কেড়ে কুষ্ঠ রোগীদের সেবায় আমোর দে দিয়োস হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন। একসঙ্গে পাঁচটার ম্যাসে যাওয়ার অনুমতি চায় দেলাওরা। বিশপ মঞ্জুর করলেন। এক গভীর স্বস্তিবোধে হাঁটু গেড়ে বসে সে। একসঙ্গে আবৃত্তি করে : 'হে আমাদের আদিপিতা...'। আশীর্বাদ করে বিশপ তার হাত ধরে দাঁড় করালেন : 'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।' বলে হৃদয় থেকে তাকে মুছে ফেললেন চিরতরে।

শাস্তি শুরু হলে বিশপ-প্রশাসনের পদস্থরা তদবির করলেন দেলাওরার জন্য। কিন্তু বিশপ অনড়। যে দানব ছাড়ানোর দায়িত্ব তাকে দেয়া হয়েছে, সে দানবই তার ওপর আসর করেছে, এ তত্ত্ব নাকচ করলেন তিনি। শেষ যুক্তি, দেলাওরা শুধু দানব মোকাবেলায় নিজেকে নিযুক্ত না রেখে, তাদের সঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করার ঔদ্ধত্য দেখিয়েছে। এটা খ্রিষ্টত্ব বিরোধী। বিশপ বললেন, এতেই তার আত্মা গুলিয়েছে। ধর্মদ্রোহিতার দরজায় পৌঁছেছে সে। অবাক ব্যাপার, যে অপরাদের জন্য সবুজ মোমের প্রায়শ্চিত্ত যথেষ্ট, সে অপরাধেই বিশপ তার সবচে' প্রিয় মানুষটার প্রতি এত কঠোর হলেন।

প্রচণ্ড নিষ্ঠার সঙ্গে মারিয়ার দায়িত্ব নিল মারতিনা। মুক্তি পাওয়ার আবেদন নাচক হওয়ায় বেশ বিক্ষিপ্ত সে। কিন্তু আঙিনায় বসে এক বিকেলে সেলাইফোঁরাইয়ের সময় তার দিকে তাকায় মারিয়া। দেখে, মারতিনার চোখে পানি। তখন ব্যাপারটা বুঝতে পারে। হতাশা গোপন করার চেষ্টা করেনি মারতিনাও : 'জেলে পচে মরার চেয়ে একবারে মরে যাওয়া ভালো।'

এখন তার একমাত্র ভরসা, দানবদের সঙ্গে মারিয়ার যোগাযোগটা। এ দানব কারা, কী রকম দেখতে, কেমন করে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে হয়, এসব জানতে চায় সে। ছ'টা দানবের নাম বলে মারিয়া। এর মধ্যে তাদের বাড়িতে এক সময় ঘোট পাকিয়েছে এমন একশো আফ্রিকান দানবকে মারতিনা শনাক্ত করে।

BanglaBook.org

নতুন আশার আলো তার চোখে : 'সে দানবদের সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি।' তারপর আরও স্পষ্ট করে বলে : 'প্রয়োজনে ধর্মাত্মার বিনিময়ে '

ধোঁকাবাজিটায় আনন্দ হয় মারিয়ার : 'তারা কথা বলতে পারে না, মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে হয় কী বলছে ' তবে মারতিনা সে দানবদের দেখা পাবে কি না সে কথা পরের দিন জানাবে বলে কথা দেয়

অন্যদিকে দেলাওরা অবনত মনে হাসপাতালের নারকীয়তাটার সঙ্গে করে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা। মৃত্যু পথযাত্রী কুষ্ঠরোগীরা তালপাতার কুঁড়েঘরে ধূলিমলিন মেঝেতে ঘুমায়। বেশিরভাগই হামাগুড়ি দেয়ার চেয়ে বেশি কিছু করতে পারে না। মঙ্গলবার ক্লান্তিকর এক গণচিকিৎসা পায় তারা। আস্তাবলের চাড়ির পানিতে গোসল হয় সবচে' রোগগ্রস্ত শরীরগুলোর। শুদ্ধতার সে ত্যাগ নিজের ওপরও চাপায় দেলাওরা। যাজকের মহান অবস্থানের বদলে সেবকের মোটা কাপড়ের জামা গায় প্রায়শ্চিত্তের প্রথম মঙ্গলবার যখন এ কাজটা করছে, তখন মার্কেসের দেয়া ঘোড়ায় চড়ে সেখানে হাজির আবরেনুনসিও।

'চোখটার খবর কী ?' জিজ্ঞেস করলেন। তার দুরাবস্থা নিয়ে কথা বলা বা এজন্য করুণা প্রকাশের কোনো সুযোগই দেলাওরা তাকে দিল না। চোখ থেকে গ্রহণের প্রতিক্রিয়া ঘোচাতে ওষুধ দেয়ায় আবরেনুনসিওকে ধন্যবাদ জানাল।

'ধন্যবাদ দেয়ার কিছু নেই।' বললেন আবরেনুনসিও : 'পৌর-অন্ধত্বের জন্য আমাদের জানা সবচে' ভালো ওষুধ বৃষ্টির পানির ফোঁটা। তাই দিয়েছি আপনাকে।'

তাকে বেড়াতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন তিনি। দেলাওরা বুঝিয়ে বলল, অনুমতি ছাড়া হাসপাতাল ছেড়ে যেতে না পারার কথা। আবরেনুনসিও গুরুত্ব দিলেন না : 'এ রাজ্য সম্পর্কে ধারণা থাকলে আপনি অবশ্যই জানেন, তিন দিনের বেশি কোনো আইনই এখানে মানা হয় না।' শাস্তির এ মেয়াদটায় যেন পড়াশোনা করতে পারে সেজন্য তার পাঠাগারটা দেলাওরাকে ব্যবহার করার প্রস্তাব করেন তিনি। আগ্রহ নিয়ে শোনে দেলাওরা। কিন্তু কোনো ভাবান্তর নেই।

'একটা ধাঁধা দিই আপনাকে,' ঘোড়ার পাঁজরে খোঁচা মেরে উপসংহার টানলেন : 'কোনো ঈশ্বরই কি আপনার মতো একটা মেধা সৃষ্টি করে কুষ্ঠ রোগীদের পেছনে তা অপচয় করেন ?'

পরের মঙ্গলবার ল্যাটিনে অনূদিত লেটারস ফিলসফিকসের একটা কপি তার জন্য উপহার হিসেবে নিয়ে এলেন আবরেনুনসিও। বইটার পাতা উলটেপালটে, পৃষ্ঠার ঘ্রাণ নিয়ে দাম অনুমানের চেষ্টা করে সে। যতই ব্যাপারটা অনুমান করতে চায়, আবরেনুনসিও ততই তাকে নিয়ে যায় এক অনুমানহীনতার দিকে : 'আপনি আমার প্রতি এত সদয় কেন খুব জানতে ইচ্ছা করে।'

BanglaBook.org

'নাস্তিকরা যাজকদের ছাড়া বাঁচে না। রোগীরা আমাদের কাছে শরীর নিয়ে আসে, আত্মা নয়। শয়তানের মতো আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে সেটা জয় করার চেষ্টা করি।'

'আপনার বিশ্বাসের সঙ্গে এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।'

'সে বিশ্বাস যে কী জিনিস আমি নিজেও জানি না।'

'পোপদপ্তর জানে।' দেলাওরার এ খোঁচায় আবরেনুনসিও উলটো আনন্দিত হলেন : 'আমার বাড়িতে আসুন, সময় নিয়ে ধীরে-সুস্থে আলাপ করা যাবে। রাতে দু ঘণ্টার বেশি আমি ঘুমাই না। তাও একটানা নয়। সুতরাং যেকোনো সময় চলে আসতে পারেন।' আবার ঘোড়ার পাঁজরে খোঁচা মেরে চলে গেলেন তিনি।

শিগগিরই দেলাওরা জানতে পারে, মহাক্ষমতার অবসান কখনো আংশিক হয় না। তার সুবিধাজনক অবস্থানের জন্য এক সময় যে লোকরা তোয়াজ করত, এখন তারাই তাকে কুষ্ঠরোগীর মতো এড়িয়ে চলছে। ধর্মনিরপেক্ষ শিল্প-সাহিত্যের বন্ধুরা পোপদপ্তরের সঙ্গে সংঘাতের শঙ্কায় সরেছে দূরে। কিন্তু এতে তার কিছুই যায়-আসে না। এখন তার মনজুড়ে শুধু মারিয়া। তবুও তাকে সেখানে রাখার পুরো জায়গাটা যেন নেই। সে নিশ্চিত : সাগর-পাহাড়, স্বর্গ-মর্ত্যের কোনো আইন বা দানবিক শক্তি তাদের আলাদা করতে পারবে না।

একরাতে বদ্ধ উন্মাদের মতো হাসপাতাল থেকে পালিয়ে কনভেন্টে ঢোকার পথ খোঁজে সে। কনভেন্টের প্রবেশপথ চারটা : পাশদরজাঅলা প্রধান ফটক, সমুদ্রমুখী আরেকটা একই মাপের দরজা আর ছোট ছোট দুটা সার্ভিস গেট। প্রথম দুটা দিয়ে ঢোকা অসম্ভব।

সৈকত থেকে মারিয়ার জানালাটা চেনা সহজ। কারণ সেটাই একমাত্র খোলা জানালা। রাস্তা থেকে ভবনের প্রতি সেন্টিমিটার জায়গা তন্নতন্ন করে খোঁজে দেলাওরা। ভাবে, কোন পথ দিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু তেমন জায়গা চোখে পড়ে না।

আশা প্রায় ছেড়ে দিল সে। ঠিক তখনই মনে পড়ে জরুরি অবস্থার সময় কনভেন্টের সরবরাহ আসার সুড়ঙ্গ পথটার কথা। সে যুগের সেনাছাউনি বা কনভেন্টের নিচে সুড়ঙ্গ পথ থাকাটা সাধারণ ব্যাপার। নগরীর মধ্যেই কমসে কম ছটার কথা জানা আছে সবার। পরে আরও একটা আবিষ্কৃত হয়। সব কটাই রোমান্টিক অভিযানের উপন্যাস-উপযোগী। দেলাওরা যেমন খুঁজছে তেমন একটা সুড়ঙ্গের কথা জানায় প্রাক্তন এক কবর খননকারী কুষ্ঠরোগী। এখন সেটা পরিত্যক্ত আন্ডার ড্রেন। কনভেন্ট ও তার পাশের জমিতে প্রায় শখানেক বছর আগে প্রথম দিকের ক্লারিসানদের গোরস্থান ছিল। এ জমি ও কনভেন্টকে যুক্ত করেছে সে গোরস্থান। সে সুড়ঙ্গের মুখ জেল অঞ্চলের একদম কাছে এসে

BanglaBook.org

খুলেছে কিন্তু তার সামনেই দাঁড়িয়ে এক অনতিক্রম্য এবড়োখেবড়ো উঁচু দেয়াল দেলাওরা বিশ্বাস ছিল প্রার্থনার বলেই অসাধ্য সাধন করবে শেষে বেশ কটা ব্যর্থ চেষ্টার পর টপকাল সে দেয়ালটা।

শেষরাতে পুরো জেল এলাকা নিথর পানি। নিশ্চিত হলো, পাহারাদার অন্য কোথাও ঘুমাচ্ছে। তারপর দরজাটা অর্ধেক খোলার পর অন্যপাশে নাক-ডাকা মারতিনাই তার একমাত্র মাথাব্যথা। প্রচণ্ড এক উত্তেজনা নিয়ে সেলের সামনে দাঁড়ায় সে। দেখে দরজার আংটার সঙ্গে ঝুলছে খোলা তালাটা। খুব খুশি হয়। আঙুলের ডগায় চাপ দেয় দরজায়। কব্জায় ক্যাচ করে শব্দ হয়ে আবার নিস্পন্দ হলো সব। সেলের কোনায় জ্বলা বাতির আলোয় দেখে, মারিয়া ঘুমিয়ে। তারপর চোখ মেলে সে। কিন্তু কুষ্ঠ চিকিৎসকের মোটা কাপড়ের জামায় দেলাওরাকে ঠাহর করতে একটু সময় লাগে। তাকে রক্তাক্ত আঙুলগুলো দেখায় দেলাওরা : 'দেয়াল বেয়ে উঠেছি।'

মারিয়ার চেহারার কোনো পরিবর্তন হয় না : 'কেন ?'

'তোমাকে দেখতে।'

হাত আর গলার কাঁপনে বিমূঢ় হয়ে এরপর কী বলা উচিত বুঝতে পারে না সে।

'চলে যাও।' বলে মারিয়া।

কী বলবে ঠিক করতে না পারার ভয়ে বারকয় মাথা ঝাঁকায় দেলাওরা। 'চলে যাও।' আবার বলে মারিয়া : 'নইলে আমি চেঁচাব।' ততক্ষণে দেলাওরা এত কাছে পৌঁছে যায় যে, তার শ্বাস-প্রশ্বাসটাও লাগে গায়।

'খুন করে ফেললেও যাব না।' হঠাৎ মনে হয়, সে সব ভীতির ঊর্ধ্বে। এবার দৃঢ়কণ্ঠে যোগ করে : 'চেঁচাতে চাইলে এখনই শুরু করতে পারো।'

ঠোঁট কামড়ায় মারিয়া। বিছানায় বসে দেলাওরা তাকে দেয়া শাস্তির পুরো বর্ণনাটা দেয়। কিন্তু কারণ বলে না। যতটা সে বলে মারিয়া বোঝে তার চেয়েও বেশি। ভয়হীন চোখে তাকায় দেলাওরা দিকে। চোখের পট্টি কোথায় জানতে চায়।

'তার আর দরকার নেই। এখন চোখ বন্ধ করলে সোনালি নদীর মতো শুধু তোমার চুলের গোছাটাই দেখতে পাই।'

খুশিতে ডগমগ হয়ে দু ঘণ্টা পর বিদায় নেয় সে। পেস্ট্রি নিয়ে আসার শর্তে তাকে আবার আসার অনুমতি দেয় মারিয়া। পরের রাতে সে এত দ্রুত আসে, কনভেন্ট তখনো প্রায় সজাগ। মারতিনার কিছু সেলাইয়ের কাজ করতে মারিয়াও বাতি নেভায়নি। তৃতীয় রাতে, সারা রাত বাতি জ্বালিয়ে রাখতে তেল ও সলতে নিয়ে আসে সে। চতুর্থ রাত। শনিবার। সেলে এসে মারিয়ার মাথার উঁকুন

BanglaBook.org

মারতে ঘন্টাকয় সাহায্য করে চুল পরিষ্কার করে আঁচড়ানোর পর আবার এক হিমশীতল ঘামে ভেজে তার গা মারিয়ার পাশে শুয়েছিল তখন শ্বাস নিচ্ছিল জোরে জোরে অসমান তালে। মারিয়ার ভেজা চোখজোড়া দেখল মাত্র হাত খানেক দূরে। বোকা বনে গেল দুজনই। ভয়ে প্রার্থনা করল কিন্তু চোখ সরাল না। সাহস করে কথা শুরু করে মারিয়া : 'তোমার বয়স কত ?'

'মার্চে ছত্রিশ।'

তাকে খুঁটিয়ে দেখে মারিয়া। তারপর তাচ্ছিল্যের সুরে বলে : 'তুমি তো বুড়ো।' তার কপালের বলিরেখাগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। নির্মম গলায় যোগ করে : 'চামড়ায় ভাঁজ পড়া বুড়ো।' স্বাভাবিকভাবেই কথাগুলো শোনে দেলাওরা। মাথার একগুচ্ছ চুল সাদা কেন জানতে চায় মারিয়া।

'জন্মচিহ্ন।' বলে সে।

'কৃত্রিম।' মারিয়া বলল।

'না, অকৃত্রিম। মায়েরও ছিল।'

মারিয়ার চোখ থেকে একবারও চোখ সরায়নি সে। কিন্তু কোনো অস্বস্তি নেই মেয়েটার। গভীর এক শ্বাস ছেড়ে আবৃত্তি করে দেলাওরা : 'হে মধুময় রত্নরাজি, প্রকাশিত হলে আমার দুঃখের কারণ হয়ে।'

মারিয়া বুঝতে পারে না।

'এ আমার প্র-প্র-মাতামহের পিতামহের লেখা একটা কবিতার অংশ।' ব্যাখ্যা করে দেলাওরা : 'তিনি গোটা তিনেক একলগ ; দুটা শোকগাথা, পাঁচটা গান এবং চল্লিশটা সনেট লিখেছিলেন। সাদামাটা এক পর্তুগিজ মহিলার উদ্দেশ্যে এসব লেখা। সে মহিলা কোনোদিন তার হননি। প্রথমত তিনি বিবাহিত ছিলেন। তারপর সে মহিলাও বিয়ে করেছিলেন অন্য একজনকে। তিনি মারাও যান তার আগেই।'

'তিনিও যাজক ছিলেন ?'

'না, সৈনিক।'

মারিয়ার মনে কী যেন একটা নড়েচড়ে ওঠে। কবিতাটা আবার শুনতে চায় সে। আবৃত্তি করে দেলাওরা। প্রচণ্ড আবেগে। ভরাট গলায়। তারুণ্যে যুদ্ধে যাওয়া, পাথরের ঘায় মারা যাওয়া, প্রেম ও যুদ্ধে অশ্বারোহী সৈনিক দন গার্সিলাসো দে লা ভেগার লেখা চল্লিশটা সনেট একটানা আবৃত্তি করে।

আবৃত্তি শেষে দেলাওরা মারিয়ার হাতটা রাখে বুকের ওপর। তার ভেতরের যন্ত্রণাটা বোঝে মারিয়া।

'এই এখন অবস্থা আমার।' বলে সে। ত্রাসে আচ্ছন্ন হওয়ার আগেই যে সত্যটা কুঁরে খাচ্ছে এক ঝটকায় তা ঝেড়ে ফেলে তার প্রতিটা মুহূর্তেই এখন

BanglaBook.org

মারিয়া পানাহারেও তার স্বাদ। ঐশ্বরিক ক্ষমতা আর অধিকারের মতোই সবসময় মেয়েটা আছে তার জীবনে। তার সঙ্গে মরতে পারাটাই এখন তার একমাত্র আনন্দ। আবেগে বলে চলে একটানা। মারিয়া ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত বলে যায়। কিন্তু চকিত চোখজোড়া সোজা তার মুখে রেখে মারিয়া জেগে। সাহস করে জিজ্ঞেস করে : 'আর এখন ?'

'কিছুই না।' বলে দেলাওরা : 'এখন এই আমার জন্য যথেষ্ট।'

আর বলতে পারে না। নীরবে কাঁদে। হাত রাখে মারিয়া মাথার নিচে। মারিয়াও গুটিসুটি মেরে সরে আসে পাশে। এভাবেই না ঘুমিয়ে, কথা না বলে রাত কাটে তাদের। মোরগ ডেকে উঠে। দেলাওরা ভোর পাঁচটার ম্যাসে তড়িঘড়ি করে চলে না যাওয়া পর্যন্ত পাশাপাশি শুয়ে থাকে দুজন।। যাওয়ার আগে মারিয়া তাকে ওদ্দুয়ার আঠারো ইঞ্চি লম্বা প্রবাল ও ঝিনুকের সুন্দর হারটা দিয়ে দেয়।

ভয়ের বদলে দেলাওরার হৃদয়ে এখন অপেক্ষা। মন অশান্ত। কাজকর্ম হলো অগোছালো। হাসপাতালের কাজ শেষে মারিয়াকে না দেখা পর্যন্ত এক শূন্যতায় যেন ভাসত সে। টিপটিপ করে ঝরতে থাকা বৃষ্টিতে ভিজে হাঁপাতে হাঁপাতে সেলে পৌঁছয়। মারিয়া এত আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে, তার হাসিটা না দেখলে শ্বাস নিতে পারে না। বারবার শুনে যে কবিতাটা মুখস্থ, এক রাতে মারিয়া সে কবিতা আবৃত্তি দিয়েই শুরু করে : 'থমকে দাঁড়িয়ে যখন ভাগ্যের কথা ভাবি, যে পথে আমাকে নিয়ে গেছ তুমি, দেখি সেই পথ।'

'এর পর যেন কী ?'

'নিজের শেষটায় পৌঁছি তখন, নির্বোধ আমি দিয়েছি প্রাণ তাকে, যে আমার সমাপ্তি ও সর্বনাশ।' বলে দেলাওরা।

একই আবেগে লাইন কটা আবার আওড়ায় মারিয়া। বইটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এভাবেই চলে। কিছু অংশ বাদও দেয়। নিজেদের অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সনেটগুলো খানিকটা পরিবর্তন করে আবৃত্তি করে। তারপর ক্লান্ত হয়ে পড়ে ঘুমিয়ে। ভোর পাঁচটায় মোরগ ডাকাডাকির মধ্যে ওয়ার্ডার সকালের নাশতা নিয়ে আসে। ধড়ফড় করে জাগে তারা। যেন স্তব্ধ হয়ে গেল সবকিছু। টেবিলে খাবার রেখে লণ্ঠন হাতে গৎবাঁধা পরিদর্শন শেষে বিছানায় শোয়া দেলাওরাকে না দেখেই বেরিয়ে যায় সে।

'বেশ শয়তান তোমার ওই লুসিফার।' শ্বাস ফেলে বলে দেলাওরা : 'আমাকেও অদৃশ্য করে দিল।'

সারা দিন ওয়ার্ডারের সেলে ঢোকা ঠেকাতে হাজারো প্যাঁচ কষতে হলো মারিয়াকে। বিচিত্র ছেলে মানুষিতে দিন কাঠানোর পর গভীর রাতে মনে হলো, তারা যেন অনাদিকাল একজন অন্যজনকে ভালোবাসে। তারপর দেলাওরা

BanglaBook.org

মারিয়ার ব্রা'র ফিতা আলগা করে দু হাতে নিজের দু স্তন চেপে ধরে মারিয়া দু চোখে ক্রোধ সহসা লাল একটা ছোপ দপদপ করে জ্বলে উঠে কপালে মারিয়ার দু হাত যেন দাউদাউ করে জ্বলছে বুড়ো আঙুল ও তর্জনীর দিয়ে আলগোছে তার হাত দুটাকে বুকের ওপর থেকে সরায় দেলাওরা বাধা দেয়ার চেষ্টা করে মারিয়া কিন্তু দেলাওরা কোমল কিন্তু দৃপ্ত এক শক্তি প্রয়োগ করে : 'বল, তোমার হাতে এলাম শেষে পরাজিত হয়ে '

তার কথা শোনে মারিয়া : 'সেখানেই হবে মরণ আমার জানি।' হিমশীতল আঙুলে ব্রা খুলতে খুলতে বলে চলে দেলাওরা : ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ফিসফিসিয়ে যোগ করে মেয়েটা : 'শুধু আমার কাছেই প্রমাণ আছে, কত গভীরে বিঁধেছে সে তলোয়ার, পরাজিত এ দেহে।' তারপর এই প্রথম তার ঠোঁটে চুমু খায় দেলাওরা। কেঁপে উঠে মারিয়ার গা। সাগর থেকে উঠে আসা মৃদু হাওয়ার পশলা সে শরীরে। তারপর নিয়তির হাতে ছেড়ে দেয় নিজেকে। প্রায় না ছুঁয়েই তার সারা গায় আলতো আঙুল বোলায় দেলাওরা। নিজেকে অন্যের গায় অনুভব করার অলৌকিক অভিজ্ঞতাটা এই তার প্রথম। যেন অশ্রুত এক কণ্ঠ বলে গেল : জীর্ণকুটিরে বাস, ল্যাটিন ও গ্রিকে বিনিদ্র রাত, ধর্মবিশ্বাসের আনন্দ, কুমারের বিরানভূমি ; সেখানে শয়তান তার থেকে ছিল কতই না দূরে ! অন্ধকারে হাতড়ে চলল সে। মারিয়ার হাতে ছেড়ে দিল নিজেকে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে অনুশোচনা। নীতিবোধের প্রবল ধাক্কায় তলহীন এক গহ্বরে তলিয়ে যায় সে। চোখ বন্ধ করে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। তার নীরবতা আর নিথর হয়ে পড়ে থাকায় ঘাবড়ে যায় মারিয়া। আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দেখে তাকে : 'কী ব্যাপার ?'

'এভাবেই থাকতে দাও। আমি প্রার্থনা করছি।'

একসঙ্গে থাকা দিনগুলোতে তারা মুহূর্তকয় মাত্র ছিল শান্ত। ভালোবাসার বিষাদ নিয়ে বলতে কখনো ক্লান্তি আসেনি। চুমুতে চুমুতে শ্রান্ত হয়েছে। প্রেমের কবিতা আবৃত্তি করে চোখের পানিতে ভেসেছে। দুজন দুজনকে শুনিয়েছে কানে কানে গান। সহ্যের শেষসীমায় এসে কামনার চোরাবালিতে আটকে হয়েছে নিঃশেষ। কিন্তু কৌমার্য হারায়নি। নিজের দীক্ষা আর মারিয়া রাজি না হওয়া পর্যন্ত পবিত্রতার প্রতিশ্রুতি রেখেছে সে।

আবেগের বিরতিতে গভীর প্রেম বিনিময় করে তারা। তোমার জন্য সব করতে পারি, বলে দেলাওরা। ছেলেমানুষি করে তাকে একটা পোকা খেতে বলে মারিয়া। বাধা দেয়ার আগেই একটা জীবন্ত পোকা মুখে পোড়ে সে। আরো কিছু অর্থহীন কাজকর্মের মুখোমুখি হয়ে জানতে চায়, তার খাতিরে চুলের বেণিটা মারিয়া কাটতে রাজি কি না। সম্মতি জানিয়ে দেলাওরাকে সাবধান করে যদি বেণি কেটে ফেলে তবে প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে তাকে বিয়ে করতে হবে। একটা চাকু

BanglaBook.org

নিয়ে সেলে এসে বলে দেলাওরা : 'দেখব কথাটা ঠিক কি না।' গোড়া থেকে বেণি কাটতে দিতে ঘুরে দাঁড়ায় মারিয়া। খোঁচা মারে দেলাওরাকে : 'সাহস থাকলে কাটো!' সাহস হয় না। বেশ কদিন পর মারিয়া জিজ্ঞেস করে, দেলাওরা নিজের লাটা ছাগলের মতো কেটে ফেলে দিতে রাজি আছে কি না। দেলাওরার দৃঢ় হ্যাঁ। চাকু বের করে কথাটা পরীক্ষা করার প্রস্তুতি নেয় মারিয়া। ভয়ে কেঁপে উঠে দেলাওরা : 'তুমি না, তুমি না!' হাসিতে ভেঙে পড়ে কারণ জানতে চায় মারিয়া। সত্যি কথাটাই বলে দেলাওরা : 'তুমি সত্যি সত্যি কেটে ফেলবে।'

এবার একটা একঘেয়েমিও হয় তাদের। ঘরফেরা স্বামীর মতো স্বাভাবিকভাবেই এখন সেলে হাজির থাকে দেলাওরা। মুক্ত হয়ে বিয়ের পর সুখময় দিনের প্রত্যাশায় তাকে লিখতে পড়তে শেখায়। কাব্য ও আধ্যাত্মিকতার জগতেও জানায় আমন্ত্রণ।

...

সাতাশে এপ্রিল খুব ভোরে দেলাওরা চলে গেল। মারিয়া মাত্র ঘুমিয়েছে। ঠিক তখনই হঠাৎ তার দানব তাড়ানোর লোকজন সেলে হাজির। যেন মৃত্যুদণ্ড পাওয়া আসামির শেষ আনুষ্ঠানিকতা। টেনেহিঁচড়ে চাড়ির কাছে এনে বালতি পর বালতি পানি ঢালা হলো। ছেঁড়া হলো গলার হারগুলো। ধর্মদ্রোহীদের ছোট্ট কামিজ পরানো হলো তাকে। ঘাসকাটা কাঁচি দিয়ে এক নান চার পোচে ঘাড় থেকে চুলের গোছাটা নামিয়ে ফেলল। ছুড়ে দিল উঠানে জ্বলা আগুনে। রইল শুধু ক্লারিসানদের মতো রেখে দেয়া আধ-ইঞ্চি লম্বা চুল। মারিয়ার মুখমণ্ডল যেন পাথরের। একটা পেশিও নড়ল না। সোনালি রং অগ্নিকাণ্ডটা দেখল একদৃষ্টে। শুনল কাঠপোড়ার চড়চড় শব্দ। পোড়া শিঙের ঝাঁজাল গন্ধের মতো গন্ধ এল নাকে। তারপর বিশেষ এক পোশাক পরানো হলো। দুজন ক্রীতদাস স্ট্রেচারে করে তাকে নিয়ে এল ছোট্ট উঠানটায়।

খ্যাতিমান ব্যক্তিদের নিয়ে গড়া গির্জাপরিষদের সভা ডাকলেন বিশপ। সে সভা মারিয়ার বিষয়ে বিশপকে সাহায্য করতে চারজনকে মনোনীত করল। দৃঢ়তা প্রকাশের শেষ চেষ্টা হিসেবে বিশপ তার ভয়ানক অসুস্থতাটা কাটিয়ে উঠলেন। অন্য স্মরণীয় ঘটনার মতো ক্যাথিড্রালে না করে এ অনুষ্ঠান আয়োজনের নির্দেশ দিলেন সান্তা ক্লারা কনভেন্টের চ্যাপেলে। দানব তাড়ানোর দায়িত্বটা নিলেন নিজ কাঁধে।

হোসেফা মিরান্দার নেতৃত্বে ক্লারিসানরা ভোররাত থেকেই বসেছে বেদি ঘিরে। ঘনিয়ে আসা গম্ভীর সকালটায় অনুপ্রাণিত হয়ে অর্গানের সুরে সুর মিলিয়ে প্রার্থনাসংগীত গাইছে তারা। এরপর এলেন গির্জাপরিষদের প্রিলাট, প্রাধ্যক্ষ আর পোপদপ্তরের অধ্যক্ষরা। সিভিল কর্তৃপক্ষের কেউ এখানে নেই।

BanglaBook.org

চারজন ক্রীতদাসের কাঁধে চেপে আর চারদিকে অসুস্থতার আবহ ছড়িয়ে আনুষ্ঠানিক পোশাকে সবশেষে হাজির হলেন বিশপ। গুরুত্বপূর্ণ সব অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য সংরক্ষিত মর্মর পাথরের শবাধার রাখার জায়গার পাশে, উঁচু বেদির মুখোমুখি হতে যেন নড়াচড়ায় সুবিধা হয় সেজন্য একটা সুইভেল চেয়ারে বসলেন। ছটার ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ট্রেচারে করে বিশেষ পোশাক গায় ও বেগুনি কাপড়ে মুখ ঢাকা মারিয়াকে নিয়ে দুজন ক্রীতদাস প্রবেশ করে সেখানে।

ম্যাসের সময় তাপটা হলো অসহ্য। অর্গানের নিচু খাদের শব্দগুলো কারুকাজময় সিলিঙের নিচে উঠল হাঁসফাঁসিয়ে। বেদি লাগোয়া বেড়ার অন্যপাশে অদৃশ্য ক্লারিসানদের সাদামাটা কণ্ঠস্বর দখল নিল পুরো এলাকাটার। আধন্যাংটা যে দু দাস মারিয়াকে এখানে এনেছে তারাই এখন তাকে পাহারা দিচ্ছে। ম্যাস শেষে মারিয়ার গায়ের আবরণ সরানো হলো। শবাধার রাখার জায়গাটায় মৃত এক রাজকুমারীর মতো শুয়ে আছে সে। বিশপের দাসরা তার চেয়ারটা মারিয়ার কাছাকাছি আনে। তারপর উঁচু বেদির সামনে তাদের একা করে চলে যায়।

চারপাশে অসহনীয় এক স্নায়বিক চাপ। সুনসান নীরবতা। যেন স্বর্গীয় এক বিস্ময়ের সূচনা। এক সহকারী পবিত্র পানির গামলাটা বিশপের নাগালে এনে রাখে। যুদ্ধের হাতুড়ির মতো ধরে কটুগন্ধ হিসপ ডাল হাতে মারিয়ার ওপর ঝুঁকলেন তিনি। একটা মন্ত্র পড়তে পড়তে মারিয়ার সারা গায় পানি ছিটিয়ে ভিজলেন নিজেও। তারপর যে মন্ত্র উচ্চারণ করলেন তাতে চ্যাপেলের ভিত্তিমূলটাও কেঁপে উঠল : 'তুই যেই হোস, দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছুর মালিক, যা আছে, ছিল এবং থাকবে সেসব কিছু খ্রিষ্টের নামে। বাপ্তিস্তে ত্রাণকৃত এ শরীর ত্যাগ করে অন্ধকারে ফিরে যেতে আদেশ দিচ্ছি তোকে।'

ভয়ে পাগল হয়ে চিৎকার করে উঠে মারিয়া। তাকে থামাতে কণ্ঠ চড়ালেন বিশপও। কিন্তু তার চেয়েও উঁচু গলা মারিয়ার। দীর্ঘশ্বাস টেনে আবার দানব তাড়ানোর কাজ শুরু করতে মুখ হা করলেন বিশপ। কিন্তু সে দম তার বুকেই আটকে গেল। ডাঙ্গায় তোলা মাছের মতো হাঁসফাঁস করতে করতে মুখ থুবড়ে পড়লেন তিনি। এক তীব্র হট্টগোলের মধ্যে শেষ হলো অনুষ্ঠান।

রাতে বিশেষ এক পোশাকে কম্পমান মারিয়াকে পায় দেলাওরা। মেয়েটার ছোট করে ছাঁটা চুলের ঠাট্টাটাই তাকে সবচে' ক্রুদ্ধ করে। 'স্বর্গবাসী হে ঈশ্বর,' তার বাঁধন খুলতে খুলতে ক্রোধে বিড়বিড় করে সে : 'এ অনাচার কীভাবে সহ্য কর তুমি ?' মুক্ত হয়ে মারিয়া ঝাঁপিয়ে পড়ে তার কাঁধে। জড়িয়ে ধরে কাঁদে। নিজেকে হালকা করে দেলাওরা। তারপর তার মুখ তুলে বলে : 'কান্না থামাও,' সঙ্গে যোগ করে গার্সিলাসোর একটা পঙক্তি : 'তোমার জন্য যতটা কেঁদেছি, তাই হোক সব।'

চ্যাপেলের ভয়ানক অভিজ্ঞতার কথা বলে মারিয়া। বধির করে দেয়া বিকট গির্জাসংগীতের কথা বলে, বলে বিশপের উন্মত্ত চিৎকার, জ্বলন্ত নিশ্বাস আর জ্বলজ্বলে সুন্দর সবুজ একজোড়া চোখের কথা : 'মনে হচ্ছিল আস্ত একটা শয়তান।'

দেলাওরা মারিয়াকে শান্ত করার চেষ্টা করে। আশ্বস্ত করে : টাইটানের মতো বিশাল শরীর, গগনবিদারী কণ্ঠস্বর আর সামরিক ধাঁচের পদ্ধতির পরও বিশপ খুব ভালো ও জ্ঞানী এক মানুষ। মারিয়ার ভয়টা ঠিক কিন্তু বিপদের সম্ভাবনা নেই।

'এখন শুধু মরতে চাই আমি।' বলে মারিয়া।

'তুমি ক্ষিপ্ত। পরাস্ত। আমারও একই অবস্থা। তাই তোমাকে সাহায্য করতে পারছি না। কিন্তু শেষ বিচারের দিন ঈশ্বর আমাদের পুরস্কৃত করবেন।'

মারিয়ার দেয়া ওদ্দুয়ার হারটা বের করে অন্যগুলোর বদলে সেটা তার গলায় পরিয়ে দেয় দেলাওরা। যন্ত্রণাটা ভাগাভাগি করতে বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে থাকে। তখন পৃথিবীটা ধীরে ধীরে নীরব হয়ে যায়। থাকে শুধু সিলিঙে ঘুণ পোকার মৃদু শব্দটা। মারিয়ার জ্বর কমে। আঁধারেই বলতে শুরু করে দেলাওরা : 'ভবিষ্যদ্বাণী আছে হাশরের রাতটা কোনো দিন শেষ হবে না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, আজই যেন হয় সে রাত।'

দেলাওরা চলে যাওয়ার পর ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়েছে মারিয়া। তারপর নতুন এক হইচইয়ে ঘুম ভাঙে তার। দেখে মাদারের সঙ্গে তার সামনে দাঁড়িয়ে বিশাল দেহী এক যাজক। নোনা বাতাসে পোড়া তার গায়ের চামড়া। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। ঘন ভুরু, কর্কশ দু হাত আর এমন একজোড়া চোখ ; দেখলেই ভরসা হয়। মারিয়ার ঘুম ভাঙার আগেই যাজক ইওরোবানে বলেন : 'আমি তোমার জন্য কটা হার এনেছি।'

চাওয়ার পর কনভেন্ট সুপার এগুলো তাকে ফেরত দিয়েছে। পকেট থেকে সেসব বার করে তিনি মারিয়ার গলায় পরিয়ে দিতে দিতে সেসব নিয়ে আফ্রিকান ভাষায় বলতে শুরু করেন : সাদা-লালটা চাঙ্গোর রক্ত ও প্রেম, লাল-কালোটা এলেগুয়ার জীবন মৃত্যু, জলীয় ও হালকা নীল রঙা সাতটা ইয়েমাইয়ার তসবি। যাজক দক্ষতার সঙ্গে ইওরোবান থেকে কঙ্গো এবং আরব-কঙ্গীয় থেকে মান্দিঙ্গো ভাষায় বলে যেতে থাকে। মারিয়াও অনর্গল তাকে অনুসরণ করে। শেষে সে কাস্তিলীয় ভাষায় বলে শুধু হোসেফা মেরিন্দার কথা ভেবে। মাদার ভাবতেই পারেননি, এ মেয়েটা এত ভালো।

এ যাজকের নাম ফাদার তোমাস দে আকিনো দে নারভায়েস। তিনি সেভিইয়েতের প্রাক্তন অভিযোক্তা। এখন ক্রীতদাস অঞ্চলের গির্জার ফাদার। শরীর খারাপ থাকায় বিশপ তাকে দানব তাড়ানোর দায়িত্ব দিয়েছেন। তার

BanglaBook.org

কঠোরতার রেকর্ড নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই ইহুদি ও মুসলমানদের এগারোজন বিপথগামীকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে পুড়িয়ে মেরেছেন কিন্তু তার খ্যাতির ভিত্তি : আন্দালুসিয়ার অসম্ভব চতুর সব দানবের হাত থেকে অসংখ্য আত্মাকে ছিনিয়ে আনায়। আচার-আচরণ, রুচি খুব শালীন। বাচনভঙ্গি ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের মতো মধুর। জন্ম সেখানেই। বাবা ছিলেন রাজকীয় সলিসিটর বিয়ে করেছিলেন নিজের বর্ণসঙ্কর এক দাসীকে। চার প্রজন্মের পূর্বপুরুষ শ্বেতাঙ্গ প্রমাণিত হওয়ার পর স্থানীয় সেমিনারিতে তিনি শিক্ষানবিশি শেষ করেন। বিশেষ কীর্তির জন্য সেভিইয়েতে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। বয়স পঞ্চাশ না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই বসবাস ও ধর্মপ্রচার করেছেন। জন্মভূমিতে ফিরে খুব সাধারণ এক যাজকীয় বিভাগের জন্য অনুরোধ করেন তিনি। তার পর পরই আফ্রিকি ধর্ম ও ভাষাগুলো নিয়ে আগ্রহী হন। দাসদের মধ্যে জীবনযাপন শুরু করেন দাসের মতোই। মারিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ তৈরিতে তার চেয়ে যোগ্য কেউ ছিল না। দানব মোকাবেলার এত প্রস্তুতিও ছিল না আর কারো।

মারিয়াও তাকে মুক্তির দূত ভাবে। তার উপস্থিতিতেই কার্যপদ্ধতির যুক্তিগুলো আলাদা করে মাদারের কাছে তিনি প্রমাণ করে দিলেন যে, সেগুলোর কোনোটাই শেষ কথা নয়। জানালেন, মার্কিন আর ইয়োরোপের দানবের মধ্যে পার্থক্য কিছু নেই। কিন্তু তাদের ডাকা ও নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিটা আলাদা। ভূতগ্রস্ততা শনাক্তের চারটা সাধারণ নিয়ম ব্যাখ্যা করেন তিনি। এতে বোঝা যায়, নিপুণ কারসাজির মাধ্যমে দানব এর ঠিক উলটাটাও বুঝতে পারে। তারপর মারিয়ার গালে একটা টোকা মেরে বিদায় নিলেন : 'নির্ভয়ে ঘুমাও। এর চেয়ে খারাপ দানবও আমার দেখা আছে।'

মিরান্দার খোশ মেজাজ। তিনি তাকে বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য রাখা অলৌকিক বিস্কুট আর ক্লারিসানদের বিখ্যাত এক কাপ সুবাসিত চকলেট পানের আমন্ত্রণ জানালেন। তার ব্যক্তিগত ভোজশালায় চা-নাশতা খেতে খেতে পরের পদক্ষেপগুলো সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন যাজক। সানন্দে শুনলেন মাদার। শেষে বললেন : 'এ অভাগীর অদৃষ্টে যাই থাক, সে নিয়ে আমার আগ্রহ নেই। ঈশ্বরের কাছে একটাই চাওয়া, এখনই ও কনভেন্ট ছাড়ুক।'

যাজকের প্রতিশ্রুতি, কয়েকদিন বা ঘণ্টার মধ্যেই ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করবে সে। অভ্যর্থনাকক্ষে বিদায় নেয়ার সময় দুজনই খুব খোশমেজাজ। কিন্তু কেউ ভাবেননি তাদের আর কোনো দিন দেখা হবে না।

ঘটলও তাই। নিজের এলাকার লোকদের করা সম্বোধনটার মতো সম্বোধন পেতে পেতে ফাদার আকিনো পায়ে হেঁটে গির্জার উদ্দেশে রওনা দিলেন। কিছুদিন যাবৎ প্রার্থনায় মনোযোগ কম প্রতিদিনের স্মৃতিকাতরতাটা পুনরুজ্জীবিত করে

BanglaBook.org

ঈশ্বরের কাছে পাপ মোচন করেন তিনি বাজারে ফেরিঅলাদের কল্পনাযোগ্য সবকিছুই বিক্রি করতে দেখে অবাক হন কিছুক্ষণ থামেন বন্দর এলাকার জলাভূমি পার হওয়ার আগেই সূর্য ডোবার অপেক্ষাটা শুরু করেন। কেনেন সবচে' সস্তা কটি পেস্ট্রি। তার ভগ্নপ্রায় মন্দিরটা সারাতে লটারি জেতার আশায় গরিবদের জন্য একটা টিকিটও কেনেন। চটের ওপর হাতে তৈরি টুকটাক জিনিসপত্র সাজিয়ে বিশাল এক মূর্তির মতো বসে থাকা কৃষ্ণাঙ্গ মেট্রনদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি আধঘণ্টা। প্রায় পাঁচটায় গেতসেমানি ড্র ব্রিজ পেরোন। সবাইকে সতর্ক করতে জলাতঙ্কে মরা বিশাল আর ভয়ানক একটা কুকুর সবেমাত্র গাছে ঝোলানো হয়েছে। বাতাসে তখন গোলাপের গন্ধ। আকাশ ঝকঝকে।

নোনা জলাভূমির তীর ঘেঁষে গড়ে উঠা দাসপাড়ার গরিবিয়ানাটা চোখে পড়ে। তালপাতার ছাউনি দেয়া ছোট মাটির খুপরিগুলোতে শুয়োর আর গিনি শকুনের পাশাপাশি বাস করে মানুষ। বাচ্চারা রাস্তার কাদায় জমা পানি খায়। কিন্তু চোখ ধাঁধানো রং আর হইচইয়ে পাড়াটা সরগরম। সন্ধ্যায় বাসিন্দারা ঠাণ্ডা বাতাসে গা জুড়াতে রাস্তায় চেয়ার নিয়ে বসলে এর জেল্লাটা আরও বাড়ে। যাজক তিনটা রেখে বাকি পেস্ট্রিগুলো জলাভূমির পিচ্চিদের মধ্যে ভাগ করে দেন।

গির্জা বলতে মাটি আর তালপাতার ছাউনি দেয়া এক কুড়ে। দেয়ালে ঝোলানো কাঠের একটা ক্রুশ। ভেতরে অমসৃণ তক্তার বেঞ্চ। একমাত্র বেদিটার ওপর এক সন্ত। সে বেদি থেকে ফাদার আকিনো প্রতি রোববার বিভিন্ন আফ্রিকান ভাষায় ধর্মপ্রচার করেন। বেদির পেছনে গির্জার সম্প্রসারিত অংশে প্যারিশঘর। সেখানে, একমাত্র ঘরটায় চোকি ও একটা গোবর্সা মার্কা চেয়ার নিয়ে অনাড়ম্বর জীবনযাপন করেন তিনি। সবার পেছনে অসমতল ছোট্ট এক উঠান। আঙুরলতায় ঘেরা কুঞ্জ। তারপর জলাভূমি থেকে উঠানটাকে আলাদা করতে কাটাঝোপের বেড়া। উঠানের এক কোণে সিমেন্টের চৌবাচ্চাটা পানীয় জলের একমাত্র উৎস।

মান্দিঙ্গো মুসলমান থেকে ধর্মান্তরিত এক বুড়ো স্যাক্রিস্টান এবং বছর চৌদ্দ বয়সী এতিম এক মেয়ে তাকে গৃহস্থালি ও গির্জার কাজ-কর্মে সাহায্য করে। কিন্তু প্রার্থনার পর তাদের আর কোনো কাজ থাকে না। দরজা বন্ধ করার আগে এক গেলাস পানি নিয়ে যাজক পেস্ট্রি তিনটা খান। তারপর কাস্তিলীয় ভাষার কেতা মতো রাস্তায় বসা প্রতিবেশীদের কাছ থেকে বিদায় নেন : 'ঈশ্বর তোমাদের আশীর্বাদপুষ্ট সুন্দর একটা রাত উপহার দিন।'

গির্জা থেকে কটা বাড়ি দূরেই বুড়ো স্যাক্রিস্টানের বাস। ভোর চারটায় ম্যাসের ঘণ্টা বাজাতে শুরু করে সে। পাদরির দেরি দেখে পাঁচটা বাজার আগেই তার ঘরে খোঁজ করতে যায়। ঘরে বা উঠানে, কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। গির্জার আশপাশে খোঁজে, মাঝে মধ্যে পাদরি খুব ভোরে প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা

BanglaBook.org

বলতে যান সেখান থেকে যারা গির্জায় এসেছে স্যাক্রিস্টান তাদের বলে, পাদরিকে পাওয়া যাচ্ছে না, তাই ম্যাস হবে না সকাল আটটায়ই চড়চড় করে বাড়ে রোদ। কাজের মেয়েটা চৌবাচ্চায় পানি আনতে গিয়ে দেখে, ঘুমের পোশাক গায় ফাদার আকিনো পানিতে চিত হয়ে ভাসছেন শোকে ডুবল সবাই বিষণ্ণ এক মৃত্যু। এ মৃত্যুরহস্যের কূল-কিনারা কখনো পাওয়া যায়নি। কিন্তু ঘটনাটাকে কনভেন্টের প্রতি দানব-শত্রুতার স্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে ঘোষণা করলেন হোসেফা মিরান্দা।

...

ফাদার আকিনোর অপেক্ষায় থাকা মারিয়ার কাছে এ সংবাদ পৌঁছাল না। কথাটা দেলাওরাকে মারিয়া বুঝিয়েও বলতে পারল না। কিন্তু গলার হারগুলো ফিরিয়ে দেয়া এবং তাকে উদ্ধারের প্রতিশ্রুতির জন্য ফাদারের প্রতি তার কৃতজ্ঞতার কথাটা তাকে জানাল। তখনো তাদের বিশ্বাস সুখী হতে প্রেমই যথেষ্ট। ফাদার আকিনোর ব্যাপারে হতাশ হয়ে, মারিয়া ভাবে তাদের স্বাধীন জীবনটা নির্ভর করছে তার ওপরই। বেশ কবার চুমু খেয়ে এক গভীর রাতে দেলাওরাকে সে চলে না যেতে অনুনয় করে। মারিয়াকে এ ব্যাপারে একান্ত মনে হয় না। তাই বিদায় নেয় দেলাওরা। বিছানা থেকে লাফিয়ে দু হাতে দরজা আগলায় মারিয়া : 'হয় থাক, নয় আমাকেও সঙ্গে নাও।'

দেলাওরাকে সে বলে, রানির অভ্যর্থনা জানানো হবে তাকে। এখান থেকে চব্বিশ মাইল দূরের সান বাসিলিও দে পালেঙ্কের পলাতক দাসদের আখড়ায় তাকে নিয়ে পালাবে সে। একে স্বর্গীয় ধীকল্প বলে মনে হয় দেলাওরার। কিন্তু পালিয়ে যাওয়ার সঙ্গে একে মিলিয়ে দেখেনি। তার বদলে আইনি আনুষ্ঠানিকতার ওপর তার আস্থা। ভাবে, তার মেয়ে যে ভূতগ্রস্ত নয় তার অনস্বীকার্য প্রমাণ উপস্থিত করে মার্কেস তাকে উদ্ধার করবে। সে বিশপের ক্ষমা ও অনুমতি পেয়ে এমন এক যাজক সম্প্রদায়ে যোগ দেবে যেখানে পাদরি বা নানের বিয়েতে কেউ আহত হয় না। তাই থেকে যাওয়া বা তাকে সঙ্গে নেয়া, দুটার একটা বেছে নিতে মারিয়া যখন তাকে বাধ্য করে, আরেকবার তার মনোযোগ ঘোরানোর চেষ্টা করে দেলাওরা। জড়িয়ে ধরে চেঁচামেচির হুমকি দেয় মারিয়া। তখন প্রায় ভোর। ভীত দেলাওরা এক ঝটকায় তাকে ছাড়িয়ে পালিয়ে বাঁচল। গির্জায় তখন প্রভাতী প্রার্থনা সংগীত শুরু।

মারিয়ার প্রতিক্রিয়া ভয়ংকর। সাধারণ অছিলায় ওয়ার্ডারের মুখ খামচে দিল। খিল এঁটে রইল বসে। চলে যেতে না দিলে সেলসহ নিজেকে পুড়িয়ে মারার হুমকি দিল। রক্তাক্ত মুখে ক্ষিপ্ত ওয়ার্ডার চিৎকার করল : 'সাহস করেই দেখ না, বিল জেবাবের পশু।'

BanglaBook.org

মারিয়া প্রতিশোধটা নিল কুপি দিয়ে জাজিমে আগুন ধরিয়ে। মারতিনার হস্তক্ষেপ আর নরম আচরণে একটা ট্রাজেডি ঠেকল। প্রাত্যহিক প্রতিবেদনে মেয়েটাকে আরও সুরক্ষিত কোনো সেলে সরিয়ে নেয়ার অনুরোধ জানায় ওয়ার্ডার।

মারিয়ার এ অবস্থায় পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আশু অন্য কোনো ব্যবস্থা করার ইচ্ছা জাগে দেলাওরার। দু-দুবার মার্কেসের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছে। দুবারই খাঁচার বাইরে মনিবহীন অবস্থায় বাড়ির মধ্যে অবাধে ঘুড়ে বেড়ানো ম্যাস্টিফ কুকুরগুলোর জন্য তা হয়নি। আসলে মার্কেস সেখানে আর কখনো বাস করবেন না। সীমাহীন ভয়ের হাতে পরাজিত হয়ে অলিভিয়ার আশ্রয়ে নির্ভয় হওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি। কিন্তু সে মার্কেসের জন্য তার দরজা খোলেনি। তার এ নিঃসঙ্গ দুঃখভোগের শুরু থেকেই নানা কৌশলে অলিভিয়ার সঙ্গে দেখা করেছেন, কিন্তু প্রত্যুত্তরে ছোট ছোট কাগুজে পাখির ওপর টিটকারি মারা সব কথাই পেয়েছেন তিনি। তারপর হঠাৎ একদিন অনাহূত ও অঘোষিতভাবে হাজির হয় সে। জঞ্জালের রাজ্যে পরিণত রান্নাঘর। ঝেড়েমুছে সাফ করে। উচ্ছল এক অগ্নিশিখার ওপর হাঁড়িতে ফুটছে পানি। আধুনিক প্রসাধন ও পোশাকে মোড়া রবিবারের অলিভিয়া। টুপির বিশাল প্রান্তে বসানো কাপড়ের মাছ ও পাখির সমারোহটাই পাগলামির একমাত্র লক্ষণ।

'ফিরে আসার জন্য ধন্যবাদ। খুব একা একা লাগছিল।' অনুশোচনাময় উপসংহার টানলেন মার্কেস: 'মারিয়াকে হারিয়েছি।'

'সে দোষ তোমার।' গা বাঁচানো ভঙ্গিতে বলল সে : 'তাকে হারাতে সম্ভব সবকিছুই করেছ।'

তিন রকম মাংস এবং বাছা সবজি দিয়ে স্থানীয় ধাঁচের সান্ধ্য খাবার তৈরি। পোশাকের সঙ্গে মানানসই আচরণে গৃহকর্ত্রীর মতো পরিবেশন করে অলিভিয়া। জিব বের করে তার পায় পায় এঘর ওঘর করছে ভয়ংকর কুকুরগুলো। মিষ্টি বিড়বিড়ানি দিয়ে তাদের নিরস্ত করছে সে। অল্প বয়সীর নির্ভয় ভালোবাসায় টেবিলে মার্কেসের উলটো দিকে বসে। ঘামে নেয়ে পুরনো দম্পতির আগ্রহহীনতা নিয়ে নিঃশব্দে একে অন্যর দিকে না তাকিয়ে বলে স্যুপ খাওয়া। প্রথম দফা শেষে নিশ্বাস নেয় অলিভিয়া। বয়স সম্পর্কে সচেতন হয় : 'এমনই হতে পারত আমাদের।'

তার দুঃসাহসিকতাটা মার্কেসের কাছে ছোঁয়াচে মনে হয়। চোখ তুলে তাকান : মোটা ও বুড়ো হয়েছে সে। দাঁত পড়েছে দুটা। চোখ গেছে কুঁচকে। বাবার বিরোধিতা করার সাহস থাকলে, সম্ভবত এমনই হতে পারত মার্কেস ও অলিভিয়ার।

'এভাবে থাকলেই তোমার মন ভালো থাকে।' বললেন মার্কেস।

BanglaBook.org

'আমি সব সময়ই এমন তুমিই আমাকে এভাবে কোনো দিন দেখনি।'

'তখন তো সবাই সুন্দর সবচে' সুন্দর মেয়েটা বেছে নেয়া ছিল কঠিন সে ভিড় থেকে আমিই তোমাকে খুঁজে বার করেছিলাম।'

'তোমার জন্য নিজেকে আলাদা করে রেখেছিলাম।' বলে অলিভিয়া : 'তুমি করোনি। তুমি এখন যা সব সময় তাই ছিলে ; হাড়পাকা শয়তান।'

'আমার বাড়িতে চড়াও হয়ে আমাকেই অপমান করছ।' তিনি বললেন।

জমে ওঠা তর্কাতর্কিতে অলিভিয়া উত্তেজিত : 'এ বাড়ি তোমার যত, আমারও ঠিক ততটাই। মেয়েটাও আমার, যদিও ওকে জন্ম দিয়েছে একটা কুত্তি।' মার্কেসকে উত্তর দেয়ার সুযোগ না দিয়ে উপসংহার টানে সে : 'এবং সবচে' খারাপ কাজ করেছ, মেয়েটাকে ওই দুষ্ট লোকগুলোর হাতে ফেলে।'

'ঈশ্বরের হাতে আছে সে।' বললেন মার্কেস।

ক্রোধে চিৎকার করল অলিভিয়া : 'ভুল। আছে বিশপের ছেলের হাতে। ইতরটা মেয়েটাকে গর্ভবতী বেশ্যা বানিয়ে ছেড়েছে।'

'জিহবায় কামড় দাও, নইলে বিষ ছড়াবে গায়।' বোকা বনে ধমকালেন মার্কেস।

'একটু বাড়িয়ে টাড়িয়ে বললেও সাগুনতা মিথ্যা বলে না।' বলে অলিভিয়া : 'আর আমাকে ছোট করার চেষ্টা কোরো না, কারণ তুমি মরে গেলে তোমার মুখে পাউডার লাগানের মতো আমি একাই এখন অবশিষ্ট আছি।'

এই-ই হলো অনিবার্য পরিণতি। স্যুপের ফোঁটার মতো প্লেটে অলিভিয়ার চোখের পানি টপটপ করে পড়ে। কুকুরগুলো ঘুমিয়ে ছিল কিন্তু ঝগড়ার উত্তেজনাটা জাগিয়ে তুলল ওদের। সাবধানি মাথা তুলে ঘড়ঘড় করতে লাগল। মার্কেসের দম বন্ধ হয়ে আসে।

'দেখেছ,' রাগে গরগর করে বললেন : 'এমনিই হতো আমাদের অবস্থা।'

খাওয়া শেষ না করেই উঠে দাঁড়ায় অলিভিয়া। টেবিল পরিষ্কার করে, ক্রোধে পাগল হয়ে প্লেট ও হাঁড়িপাতিল ধোয়। বেসিনের সঙ্গে আছাড়ে ভেঙে টুকরা করে সব। ভাঙা টুকরাগুলো শিলাবৃষ্টির এক ঝড়ের মতো হুড়মুড় করে ঝুড়িতে না পড়া পর্যন্ত তাকে কাঁদতে দিলেন মার্কেস। বিদায় না জানিয়েই সে চলে গেল। মার্কেস বা অন্য কেউ কোনো দিন জানতে পারেনি ঠিক কখন থেকে অলিভিয়া আর সশরীরে না থেকে সে ঘরে এক নৈশ প্রেতচ্ছায়ায় রূপান্তরিত হয়েছিল।

দেলাওরা বিশপের ছেলে, এ কল্পকাহিনীটা সালামানকা থেকে তারা একে অন্যর প্রেমিক ; এ গুজবকে সত্যি করেছিল। সাগুনতার দৃঢ় সমর্থনে অলিভিয়ার বিকৃত এ কাহিনী বলছিল যে, দেলাওরার পৈশাচিক ক্ষুধা মেটাতে বন্দি মারিয়া দু

BanglaBook.org

মাথাঅলা এক সন্তান গর্ভে ধরেছে সাগুনতা বলে, এ অপকর্মটা ক্লারিসানদের দূষিত করেছে।

মার্কেস আর কখনো সুস্থ হননি। অতীতের জলকাদাময় খানাখন্দে হোঁচট খেতে খেতে নিজের ত্রাস থেকে রক্ষা পেতে একটা আশ্রয়ের খোঁজ করছিলেন নিজ নির্জনতায় মহান রূপ নেয়া বেরনাদার প্রতিচ্ছবিটা শুধু দেখছিলেন। বেরনাদার যে জিনিসগুলো সবচে' বেশি ঘৃণা করতেন, যেমন পাদ, বাঁকা মন্তব্য, মোরগের নখের মতো ধারালো নখ ; এসব মনে করে সে প্রতিচ্ছবি তাড়াতে চান।

কিন্তু যতই বেরনাদার খারাপ জিনিসগুলো মনে করার চেষ্টা করেন ততই আদর্শ হয়ে সে তার সামনে হাজির। স্মৃতিকাতরতায় পরাস্ত হয়ে মায়াতের আখখামারে বার্তা পাঠালেন। তার ধারণা, বেরনাদা সেখানেই আছেন। ভাবনাটা ঠিক। তাই খবর পাঠালেন রাগ ভুলে বাড়ি ফিরতে। তাহলে দুজনেরই মরার মতো একজন সঙ্গী থাকবে। উত্তর না পেয়ে নিজেই গেলেন দেখা করতে।

স্মৃতির স্রোত ধরে পথ খুঁজলেন তিনি। যে খামার ভাইসরয় রাজ্যে শ্রেষ্ঠ, তার এখন অবশিষ্ট কিছুই নেই। ঝোপঝাড়ের জন্য থেকে রাস্তাঘাট আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না। যন্ত্রপাতিতে মরচে, কারখানা এখন এক জঞ্জাল। দুটা ঘোড়ার কঙ্কাল শুধু চাকার সঙ্গে জোতা। লাউয়ের মাচার তলে দীর্ঘশ্বাসময় পুকুরটাই যেন একমাত্র জীবন্ত বিষয়। বেত ঝোপের পোড়া লতাপাতার ফাঁকে বাড়িটা চোখে পড়ার আগেই বেরনাদার সাবানের ঘ্রাণ পেলেন মার্কেস। এটাই যেন বেরনাদার স্বাভাবিক গন্ধ। তার সঙ্গ পেতে মন কত আকুল, উপলব্ধি করেন মার্কেস। নির্বিকার বেরনাদা, বারান্দায় দোলচেয়ারে বসে দিগন্তে তাকিয়ে কাকাও খাচ্ছেন। গায় গোলাপি রং সুতির জামা। পুকুরে মাত্র গোছল সেরেছে। মাথার চুল ভেজা।

তিনটা সিঁড়ি না মাড়িয়েই 'সুপ্রভাত' আর শুভেচ্ছা জানালেন। যেন শুভেচ্ছাই নয়, না তাকিয়েই উত্তর দিলেন বেরনাদা। বারান্দায় এলেন মার্কেস। ঝোপঝাড়ের ওপর দিয়ে বাধাহীন, একদৃষ্টে পুরো দিগন্তে কী যেন খুঁজলেন। কারণ যতদূর দৃষ্ট যায়, শুধুই ঝোপঝাড়, বন্য লতা আর পুকুর পাড়ে লাউয়ের মাচাটা ছাড়া কিছু নেই। 'লোকজন কোথায় ?' জিজ্ঞেস করলেন। বেরনাদা তার বাবার মতো দ্বিতীয়বারও না তাকিয়ে উত্তর দিলেন : 'চলে গেছে। চারদিকের দুশো মাইলের মধ্যে কোনো জীবিত প্রাণী নেই।'

চেয়ারের খোঁজে ভেতরে গেলেন। বাড়িটা এখন ধ্বংসস্তূপ। মেঝের ইটের ফাঁকে ফাঁকে রক্তরং ফুল মাথায় নিয়ে ছোট ছোট চারা উঁকি মারছে। খাবার ঘরে সেই পুরনো টেবিল, উইয়ে খাওয়া চেয়ার। যতটা মনে করা যায় তার চেয়েও আগে এক বিশেষ ঘণ্টায় বন্ধ হওয়া দেয়ালঘড়ি। আর প্রতিশ্বাসের সঙ্গে এসবের

BanglaBook.org

অদৃশ্য ধুলো তিনি অনুভব করেন বেরনাদা পাশে বসে খুব নরম কণ্ঠে বলেন মার্কেস : 'তোমার জন্যই এসেছি '

বেরনাদার মুখে কোনো পরিবর্তন এল না কিন্তু প্রায় অদৃশ্য এক সম্মতির মাথা নাড়ায় সে। নির্জন গুহা, ছুরি উঁচিয়ে ঝোপের আড়ালে ঘাপটি মারা ক্রীতদাস, অন্তহীন রাত ; নিজের জীবনটার বর্ণনা দিলেন তিনি : 'একে বাঁচা বলে না।'

'তেমন বাঁচা ছিলও না কোনো দিন।' বললেন বেরনাদা।

'তেমন হতে পারত।' উত্তর মার্কেসের।

'তোমাকে কত ঘৃণা করি যদি জানতে, তবে এ কথা বলতে না।'

'সবসময় ভেবেছি আমিও তোমাকে ঘৃণা করি।' বললেন তিনি : 'কিন্তু এখন মনে হয় অতটা নিশ্চিত নই।'

তারপর বেরনাদা তার হৃদয় খুলে ধরলেন, সেখানে কী আছে দিনের আলোয় মার্কেস যেন দেখতে পান। হেরিং মাছ আর আচারের ছুতায় বাবা তাকে কেমন করে মার্কেসের কাছে পাঠিয়েছেন, হস্তরেখা বিচারের পুরনো কায়দায় কীভাবে তাকে প্রতারণা করেছেন তিনি যখন গোবেচারাভাব করছিলেন তখন কেমন করে তার কুমারত্ব নষ্ট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ; সব বলে।

বলে, মারিয়াকে গর্ভে নিয়ে কীভাবে তাকে আজীবন ফাঁদে আটকানোর স্থির কিন্তু নিশ্চিত পরিকল্পনা করেছে সে কথা। কিন্তু একটা কারণে বেরনাদাকে ধন্যবাদ জানাতে হলো, তাকে পৃথিবী থেকে সরাতে স্যুপে লডেনাম আফিমের আরক মেশানোর বাবার সঙ্গে করা পরিকল্পনা পুরনের সাহস তার ছিল না।

'নিজের গলায় নিজেই ফাঁস পরেছিলাম।' বললেন বেরনাদা : 'কিন্তু সেজন্য দুঃখ নেই। কিন্তু এটা তো বাড়াবাড়ি হত যে, সেই অপূর্ণ প্রাণী আর তোমাকে এত সবের পরও ভালোবাসব আমি। আমার সব দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী তোমরা দুজন।

আসলে বেরনাদার পতনের শেষ ধাপ হুদাস ইসকারিয়োতেকে হারানো। অন্য পুরুষের মধ্যে তাকে খুঁজতে গিয়ে, খামারের দাসদের সঙ্গে অবাধ সঙ্গমে গা ভাসাল সে। শুরু করার আগে এ জিনিসটা সব সময়ই তার কাছে ছিল ঘিনঘিনে। দল করে তাদের বাছাই করতেন বেরনাদা। তারপর একে একে সবাইকে বেত-ঝোপের হাঁটা পথে বিদায়। গাজানো মধু আর কাকাওয়ের ট্যাবলেট তার সৌন্দর্য কেড়েছে। শরীর ফুলে ঢোল, কুৎসিত। অত বড় শরীর সামলানোর সাহস সে দাসরা হারানোর আগ পর্যন্ত এভাবেই চালিয়ে গেলেন বেরনাদা। তারপর দেয়া শুরু করলেন পারিশ্রমিক। প্রথম প্রথম যুবকদের, তারপর চেহারা-সুরত ও আকৃতি দেখে এটা সেটা দিতে শুরু করলেন। শেষ দিকে যাকে পেতেন তাকেই

BanglaBook.org

পারিশ্রমিক দিতেন খাঁটি সোনায়। এ অতৃপ্ত কামের হাত থেকে রেহাই পেতে দলে দলে তারা সান বাসিলিও দে পালেঙ্কেতে পালাচ্ছিল। বিষয়টা যখন তিনি আবিষ্কার করেন, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

'কুড়াল দিয়ে ওদের টুকরা টুকরা করতে পারতাম।' এক ফোঁটা চোখের পানিও পড়ল না, বললেন : 'শুধু ওদেরই না তোমাকে, মেয়েটাকে আর হাভিডসার আমার বাবাকেও। আমার জীবনটা যারা শেষ করেছে তাদের সবাইকে। কিন্তু খুন করার মতো অবস্থা তখন আর আমার ছিল না।'

নির্বাক বসে তারা ঝোপঝাড়ের ওপর রাতের নেমে আসাটা দেখলেন। এক দল প্রাণীর চিৎকার ভেসে আসছিল দিগন্ত থেকে। আঁধার না ঘনানো পর্যন্ত তাদের সবার নাম ধরে এক মহিলার ডাক আসছিল কানে। দীর্ঘশ্বাস ফেলেন মার্কেস : 'এখন দেখছি তোমাকে ধন্যবাদ দেয়ার কিছু নেই।'

তাড়াহুড়া না করেই ওঠলেন। চেয়ারটা সরালেন আগের জায়গায়। তারপর বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়ে, বাতি না নিয়ে, যে পথে এসেছেন সে পথেই চলে গেলেন। শেষে মার্কেস হিসেবে পাওয়া গেল শকুনে খাওয়া একটা কঙ্কাল। দু গ্রীষ্ম পরও গন্তব্য না পাওয়া এক পথের ওপর পড়েছিল সেটা।

...

একটা কাপড়ে ফুল তুলে সেদিন পুরো সকালটাই কেটেছে মারতিনার। দুপুরের খাবার মারিয়ার সেলেই সেরেছে। তারপর ভাতঘুম ঘুমাতে গেছে নিজের সেলে। বিকেলে কাপড়টায় শেষ ফোড় তুলতে তুলতে খুব বিষণ্ন মনে বলল মারিয়াকে : 'যদি কখনও এখান থেকে ছাড়া পাও বা তোমার আগে যদি আমি চলে যাই, তবে আমাকে ভুলো না। সেটাই হবে আমার একমাত্র গৌরব।'

মারতিনা সেলে নেই, পরদিন এ কথা বলে চেঁচিয়ে ওয়ার্ডার তাকে ঘুম থেকে না জাগানো পর্যন্ত মারিয়া এর অর্থ বোঝেনি। কনভেন্ট তন্নতন্ন করে খুঁজেও মারিয়ার বালিশের তলায় ছোট্ট একটা চিরকুট ছাড়া মারতিনার কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না। চিরকুটে লেখা : তোমরা দুজন সুখী হও। রোজ তিনবার তোমাদের জন্য প্রার্থনা করব।

ভিকার, নিজ বাহিনীর সিস্টার আর বন্দুকঅলা একদল প্রহরী নিয়ে হোসেফা হাজির হওয়ার পরও মারিয়ার বিস্ময়ের ঘোর কাটে না। তার দিকে খিটখিটে একটা হাত তুলে চিৎকার করেন তিনি : 'যোগসাজশটা করেছিস তুই। এর শাস্তি তোকে পেতেই হবে।'

এত দৃঢ়তার সঙ্গে মারিয়া হাতটা ওঠায় যে, মাঝপথেই থেমে যান মাদার : 'তাদের যেতে দেখেছি আমি।'

অবাক হন মাদার : 'ও একা ছিল না?'

'ছিল ছ জন ' বলে মারিয়া।

অসম্ভব। আরো অসম্ভব সামনের চত্বর দিয়ে যাওয়া। কারণ সেখান থেকে পালানোর একমাত্র পথ সুরক্ষিত আঙিনাটা।

'ওদের বাদুরের মতো ডানা আছে।' নিজের দু হাত ঝাপটে বলে মারিয়া : 'চত্বরের ওপর সে ডানা মেলল তারা, তারপর উড়তে উড়তে...'

বুকে ক্রুশ একে হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসলেন মাদার : 'দোহাই মাতা মেরি !'

'নিষ্পাপ গর্ভধারিনী।' অন্যরা গলা মেলায়।

পালানোটা একদম নিখুঁত। মারতিনা যখন আবিষ্কার করে দেলাওরা কনভেন্টে রাত কাটায়, তখন খুব গোপনে আর নিখুঁতভাবে এ পরিকল্পনাটা করে। সন্দেহ এড়াতে পয়নালির ঢাকনাটা ভেতর থেকে বন্ধ করার বিষয়টা সে আগে বোঝেনি বা গা করেনি। তাই অনুসন্ধানকারীরা সুড়ঙ্গটা খোলা পায়। ব্যাপারটা বোঝার সঙ্গে সঙ্গে দু দিকেই আটকে দেয়। এবার আজীবন বন্দি খুপরিতে জোর করে তালা মারা হলো মারিয়াকে। সে রাতে জমকালো এক চাঁদের নিচে সুড়ঙ্গের বন্ধ মুখ খোলার চেষ্টায় নিজের দু হাত রক্তাক্ত করে দেলাওরা।

তারপর এক উন্মত্ত শক্তির তাড়ায় মার্কেসের সঙ্গে দেখা করতে ছোটে। ঠোকা না দিয়ে সদর দরজা ঠেলে পরিত্যক্ত ঘরটায় ঢোকে। ঘরের চুনকাম করা দেয়ালটা স্বচ্ছ। চাঁদের আলোয় মনে হয় বাড়ির ভেতর-বাইরের আলোটা একই রকম। সব ঝকঝকে তকতকে। আসবাবপত্র ঠিকঠাক, ফুলদানিতে ফুল : পরিত্যক্ত এ বাড়ির সবই নিখুঁত। কব্জার ক্যাচকাচ শব্দে মাস্টিফগুলো জেগে উঠে। অলিভিয়া সামরিক কায়দায় সেগুলোকে চুপ করায়। উঠানের সবুজ আলোয় দেলাওরা দেখে অলিভিয়াকে। সুন্দরী, মার্কেসের একটা জামা গায়, প্রচণ্ড ঘ্রাণঅলা ক্যামেলি গোঁজা খোপায়। তর্জনী ও বুড়ো আঙুল উঁচিয়ে ক্রুশ আঁকার চেষ্টা করে দেলাওরা : 'ঈশ্বরের দোহাই, কে আপনি ?'

'এক যন্ত্রণাবিদ্ধ আত্মা।' বলে অলিভিয়া।

'আপনি ?'

'কায়েতানো দেলাওরা। এক মুহূর্তের জন্য, শুধু একটা কথা শোনানোর জন্য নতজানু হয়ে সিনর মার্কেসের কাছে এসেছি।'

রাগে ঝলসে উঠে অলিভিয়ার চোখ : 'বদমাশের কথা শোনার ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহ নেই।'

'এত বড় কথা বলার আপনি কে ?'

'এ বাড়ির রানি।'

'ঈশ্বরের দোহাই। তাকে বলুন, মারিয়াকে নিয়ে একটু কথা বলতে এসেছি আমি।' বুকে হাত রেখে মূল প্রসঙ্গে আসে সে : 'তার প্রেমে আমি মরে যাচ্ছি।'

BanglaBook.org

'আর একটা কথা বললে কুকুর লেলিয়ে দেব ' দরজার দিকে আঙুল তুলে বলে অলিভিয়া : 'বেরও এখান থেকে '

অলিভিয়ার জোরটা টের পায় দেলাওরা চুপচাপ বাড়ির বাইরে বেরিয়ে যায়

মঙ্গলবার আবরেনুনসিও হাসপাতালের পর্দাঘেরা অংশটায় এসে বিধ্বস্ত দেলাওরাকে দেখতে পান। এ শাস্তির আসল কারণ থেকে শুরু করে সেলের বিরহের রাত পর্যন্ত, সব খুলে বলে সে। আবরেনুসসিও বোকা বনে যান।

'এ উন্মত্ততা ছাড়া আপনার সম্পর্কে আর সবকিছুই আমি কল্পনা করতে পারতাম।'

দেলাওরা হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করে : 'এ অভিজ্ঞতা আপনার কখনো হয়নি ?'

'কোনো দিন না।' বললেন আবরেনুনসিও। বললেন, প্রেম প্রকৃতি বিরোধী এক আবেগ। পরস্পর অপরিচিত দু ব্যক্তিকে এক নীচ ও অস্বাস্থ্যকর নির্ভরশীলতায় ঠেলে দেয়। প্রেম যত তীব্র ততই ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু দেলাওরা তার কথায় কান দেয় না। খ্রিষ্টীয় জগতের পীড়ন থেকে যতটা সম্ভব দূরে পালানোর ইচ্ছায় তার মন এখন বুঁদ : 'আইনি সাহায্যটা এখন শুধু মার্কেসই করতে পারেন। হাঁটু গেড়ে অনুনয় করে বলতাম, কিন্তু তাকে পাইনি।'

'কখনওই পাবেন না। কানাঘুষা শুনেছেন তিনি, মেয়েটার অমর্যাদা করেছেন আপনি। এখন বুঝতে পারছি, একজন খ্রিষ্টানের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ভুল করেননি।' দেলাওরার চোখে চোখ রেখে বললেন : 'আপনার নরকের ভয় নেই ?'

'নরকেই তো আছি। যদিও সেটা ঈশ্বরের বানানো নয়।' নির্ভয়ে বলে যায় দেলাওরা : 'ধর্মবিশ্বাসের চেয়ে ভালোবাসার দিকেই সৃষ্টিকর্তা বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।'

সম্প্রতি যুক্তির বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া এ লোকটা তাকে যে অবাক করে দিল, আবরেনুনসিও সেটা গোপন করলেন না। কিন্তু মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিলেন না, হাজার হোক, মাথার ওপর আছে পোপদপ্তরটা : 'আছে এক মৃত্যুর ধর্ম, সেটা মৃত্যুকে মোকাবেলা করার সাহস জোগায় আর আনন্দে ভরপুর রাখে আপনাদের। কিন্তু আমার বিশ্বাস, সবচে' প্রয়োজনীয় ব্যাপার হলো বেঁচে থাকা।'

দেলাওরা কনভেন্টে ছোটে। দিনের আলোয় সাধারণ দরজা দিয়েই ঢোকে। বাগান পার হয়। সাবধানি হয় না। কারণ সে নিশ্চিত, প্রার্থনার ক্ষমতায় সে এখন অদৃশ্য। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে। নিচু ছাদ এক করিডোর দিয়ে কনভেন্টের দু অংশ জোড়া। নির্জন সে করিডোর ধরে আজীবন বন্দিদের নীরব আর হালকা পৃথিবীটায় হাজির হয় সে। নতুন যে সেলে বসে তার জন্য কাঁদছে মারিয়া, না

BanglaBook.org

জেনেই সেটা পার হয়ে যায়। কয়েদি চত্বরে প্রায় এসে গেছে এমন সময় পেছন থেকে একটা 'দাঁড়াও !' শব্দে থমকে দাঁড়ায়।

পেছন ফিরে দেখে, তার দিকে একটা ক্রুশ খাড়া করে মুখ ঢাকা এক নান দাঁড়িয়ে। তার দিকে এক পা এগোয় দেলাওরা। কিন্তু দুজনের মধ্যিখানে যিশুকে দাঁড় করিয়ে নান চিৎকার করে : 'পিছু হটো !' পেছনে আরেকটা কণ্ঠ : 'পিছু হটো !' তারপরে আরেকটা : 'পিছু হটো !' চলতেই থাকে। বারকয় এদিক-সেদিক তাকায় সে। বুঝতে পারে, তার দিকে ক্রুশ উঁচিয়ে এগিয়ে আসছে কিছু মুখ। মুখঢাকা সে নানের দল চারদিক থেকে ঘিরে ধরে 'পিছু হটো শয়তান !' চিৎকার করতে করতে তার দিকে ধেয়ে আসছে।

দেলাওরা শক্তির শেষ সীমায়। তাকে পোপদপ্তরে হস্তান্তর করা হলো। গণবিচারে অপরাধী হলো সে। ধর্মদ্রোহিতার এক সন্দেহ চাপল তার কাঁধে। এ নিয়ে খোদ খ্রিষ্টধর্মের বুকেই উঠল এক প্রবল আলোড়ন। শেষে বিশেষ ক্ষমায়, বহু বছর আমোর দে দিয়োস হাসপাতালে সেবক হিসেবে কাজ করে কারামেয়াদ কাটল তার। বহু বছর রোগীদের সঙ্গে বাস করে, খাওয়া-দাওয়া করে, একসঙ্গে ঘুমিয়ে, তাদের সঙ্গে একই চাড়িতে গোসল করে কাটে, কিন্তু স্বেচ্ছায় কুষ্ঠ আক্রান্ত হওয়ার ইচ্ছাপূরণ হয় না।

মারিয়া অকারণেই তার অপেক্ষা করছিল। তিনদিন পর, ভূতপাওয়ার বিদ্রোহী লক্ষণগুলো বিস্ফোরণ ঘটায়। খাওয়া হলো বন্ধ। তারপর বোধবুদ্ধিহীন এক দুর্ভাগ্যে, অসংখ্য গুজবে বিধ্বস্ত বিশপ নিজেই দানব তাড়ানোর কাজে ভয়ানক শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। শারীরিক অবস্থা আর বয়সের বিচারে এটা অকল্পনীয়। বিশেষ পোশাকে মোড়া, ন্যাড়ামাথা মারিয়া শয়তানের ভয়ংকরতা নিয়ে তার মোকাবেলা করল। নারকীয় পক্ষীদের ভাষায় বা তীব্র চিৎকারে তার সঙ্গে কথা বলল এবার। দ্বিতীয় দিন উন্মাদ হওয়া গবাদি পশুর অস্থির ডাকাডাকি শোনা গেল। কেঁপে উঠল জমিন। মারিয়া যে নরকের দানবদের দাক্ষিণ্যে বেঁচে আছে সে কথা আর অবিশ্বাস করা গেল না। সেলে আনা হলো মারিয়াকে। তারপর পেট থেকে দানব বের করার ফরাসি পদ্ধতি মতো মলদ্বার দিয়ে ঢোকানো হলো পবিত্র পানি।

এভাবেই চলল তিন দিন। সাত দিন না খেয়ে আছে মারিয়া। তারপরও টেনেটুনে একটা পা ছাড়িয়ে গোড়ালি দিয়ে বিশপের তলপেটে লাথি কষল একটা। মাটিতে হুমড়ি খেলেন তিনি। তখনই সবাই বোঝে, শরীর পাতলা হয়েছে। তাই বাঁধন ঢিলা হওয়ার সুযোগে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে মারিয়া। ঘটনার জের হিসেবে একটা হইচই হতে পারে। তাই গির্জা কাউন্সিল দানব তাড়ানোয় বিরতি দেয়াই যথাযোগ্য মনে করল। কিন্তু বিশপ বিরোধিতা করলেন।

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

আর মারিয়া কোনো দিন জানল না দেলাওরার কী হয়েছে কেন খিলান ঢাকা দোকান থেকে নানা খাবারের ঝুড়ি আর অতৃপ্ত রাতগুলো নিয়ে সে আর ফেরেনি। উনত্রিশ মে বরফঢাকা মাঠ দেখা যায় যে জানালা দিয়ে, নিরাশ হয়ে সে জানালার স্বপ্নটা আবার দেখে মারিয়া ; সেখানে দেলাওরা নেই। আর কোনো দিন আসবে না। কোলে রাখা এক থোকা সোনালি আঙুর ; যে আঙুরগুলো খাওয়া সঙ্গে সঙ্গে আবার জন্মাত। কিন্তু থোকাটার শেষ আঙুরটা খেয়ে ফেলার ইচ্ছায় দম বন্ধ করে এবার সে একটার জায়গায় দুটা করে খায়। দানব তাড়ানোর ছ নম্বর আয়োজন। মারিয়াকে তৈরি করতে আসে ওয়ার্ডার। দেখতে পায়, ভালোবাসা না পেয়ে মরে থাকা একটা শরীর পড়ে আছে বিছানায়। চোখ দুটা তখনো জীবন্ত। গায়ের চামড়া নতুন শিশুর মতো নরম। ন্যাড়া মাথায় চুলের গোছা বুদ্বুদের মতো উপচে উঠছে।